ভারত সীমান্তে রুশ

অথবা

অতি প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত মধ্য-
আসিয়ায় ভারতের দিকে রুশের রাজ্য
বিস্তারের বিশেষ বিবরণ।

প্রথম ভাগ।

৫৫ নং কলেজষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরী,
৯৭ নং কলেজষ্ট্রীট সোম প্রকাশ ডিপোজিটারী,
৩৫ নং কলেজষ্ট্রীট এম্, এম্, মজুমদার কোম্পানী
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা।
২১০।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে
শ্রীভুবনমোহন ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯২।

মূল্য ।৶০ আনা মাত্র।

LIST OF SOME OF THE PRINCIPAL WORKS CONSULTED IN PREPARING THIS PART.

1. History of Russia.—By Walter H. Kelly, 2 vols.
2. Duncan's History of Russia, 2 vols.
3. Modern World.—By J. A. C. Barton.
4. History of Persia.—By C. H. Markham.
5. Persia Ancient and Modern—By J. Pigot.
6. Watson's Persia from the beginning of the Nineteenth Century to 1858.
7. England and Russia in Central Asia—By Demetrius Charles Boulger. 2 vols.
8. Smucker's Catherine II.
9. Hunter's (I. Castero's) Catherine II.
10. John and Robert Mitchel's The Russians in Central Asia.
11. Fowler's Three years in Persia.
12. Brydges History of the British mission to Persia.
13. History of Europe.—By Sir A. Alison (1815-52), vols. II, III & VI.
14. The Russians in Central Asia.—By Fred. Von. Hellwald.
15. Khiva and Turkistan.—By Capt. H. Spalding.
16. Progress of Russia in the East.—Anon.
17. Professor Vambery's History of Bokhara.
18. Central Asia from the Aryan to the Cossac.—By J. Hutton.
19. Russian Expedition to Khiva under General Perofski, Anon.
20. Russian advance Eastward.—By Lieut. H. Stumm, Translated by C. E. H. Vincent.
21. Kaye's Afghanistan, 2 vols.
22. Turkistan.—By Eugene Schuyler, 2 vols.

বিজ্ঞাপন।



রুশ-ইংরাজের পরস্পর আচার ব্যবহার; মধ্য আসিয়ায় রুশের রাজ্য বিস্তারে ভারত বাসীগণের আশা ও আশঙ্কা, ইষ্ট ও অনিষ্ট; আফ্‌গান সীমান্তে রুশ-ইংরাজে যুদ্ধ বাধিলে তাহার জন্য দোষী কে হইবে, এবং তাহার মূল তত্ত্বই বা কি;—এই সকল বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, পাঠক তাহার বিচার করিবেন।

এই পুস্তক রচনা করিতে আমরা অনেকগুলি ইংরাজি মূল গ্রন্থ, এবং ভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। তন্মধ্যে প্রধান প্রধান কতিপয় গ্রন্থের নাম স্থানান্তরে মুদ্রিত হইল। এই সকল গ্রন্থ হইতে ঘটনাদির বিবরণ মাত্র গৃহীত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে যে সকল মতামত প্রকাশ করা হইয়াছে তাহা আমাদের নিজের, তজ্জন্য আমরাই দায়ী। বলা বাহুল্য যে স্থানে স্থানে ইংরাজ রুশ বা জর্ম্মান গ্রন্থকারদিগের মতের সঙ্গে আমাদিগের মতের মিল হইয়াছে, স্থানে স্থানে হয় নাই।

এ স্থলে আর একটী মাত্র কথা বলা প্রয়োজন। এই গ্রন্থ রচনা কালে তাহা হইতে গৃহীত দুই চারিটী প্রবন্ধ গত বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের সোমপ্রকাশ ও ভারতমিহির পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

কলিকাতা,
জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৫ } গ্রন্থকারস্য।

ভারত সীমান্তে রুশ

উপক্রমণিকা।

রুশে আসিয়ায় সম্বন্ধ আজ নূতন নহে। রুশ তাতারের আলাপ পরিচয় ইতিহাসের অতি প্রাচীন ঘটনার মধ্যে পরিগণিত। রুশ যখন সভ্য সমাজে অপরিচিত; রুশ সাম্রাজ্য যখন বীজাঙ্কুরের মত অতি সামান্য,—কেবল মাত্র দুই চারিটী ক্ষুদ্রায়তন নগরীতে সীমাবদ্ধ; আজিকার সুবিস্তৃত, বহু-নগর-নগরী-শোভিত, বহু-জন-অধ্যুসিত রুশিয়া দেশ যখন জনহীন অরণ্যানীরূপে ভূ-পৃষ্ঠে বিরাজিত; তখন তাতার ও মোগল অশ্বারোহীগণ যাইয়া তাহার ক্ষুদ্র নগর ও ক্ষুদ্রতর গ্রাম সমূহকে ছারখার করিয়া আসিত। রুশ ইতিহাসের সেই অতি শৈশব সময়েও মধ্যআসিয়াবাসী লুণ্ঠনপ্রিয় যোদ্ধাদিগের জয়-ধ্বনিতে রুশের আকাশ প্রতিধ্বনিত হইয়া রুশিয়াবাসীদিগকে আতঙ্কিত করিত। আজ কালচক্রের আবর্ত্তনে মোগল ও তাতার রুশিয়ার ভয়ে কম্পান্বিত; আজ রুশিয়া বীরগৌরবে মত্ত হইয়া মধ্য-আসিয়াবাসী তাতার ও মোগলদিগকে আপনার পদানত করি-তেছে; কিন্তু এক দিন ছিল, যখন রুশিয়ার প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি-গণও মোগল পাদতলে বসিয়া সবিনয়ে, সভয়ে, জিংঘিস খাঁয়ের বংশধরগণের পাদপীঠ চুম্বন করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন।

মোগল দাসত্বে রুশ লাভবান্ হইয়াছিল। মোগল সহায়ে রুশের অভ্যুত্থান—তাঁহাদের কৃপাগুণেই সেই প্রাচীন কালের দুই চারিটী ক্ষুদ্রায়তন নগর নগরী হইতে দুর্দ্দান্ত প্রতাপশালী, বর্ত্তমান

রুশ রাজ্যের জন্ম। কে জানে যে, মোগলের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিবে না?—রুশ-দাসত্বাধীনে মোগল তুর্কীদেরও পুনরুত্থান হইবে না? এক দিন দুর্ব্বল, গৃহ-বিবাদে ভগ্ন-দেহ রুশিয়া মোগল তাতারের শাসন দণ্ড ধারণ করিয়া সভ্য জগতে দাঁড়াইয়াছে; এবার কাল চক্র ঘূরিয়া আসিয়াছে,—এবার রুশের শাসন দণ্ডে ভর করিয়া মোগল তাতারও, ঈশ্বরের মঙ্গল বিধানে, পুনরায় জাতীয়তার সোপানে আরোহণ করিবে।

রুশের রাজ্য বিস্তারে উরূপার জাতি সমূহের প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে। বহু দিন হইতেই ইঁহারা রুশের এই নবোদিত সৌভাগ্য দেখিয়া তাহার প্রতি ঈর্ষাকটাক্ষপাত করিতেছেন;—তাহার দক্ষিণপাদ উরূপার পশ্চিম প্রান্তে, এবং বামপাদ আসিয়ার 'পূর্ব্ব সীমান্তে স্থাপন করিয়া রুশ উরূপার জাতি সমূহের ভীষণ বিভীষিকা হইয়া আছে। তাই তাঁহারা সময়ে অসময়ে, সকারণে অকারণে তাহার ক্ষমতা খর্ব্ব করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন, এবং অতি সামান্য ছোতানাতা অবলম্বন করিয়া পৃথিবীকে নর-শোণিতে ভাসাইয়া দিয়াছেন।

রুশিয়ার সাম্রাজ্য ও স্বাধিপত্য বিস্তারের ইচ্ছা ইংলণ্ডের, ফরাসীসের, বা জর্ম্মানির রাজ্য লাভের ইচ্ছা অপেক্ষা অধিক দূষণীয় কি না জানি না; কিন্তু তাহার রাজ্য বিস্তারে মানব সমাজের যে বিশেষ উপকার হইতেছে, ইতিহাস তাহার সাক্ষী। রুশ সেনার পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া সভ্যতার ও জ্ঞানের আলোক মধ্যআসিয়ার আরণ্য প্রদেশে প্রবেশ করিয়া তথাকার বহু শতাব্দির একত্রিত ও ঘনীভূত অজ্ঞানান্ধকার অপসারিত করিয়া দিতেছে,—বহু কালের বদ্ধমূল কুসংস্কার সমূহকে সমূলে উৎপাটন করিয়া ফেলিতেছে, এবং তুর্কী-ভূমের নিবিড় অরণ্য ও মরুপ্রদেশে নূতন নূতন সমৃদ্ধিশালী গ্রাম ও নগরাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। সভ্যতার সঙ্গে অস-

ভ্যতার এবং জ্ঞানের সঙ্গে অজ্ঞানতার সংঘর্ষণে সচরাচর যে সকল সুফল উৎপন্ন হইয়া থাকে, মধ্য আসিয়ার আরণ্য প্রদেশে রুশ সম্রাটের রাজ্য বিস্তারেও সেই সমুদায় সুফল ফলিতেছে।

খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দির পূর্ব্বে রুশিয়ার কোনও ধারাবাহিক, বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায় না। এই প্রাচীন সময়ের বিষয় আমরা এই মাত্র জানি যে, তখন আজিকার সুবিস্তৃত রুশিয়া সাম্রাজ্যে কেবল মাত্র কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন নগর নগরী বিদ্যমান ছিল। মধ্যে মধ্যে পশ্চিম হইতে নর্ম্মাণ ও পূর্ব্ব হইতে তাতার দস্যুগণ দলে দলে গিয়া এই সকল নগর নগরীকে ছারখার করিয়া আসিত। তবে তাতার আক্রমণে উত্তর বা পশ্চিম প্রান্তস্থ নগর নগরী সমূহ বড় উত্ত্যক্ত হইত না; নর্ম্মাণ আক্রমণও পশ্চিম ও পশ্চিমদক্ষিণ প্রান্তেই প্রায় সীমাবদ্ধ থাকিত। সুতরাং রুশিয়ার কেন্দ্রস্থ নগর নগরী সমূহ এই সকল অত্যাচার ও উৎপীড়নের ভয় হইতে মুক্ত থাকিয়া ক্রমেই উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছিল।

এই সময়ে সভ্য জগতে রুশিয়াকে কেহ চিনিত না। তখন তাহার নামকরণ পর্য্যন্ত হইয়াছে কি না সন্দেহ। তখন উত্তর উরূপার একটী মাত্র নগরী সভ্য সমাজে সুপরিচিত ছিল,—তাহার নাম নভগরড (Novgorod)। নভ্গরড উত্তর উরূপার বাণিজ্যের প্রাচীন কেন্দ্রস্থান। নর্ম্মাণ ও তাতার অত্যাচার হইতে মুক্ত থাকিয়া নভ্গরড ক্রমেই বিশেষ সমৃদ্ধিশালিনী হইয়া উঠিল। উরূপা ও আসিয়া হইতে বণিকগণ নভ্গরডে যাতায়াত করিতেন, এবং পারশ্য, ভারতবর্ষ, ভিনেটা, কনষ্টাণ্টিনোপল প্রভৃতি স্থানে নভ্গরডবাসীগণেরও গতিবিধি ছিল। বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীঃ;—নভ্গরডের শ্রীও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

ধনে আলস্য বৃদ্ধি পায়; বাণিজ্যে বণিকদিগকে স্বাধীনচেতা ও স্ব স্ব প্রধান করিয়া তোলে। ইহা হইতে গৃহ-বিবাদ; গৃহ বিবাদে ক্রমেই

নভ্‌গরডের তেজ ম্রিয়মাণ হইতে লাগিল। ছিদ্রেম্বনর্থা বহুলী ভবন্তি;—নভ্‌গরডের গৃহ বিবাদের মধ্যেই নর্ম্মাণগণের সঙ্গে মহা বিবাদ বাধিয়া উঠিল। এই বিবাদে নভগরড আপনার স্বাধীনতা হারাইল। তখন নভগরডবাসীগণের চেতনা হইল; তাঁহারা বিশেষ চেষ্টা করিয়া লুপ্ত স্বাধীনতা ফিরাইয়া পাইল। কিন্তু বেশী দিন তাহা ভোগ করিতে পারিল না;—পুনরায় গৃহ-বিবাদ জ্বলিয়া উঠিল। তখন নভ্‌গরডবাসীগণ অনন্যোপায় হইয়া আপনাদিগের প্রাচীন সাধারণ-তন্ত্র শাসনপ্রণালী বিসর্জ্জন দিয়া দেশে রাজ-তন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিল। রুশ ইতিহাসে খ্যাতনামা রুরিক্ নভ্‌গর-ডের প্রথম রাজা।

রুরিক্ নভ্‌গরডের নব-প্রতিষ্ঠিত সিংহাসনে বসিয়াই তৃপ্ত হইলেন না। চতুঃপার্শ্বস্থ বহু সংখ্যক নগর নগরীর উপর তিনি আপ-নার প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া একটী পরাক্রান্ত ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করি-লেন। এই স্থানেই রুশ সাম্রাজ্যের বীজ উপ্ত হইল।

এই বীজ ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া রুরিকের পুত্রের জীবদ্দশাতেই বর্ত্ত-মান সময়ে যে সুবিস্তৃত ভূভাগ উরূপীয় রুশিয়া নামে খ্যাত, তাহা প্রায় সম্পূর্ণরূপে ছাইয়া ফেলিল। এই সময়ে রুশিযার আর একটী নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহার নাম কিয়েফ্।

রুরিকের পুত্রের মৃত্যুতে তাঁহার পুত্রবধূ কিছু কালের জন্য রুশ রাজ্যের শাসন কার্য্যের তত্ত্বাবধান করেন। এই তেজস্বিনী রমণীর শাসনাধীনে নবোদিত রুশ রাজ্যের প্রভাব আরো বৃদ্ধি পাইল। এই রূপে ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দির মধ্যভাগে রুশ রাজ্য উরূপায় পরিচিত হইয়া উঠিল।

উত্থানের পরেই পতন;—এই সময় হইতে রুশেরও পতন আরম্ভ হইল। রুরিকের বংশধরগণ দেশ ছাইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রাচীন রীতি অনুসারে ইঁহাদের সকলেরই একটী একটী ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল।

এত গুলি স্ব স্ব প্রধান লোক যে দেশে সে দেশের শান্তি রক্ষা পায় না। রুশিয়ার রাজ বংশীয়েরা দেশে মহা গৃহ-বিবাদের অগ্নি জ্বালাইয়া দিলেন। রাজ বংশীয়গণের মধ্যে কিয়েফের অধিপতি নামতঃ সর্ব্ব প্রধান ছিলেন, তাঁহাকে রাজাধিরাজ (Grand Prince) বলা হইত; কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহার এবং তাঁহার জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে বড় তারতম্য ছিল না। যখন যাঁহার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইত, তখনই তিনি সবলে আসিয়া কিয়েফের সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিতেন। এইরূপ গৃহ-বিবাদে প্রায় এক শত বৎসর কাটিয়া গেল।

তাহার পর রুরিকের বংশে, খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দির প্রথমভাগে, এক জন প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার শাসনাধীনে তাঁহার অদম্য জ্ঞাতিগণ কথঞ্চিৎ শান্তভাব ধারণ করেন; এবং তিনি কিয়েফের অধিকার কিঞ্চিৎ বিস্তার করিতে সমর্থ হন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুতে পুনরায় সেই গৃহ-বিবাদ, সেই অরাজকতা উপস্থিত হইয়া দেশকে উৎসন্নে পাঠাইতে লাগিল।

তৎপরে ত্রয়োদশ শতাব্দির মধ্যভাগে মোগল দিগ্বিজয়ী জিংঘিস খাঁয়ের অভ্যুদয়। জিংঘিস খাঁ ভারত, চীন, আফগানিস্থান প্রভৃতি প্রায় সমগ্র আসিয়া খণ্ড ছারখার করিয়া উরূপায় আপনার জয় পতাকা উড্ডীন করিতে প্রয়াসী হইলেন। তাঁহার সেনাপতি উরাল পর্ব্বত শ্রেণী ও উরাল নদী অতিক্রম করিয়া সদল-বলে উরূপার দ্বারে উপস্থিত হইল। এই সাগর তরঙ্গের ন্যায় সেনা তরঙ্গ প্রতিরোধ করে কাহার সাধ্য? পূর্ব্ব ও উত্তর উরূপা মোগল পদানত হইল। রুশিয়া এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মোগল সেনার অত্যাচারে একেবারে ছারখার হইয়া গেল। রুশিয়ার রাজা প্রজা সকলে মোগলের দাসত্ব স্বীকার করিলেন।

মোগল দাসত্বে রুশিয়ার ভাগ্যে মঙ্গল হইল। প্রথমতঃ কিছুকাল পর্য্যন্ত মোগল বিজেতৃগণ স্বয়ং রুশিয়া শাসন করিতে লাগিলেন;

কিন্তু ক্রমে এ প্রথা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। মোগলেরা রুশ সীমান্তে আপনাদিগের আরণ্য ভূমিতে আয়াসে কাল কাটাইতে লাগিলেন। রুশিয়া এই স্থানে মোগল রাজকে তাঁহার বার্ষিক সেলামী পাঠাইয়া দেশের আভ্যন্তরীন্ শাসন আপনার স্বজাতীয় রাজাগণের দ্বারাই পরিচালিত করিতে লাগিল। মোগলগণ রুশের বন্ধু ও সহায় হইয়া দাঁড়াইলেন। রুশিয়ার যুদ্ধে যোগ দান করিয়া তাহার শত্রুগণকে পীড়ন করিতে লাগিলেন, এবং রুশিয়ার রাজবংশীয়দিগের গৃহ বিবাদেও যোগ দান করিয়া অদম্য রাজাদিগকে দমন করিতে লাগিলেন। ইহা হইতে একটী অতি শুভ ফল ফলিল। রুশিয়া কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত থাকাতেই এতকাল তাহার উন্নতির বড় ব্যাঘাত হইতেছিল; মোগলের সহায়ে এই সমুদায় ক্ষুদ্র রাজা ও রাজ্যের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস হইয়া তাহার উন্নতির পথ পরিষ্কার হইতে লাগিল।

এই রূপে আরো দুই শত বর্ষ কাটিয়া গেল। কাল প্রতাপে জিংঘিস খাঁয়ের বংশধরগণের ক্ষমতাও হ্রাস হইতে লাগিল। এই সময়ে হিন্দু-কোযের উত্তরে এক প্রবল পরাক্রান্ত নূতন মোগল দিগ্বিজয়ী জন্মগ্রহণ করিয়া জিংঘিস খাঁয়ের বংশধরগণের ক্ষমতা খর্ব্ব করিতে লাগিলেন। তৈমুরলঙ্গের নামে সমগ্র আসিয়া খণ্ড কাঁপিয়া উঠিল। তৈমুরলঙ্গ আসিয়ার প্রধান প্রধান রাজন্যবর্গকে আপনার পদানত করিয়া উরূপার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় তৈমুরলঙ্গের সেনা তরঙ্গ উরূপার সীমান্তে গিয়া আঘাত করিল। রুশ আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তৈমুরলঙ্গ রুশিয়ার দ্বারদেশ হইতেই ফিরিয়া আসিলেন। কেবল পথিমধ্যে উরূপা সীমান্তে জিংঘিস খাঁয়ের সেনানী প্রতিষ্ঠিত মোগল রাজ্যটী ছারখার করিয়া গেলেন।

তখন ইচ্ছা করিলে রুশিয়া সহজেই মোগলের প্রাধান্য অস্বীকার করিতে পারিত। কিন্তু তাহার সূক্ষ্মদর্শী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি

রাজাগণ তাহা করিলেন না। রুশকে একচ্ছত্র করাতেই কেবল তাহার উন্নতি সম্ভব, এইটী বিশেষ রূপে উপলব্ধি করিয়া, খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দির মধ্যভাগে রুশরাজ তৃতীয় ইভান হীনবল ও নিস্তেজ মোগলের সাহায্যে সমগ্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজন্য সমাজের উচ্ছেদ সাধন করিয়া রুশকে একচ্ছত্রাধীনে আনয়ন করিলেন। রুরিক যে সাম্রাজ্যের ক্ষুদ্রতম বীজ ছয়শত বর্ষ পূর্ব্বে নভগরডের ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া গিয়াছিলেন, তৃতীয় ইভানের সময়ে তাহার ক্রমবিকাশে শাখা প্রশাখা নির্গত হইয়া সুন্দর ও সুবিস্তৃত সতেজ বৃক্ষে পরিণত হইল।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দির শেষ ভাগে (১৪৭৫ খৃঃ অব্দে) রুশিয়া সীমান্তে প্রতিষ্ঠিত মোগল রাজ্যের অধীশ্বর ইভানের নিকট কর সংগ্রহ করিবার জন্য দূত প্রেরণ করেন। ইভান এখন আপনার প্রভুত্ব দেশে বদ্ধমূল করিয়া বসিয়াছেন। তিনি মোগল দূতদিগকে হত করিলেন; এবং কেবল মাত্র এক জনকে প্রাণে বাঁচাইয়া মোগল রাজাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, রুশিয়ার কর দানের দিন শেষ হইয়া গিয়াছে। মোগলাধিপতি বহুবার ইভানকে পরাস্ত করিবার প্রয়াস পাইয়া শেষে নিরুপায় হইয়া নিরস্ত হইলেন। এই হইতে রুশের মোগল-দাসত্বের অবসান হইল।

তৃতীয় ইভান রুশিয়াকে মোগলের বশ্যতা হইতে মুক্ত করিলেন; তাঁহার পৌত্র চতুর্থ ইভান উরুপার দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তস্থ মোগল রাজ্য সমূহ রুশিয়ার অধিকার ভুক্ত করিলেন। মোগলগণ রুশিয়া হাঙ্গেরী প্রভৃতি স্থানে কেবল সাময়িক অত্যাচার করিয়াই প্রতি নিবৃত্ত হইয়াছিল। কিন্তু উরুপার দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে তাহারা দুই চারিটী ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে। এতন্মধ্যে খাসান, আষ্ট্রাখান, বাস্কির, কাবার্দ্দা ও ক্রিমিয় ই সর্ব্ব প্রধান। ষোড়শ শতাব্দী শেষ হইতে না হইতে ক্রিমিয় ভিন্ন উরুপার অপর সমুদায় মোগল রাজ্য রুশের অঙ্গীভূত হইল।

উরুপা ও আসিয়ার মধ্যে একটী মাত্র নদী (উরাল), একটীমাত্র পর্ব্বতশ্রেণী (উরাল); ও একটী মাত্র হ্রদ (কাস্পিয়ান) ব্যবধান। উরাল-নদী ও উরালপর্ব্বত উভয়ই সহজে অতিক্রম করা যায়। ক্রমে রুশ উরুপার সীমা অতিক্রম করিয়া আসিয়ার সীমাভ্যন্তরে পাদক্ষেপ করিলেন।

উরাল পর্ব্বতের পরপারে যে কোনও সুবিস্তৃত লোভনীয় দেশ আছে, রুশিয়া তাহা জানিত না। কিন্তু ঘটনা ক্রমে যে সময়ে স্পেনের সম্রাট্‌দিগের ভাগ্যে আমেরিকার সুবিস্তৃত ভূখণ্ড আবিষ্কৃত হয়, সেই সময়ে রুশ সম্রাটগণের সৌভাগ্যবলে একজন রুশীয় দস্যু কর্ত্তৃক সাইবিরিয়াও আবিষ্কৃত হইল। এই দস্যুপতি সাইবিরিয়া আবিষ্কার করিয়া, তাহার তাতার অধিবাসীদিগকে নানা ছলেবলে পরাস্ত করিয়া তথায় আপনার আধিপত্য স্থাপন করিলেন। রুশরাজ এই দস্যুপতির দলবল বিনাশ করিয়া দিয়াছিলেন; তাঁহার উপরও দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছিল। সাইবিরিয়া আবিষ্কার করিয়া ও এই সুবিস্তীর্ণ-ভূভাগ দখল করিয়া দস্যুপতি তাঁহার অধীনস্থ একজন কর্ম্মচারীকে রুশ সম্রাটের নিকট পাঠাইয়া সাইবিরিয়া দেশ তাঁহার প্রভুত্বাধীনে স্থাপন করিবার ইচ্ছা জানাইলেন। রুশরাজ প্রফুল্ল চিত্তে দস্যুপতির দান গ্রহণ করিলেন। দস্যুপতি দণ্ডমুক্ত হইলেন এবং রুশ সম্রাট তাঁহাকে সর্ব্ব প্রকার ধন গৌরবে বিভূষিত করিলেন। সাইবিরিয়া রুশের করতলস্থ হইলে রুশ আসিয়া খণ্ডেও রাজত্ব ভাগ করিতে লাগিলেন। ষোড়শ শতাব্দির শেষভাগে সাই-বিরিয়া রুশ-রাজ্যভুক্ত হইল। তৎপর অষ্টাদশ শতাব্দিতে রুশ পারস্য রাজের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হইয়া কাস্পিয়ান হ্রদের পশ্চিম তীরস্থ পারস্য সাম্রাজ্যের চারিটী অতি প্রধান প্রদেশ (দাঘিস্থান, শীর্ভান, ঘিলান, ও মাজান্ধারাণ) লাভ করিলেন। কিন্তু সাত বৎসর পরে পুনরায় রুশরাজকে এই প্রদেশ চতুষ্টয় পারস্যকে প্রত্যর্পণ করিতে হয়। বর্ত্তমান শতাব্দির প্রারম্ভে, ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে, পারস্য পুনরায় বাধ্য

হইয়া দাঘিস্থান ও শীর্ভান, এই দুইটী প্রদেশ রুশিয়াকে অর্পণ করিয়াছেন।

অল্পদিন মধ্যেই পুনরায় রুশ পারস্যে সমর বাধিয়া উঠিল। এই সময়ে পারস্য রাজের নিকট হইতে রুশ আর একটী সুন্দর প্রদেশ কাড়িয়া লন। তৎপরে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে রুশ পারস্যে সন্ধি স্থাপিত হইলে রুশ পারস্যের নিকট হইতে আরাণ প্রদেশ স্বরাজ্যভুক্ত করেন।

তৎপরে রুশ ক্রমে পারস্য ও সাইবিরিয়া হইতে তুর্কিস্থানে পাদ-প্রসারণ করিয়া আজি আফ্গান সীমান্তে উপস্থিত হইয়াছেন।

রুশের এই সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে ভারতের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। প্রথমতঃ রুশ মধ্যআসিয়া দিয়া ক্রমেই ভারতেরদিকে অগ্রসর হইতেছেন। এক বৎসরকাল মধ্যে যে রুশ সেনা কোথায় তাহার শিবির সন্নিবেশ করিবে, তাহা আজ কেহ ঠিক করিয়া বলিতে পারে না। রুশের ভারত প্রান্তে উপস্থিতিতে ভারতবাসীর ইষ্টানিষ্ট কি হইবে, সে বিচার অন্যত্র করিব; এস্থলে এই মাত্র বলিতে পারি যে উন্নতির দিকেই হউক, আর অবনতির দিকেই হউক, রুশরাজ যে আধুনিক ভারতের ভাগ্যলিপি গঠনে বিশেষ আধিপত্য ভোগ করি-বেন তৎসম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ আজ ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে রাজনৈতিক আকাশ ঘোরঘনঘটাসমাচ্ছন্ন, আজ হউক, কাল হউক, অথবা দুই চারিদিন বিলম্বেই হউক, এই মেঘ হইতে একবার এক মহাপ্রলয়ঙ্করী বাত্যার উৎপত্তি হইবেই হইবে। এই যুদ্ধে ভারতের ধনবল ও লোকবল উভয়ই বহুল পরিমাণে বিনষ্ট হইবে। সুধু তাহাই নহে, এই মহাযুদ্ধের ফলাফলের উপর অব্য-বহিত ভবিষ্যতে ভারত-শাসনে কি নীতি অবলম্বিত হইবে, তাহারও মীমাংসা নির্ভর করিবে।

আবার রুশ ইংরাজের পরস্পর সম্বন্ধ ও আচার ব্যবহার লইয়া এদেশের সংবাদ পত্রে কিছুদিন হইতে অনেক লেখালেখি চলিয়াছে।

এই সকল প্রবন্ধাদি বর্ত্তমানের ঘটনাবলির সমালোচনায়ই লিখিত। অতীত ঘটনার জ্ঞান না থাকিলে বর্ত্তমানের সম্যক্ জ্ঞানলাভ অসম্ভব। অনেক সময় তাহাতেই আমরা রুশ ইংরাজের এই অসদ্ভাবের মূলতত্ত্ব বুঝিয়াও বুঝিয়া উঠিতে পারি না। তাহাতেই এই সম্বন্ধে একটী সংক্ষিপ্ত, সরল, ও ধারাবাহিক বিবরণ প্রচারিত হওয়া

আজ পর্য্যন্ত কোনও আধুনিক ভারতবাসী হিন্দুকোষ অতিক্রম করিয়া মধ্য আসিয়ার রুশের নবপ্রতিষ্ঠিত রাজ্য স্বচক্ষে পরিদর্শন করিয়া আসিয়া এদেশীয় কোনও ভাষায় তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রচারিত করেন নাই। সুতরাং কেবল বৈদেশীক পর্য্যটক ও ইতিবৃত্তবেত্তাদিগের লিখিত বিবরণ অবলম্বন করিয়াই আমাদিগকে মধ্য-আসিয়ার রুশের রাজ্য বিস্তারের ইতিহাস লিখিতে হইয়াছে। এই সকল বিবরণ একেবারে নির্ভুল বা পক্ষপাত শূন্য বলিয়া বোধ হয় না। তবে আমরা জর্ম্মাণ, আমেরিকান্, ফরাসীস, রুশ ও ইংরাজ লেখকগণের বিবরণ মিলাইয়া দেখিয়া, ও বিভিন্ন সূত্রে সংগৃহীত সংবাদাদির তুলনায় সমালোচনা করিয়া যাহা সত্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতে পারিয়াছি, তাহার উপরই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে।

এই বিবরণ লিখিতে আমরা যে সকল গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি এস্থলে তাহার সকলের নামোল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। সংক্ষেপে এই মাত্র বলিতে পারি যে, ইংরাজিতে আজ পর্য্যন্ত এই বিষয়ে যত মূল গ্রন্থ বা ভিন্ন ভাষায় রচিত গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, প্রায় তৎসমুদয়ের নিকটেই আমরা ঋণী। কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনাবলির বিবরণ মাত্রই আমরা ঐ সকল গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়াছি, তৎসম্বন্ধে যে সকল মতামত প্রকাশ করা হইয়াছে তাহা আমাদের নিজের এবং তজ্জন্য আমরাই দায়ী।

ভারত সীমান্তে রুশ

প্রথম অধ্যায়।

মধ্য-আসিয়ার সাধারণ বিবরণ

তিব্বত, ভারত ও পারস্যের উত্তরে, উরূপার পূর্ব্ব সীমান্ত ও চীনের পশ্চিম সীমান্তের মধ্যে, এবং সুবিস্তৃত সাইবিরিয়া প্রদেশের দক্ষিণে যে ভূভাগ আছে, বর্ত্তমান সভ্য জগতে তাহাই মধ্য-আসিয়া নামে খ্যাত। এই ভূভাগ প্রাচীন জগতে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এই স্থানেই জগতের আজিকার সভ্যতম জাতি সমূহের পূর্ব্ব পুরুষ প্রাচীন আর্য্যগণের আদিম বাসস্থান ছিল। এই স্থান হইতেই সর্ব্ব প্রথমে জনস্রোতের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার আদিম স্রোত গ্রীশে, রোমে, ইংলণ্ডে, জর্ম্মাণিতে, মিশরে, পারস্যে ও ভারতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই স্থানেই স্মরণাতীত কালে দেব-ভাষা সংস্কৃতের সৃষ্টি হইয়াছিল। এবং সম্ভবতঃ এই স্থানেই ধর্ম্মগ্রন্থ-শিরোস্থিত ঋগ্বেদের প্রাচীনতম সূক্ত সমূহ গীত হইয়াছিল।

পারস্য-রাজ জারিক্সিসের শাসন কালে গ্রীক পারসিকে যখন মহা-বিবাদ বাধিয়া উঠে, যখন জারিক্সিসের আক্রমণে গ্রীশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অথচ প্রভূত ক্ষমতাশালিনী নগরী সমূহ জীবনমরণ সংশয় ভাবিয়া কাঁপিয়া উঠে, তখন মধ্যআসিয়াবাসী অশ্বারোহীগণ পারস্য-রাজের প্রধান সহায় ছিল। মহাবীর সেকেন্দরের দিগ্বিজয় কালে এই স্থানে পারস্যাধিপতি সাহা গুষ্টাস্পের শাসনাধীনে শখ, বাক্ত্রিয়া, পার্থিয়া, কোরাসমিয়া প্রভৃতি কতিপয় অতি সুপ্রসিদ্ধ প্রদেশ বিদ্যমান ছিল।

মহাবীর সেকেন্দর মধ্যআসিয়ার প্রাচীন প্রদেশ সমূহের অধিকাংশই জয় করেন, এবং মধ্যআসিয়ার কোনও কোনও জাতি আজিও গ্রীশীয় সম্রাট সেকেন্দরের বংশোদ্ভব বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিয়া থাকে।

তার পর অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে,—খৃষ্টীয় দশম, একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতেও এই স্থান জগতে বিশেষ খ্যাতাপন্ন ছিল। এই স্থান্ হইতেই মোগল ও তাতার অশ্বারোহীগণ বন্যার জলের মত ভারত সীমাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া হতভাগ্য হিন্দু অধিবাসীগণের সুখ সৌভাগ্য চিরদিনের মত ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ হইতেই দুর্দ্দম সেনাতরঙ্গ শতমুখে উরূপাখণ্ডে প্রবেশ করিয়া তত্রত্য মহাপ্রদেশ সমূহকেও একেবারে ছারখার করিয়া দিয়াছিল। এই ভূভাগের অধিবাসীগণ হিন্দু, মিশরী, পারসিক, ইহুদি, গ্রীক বা রোমকের মত সুসভ্য ছিল না সত্য; যে জ্ঞান গৌরবে প্রাচীন ভারত গৌরবান্বিত, যে সভ্যতার বিমল কিরণে গ্রীক ও রোমক ইতিহাস বিভাসিত, যে জাতীর মহত্ব মৈশর ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠায় কালের সর্ব্বগ্রাসী দৌরাত্ম্য উপহাস করিয়া আজিও প্রাচীন কালের অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে বিরাজিত, সে জ্ঞান, সে সভ্যতা, সে মহত্ব এই আরণ্য প্রদেশের আধুনিক অধিবাসীগণের ইতিহাসে পাওয়া যায় না সত্য; কিন্তু পূর্ব্বে চীন, ভারত ও পারস্যের, এবং পশ্চিমে রুশ ও হাঙ্গেরীর উপর এই অর্দ্ধ সভ্য বা অসভ্য জাতি যে কি প্রভূত আধিপত্য ভোগ করিয়াছে,—এই সকল সুসভ্য জাতির সভ্যতা স্রোতকে যে কত প্রকারে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে ইহাদিগকে নিতান্ত হেয় বলিয়া মনে হইবে না।

এই সুবিস্তীর্ণ ভূভাগের অধিকাংশ স্থলই পর্ব্বত ও মরুময়। ইহার পশ্চিম সীমান্তে কাস্পীয় মহা হ্রদ। এই হ্রদ হইতে প্রায়

দেড় শত ক্রোশ পূর্ব্ব-উত্তর কোণে আর একটী হ্রদ আছে, তাহার নাম আরাল হ্রদ। এই হ্রদদ্বয়ের মধ্যে একটী অত্যুচ্চ ও সুবিস্তৃত মালভূমি আছে। এই ভূভাগ প্রধানতঃ তিনটী নদী ও তাহাদের শাখা প্রশাখা দ্বারা বিধৌত হইতেছে। নদীত্রয়ের মধ্যে আমু বা অক্সাস ই সর্ব্বপ্রধান। গ্রীক ইতিহাসে অক্সাসের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানীয় লোকেরা ইহাকে আমুদরিয়া কহে। হিন্দু-কুশ পর্ব্বত শ্রেণীর পাদদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া আমুনদী আরাল হ্রদে গিয়া পড়িয়াছে। আমুনদীর কিঞ্চিৎ উত্তর-পূর্ব্বে চীন সীমান্তে উৎপন্ন হইয়া শীর নদী আরাল হ্রদে পড়িয়াছে। মুর্গাভ্ মধ্যআসিয়া ও আফগানীস্থানের মধ্য দিয়া বহিতেছে।

এই সুবিস্তীর্ণ ভূভাগকে প্রধানতঃ পাঁচটী বিভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম তুর্কীস্থান, দ্বিতীয় খিভা, তৃতীয় বোখারা, চতুর্থ কোকান, ও পঞ্চম কাশগরিয়া। এতদ্ব্যতীত খুন্দুজ, বাদাক্শান প্রভৃতি আরো কতিপয় ক্ষুদ্র প্রদেশ আছে।

(১) তুর্কিস্থান।

কাস্পীয় মহা হ্রদের তীরবর্ত্তী ভূভাগকে সাধারণতঃ তুর্কিস্থান বলা যায়। এই স্থানে তুর্কী বা তুর্কমানদিগের বাসস্থান। তুর্কি-স্থানের পশ্চিমে খিবা। আরাল হ্রদ, খিবা প্রদেশ, পারস্য ও আফগান সীমান্ত এবং কাস্পীয় হ্রদের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগই তুর্কিস্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। কিন্তু তুর্কিস্থানের সীমা নির্দ্ধারণ করা অতিশয় কঠিন। তুর্কমানগণ এখনও সভ্যতার নিম্নতম সোপানে অবস্থিত। তাহারা এখনও ঘর বাড়ী বাঁধিয়া, রীতিমত সমাজবদ্ধ হইয়া এক স্থানে বাস করিতে শিক্ষা করে নাই। যেমন এক জাতীয় পক্ষী আছে যাহারা ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ঘুরিয়া বেড়ায়, এই মনুষ্য

জাতিও সেইরূপ ঋতুর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আপনাদিগের বাসস্থান পরিবর্ত্তিত করিয়া থাকে। আজ এক স্থানে একটী সুবিস্তৃত তাঁবুর গ্রাম দেখিতে পাইলে, দুই দিন পরে আর তাহা সেখানে নাই। এই অবস্থায় তুর্কমান দেশের সীমা নির্দ্ধারণ করা সম্পূর্ণ অসাধ্য।

তুর্কিস্থান বালুকাময় প্রদেশ। উরূপীয় ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মতে জগতের বাল্যকালে কাস্পীয় হ্রদ, আরাল হ্রদ এবং তৎ উত্তরস্থ সমুদায় ভূভাগ উত্তর মহাসাগরের গর্ভে নিমগ্ন ছিল। কালক্রমে ভূগর্ভস্থ কোনও মহাশক্তি প্রভাবে এই ভূভাগ সাগর গর্ভ হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া বর্ত্তমান সাইবিরিয়া ও তুর্কিস্থানের সৃষ্টি করিয়াছে। এই মত সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, আরাল ও কাস্পীয় হ্রদ যে এক সময়ে সংযুক্ত ছিল, তুর্কিস্থানের ভূমি তাহার সাক্ষ্য প্রদনা করে। তুর্কিস্থানের বালুকাময় ভূমি অত্যন্ত লবণাক্ত, তজ্জন্য এ দেশে কোনও উচ্চ ও সুবিস্তৃতশাখাপ্রশাখাসম্পন্ন বৃক্ষাদি দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে কাস্পীয় হ্রদের তীরবর্ত্তী ভূভাগ বিবিধ শস্যশালী ও নানা প্রকার উদ্ভিজ্জ ও বৃক্ষাদিতে পরিপূর্ণ।

(২) খিভা।

প্রাচীন গ্রীক ইতিহাসে খিভার নাম দৃষ্ট হয়। তখন ইহাকে খিভা বলিত না। গ্রীকেরা এই প্রদেশকে কোরাস্মিয়া বলিতেন। এক সময়ে খিভা গ্রীক অধীনে বাক্ত্রিয়া রাজ্যের অন্তর্গত ছিল; কোরাস্মিয়া বহুকাল পর্য্যন্ত পারস্য সাম্রাজ্যের অধীন ছিল; এবং পারস্যপতি জারিক্সিসের গ্রীশ আক্রমণ কালে এই প্রদেশের অশ্বারোহীগণ তাঁহার সৈন্যদলভুক্ত ছিল।

কাস্পীয় হ্রদের পূর্ব্ব দক্ষিণ প্রান্ত হইতে খিবার পশ্চিম সীমান্ত

পর্য্যন্ত প্রায় চারি শত ক্রোশ ব্যাপিনী একটী প্রকাণ্ড মরুভূমি আছে। এই মরুভূমিই খিবার পশ্চিম সীমানা। খিভার পূর্ব্ব সীমানায় বোখারা রাজ্য, উত্তর সীমানায় আরাল হ্রদ, এবং দক্ষিণ সীমানায় তুর্কমান মরুভূমি। আমূনদী খিভার মধ্য দিয়া গিয়া আরাল হ্রদে পড়িয়াছে। আমূনদীর কৃপায় এই প্রদেশ মরুবেষ্টিত হইয়াও অতিশয় উর্ব্বর ও শস্যশালী। আমূ ব্যতীত কতকগুলি ছোট খাল নালাও এই প্রদেশে, খিভার রাজগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়া, এই স্থানের উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিতেছে। শীতের অবসান হইতে না হইতেই এ দেশে গোধূম বপন হয়, এবং গ্রীষ্মের শেষে তাহা কর্ত্তন করা হয়। সাধারণতঃ এই উর্ব্বর ক্ষেত্রে গোধূমের ফসল বীজ অপেক্ষা ষাট গুণ বেশী ফলিয়া থাকে। জলা ভূমিতে ধান্যও উৎপন্ন হয়; এতদ্ব্যতীত জওয়ারি অতি প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। খিভার ফল অতি প্রাচীনকাল হইতে জগৎবিখ্যাত। আঙ্গুর, আপেল, ডুম্বুর, কুল, পীচ প্রভৃতি অতি সুস্বাদু ফল এ দেশে রাশি রাশি জন্মিয়া থাকে। মধ্যআসিয়ায় খিভাই সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বরা প্রদেশ।

মার্ভ মধ্য আসিয়ার একটী অতি প্রসিদ্ধ নগরী। স্থানীয় লোকেরা ইহাকে আদর করিয়া মার্ভি-সাহা-জিহান অথবা পৃথিবীর রাণী বলিয়া ডাকিয়া থাকে। কথিত আছে গ্রীক দিগ্বিজয়ী আলেকজেন্দার বক্ত্রিয়া প্রদেশ জয় করিয়া মুর্গাভনদীর তীরে এই নগরী প্রতিষ্ঠিত করেন। মুর্গাভনদী আফগান্ সীমাভ্যন্তরে উৎপন্ন হইয়া খিভার দক্ষিণস্থ মরুভূমে গিয়া পড়িয়াছে। মার্ভ এই মরুভূমের মধ্যস্থলে স্থাপিত। কিন্তু মুর্গাভনদী দ্বারা বিধৌত হইয়া তাহার উর্ব্বরতা শক্তি অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়াছে। মুর্গাভনদী হইতে বহুসংখ্যক খাল নালা কাটিয়া তাহার প্রায় সমস্ত জলরাশি মার্ভ আপনি শোষণ করিয়া লইয়াছে। এজন্য এই মরু প্রদেশে মার্ভের মত এমন সুন্দর ও বৃক্ষ-লতা-শোভিত স্থান আর নাই। মার্ভের তুর্কম্যানগণ কথায় বলিয়া

থাকে যে, "এক মোণ বপন করিয়া শত মোণ কাটিয়া লইবে।" মার্ভ বহু দিন পর্য্যন্ত আরব অধীনে ছিল। মার্ভের প্রাচীন অধিবাসীগণ পারস্য জাতি সম্ভূত। আরব অধিকারের পরে মার্ভ বোখারার আমীরের শাসন অধীনে বহুদিন ছিল। তৎপরে বর্ত্তমান শতাব্দীর মধ্য ভাগ হইতে খিভার খাঁ মার্ভের অধিপতি হন।

---

(৩) বোখারা।

খিভার পূর্ব্বে, আফগানিস্থানের উত্তরে, কোকানের পশ্চিমে. এবং আরাল হ্রদ ও শীর নদীর দক্ষিণে বোখারা স্থিত। বোখারার সীমানা নির্দ্ধারণ করা সহজ নহে; কারণ কখনও ইহার সীমান্ত স্থির ছিল না। বোখারার আমীরগণের ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে বোখারার সীমানাও কখনও বা বিস্তৃত হইয়াছে, আর কখনও বা সংকীর্ণ হইয়াছে।

বোখারার বিস্তৃতি সম্বন্ধেও নানা পর্য্যটক নানা মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন বোখারার আয়তন পাঁচসহস্র ছয় শত বর্গ মাইল; কেহ বলিয়াছেন ত্রয়বিংশ সহস্র বর্গ মাইল। সে যাহাই হউক, বোখারার সীমান্তের অনিশ্চয়তা নিবন্ধন তাহার ঠিক আয়তন জানা কঠিন।

জনসংখ্যা সম্বন্ধেও এইরূপ বিভিন্ন মত প্রচারিত আছে। এক জন বলেন, বোখারার জনসংখ্যা দ্বাদশ লক্ষ, আর কেহ কেহ বলেন ছয়ত্রিশ লক্ষ। কিন্তু ১৮২০ খৃঃ অব্দে ব্যারণ মিয়েন্ড্রফ বোখারা পরিদর্শন করিয়া গিয়া তাহার যে জনসংখ্যা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয়। তিনি বলেন বোখারায় সর্ব্ব শুদ্ধ ২৪,৭৮,০০০ প্রাণীর বাস।

বোখারা অতি সুবিস্তৃত নগরী। তাহার চতুর্দ্দিক ইষ্টক প্রাচীরে

বেষ্টিত এবং দ্বাদশটী তোরণ ও বহুসংখ্যক প্রহরী-গৃহ দ্বারা সুরক্ষিত। বোখারার চারিদিকে নিবিড় উপবন ও বৃক্ষাদি তাহাকে একেবারে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। নগরাভ্যন্তরে বহুসংখ্যক সুন্দর অট্টালিকা আছে। উজ্‌বেগ্‌, পারসিক, চীনে ও আর্ম্মানিই নগরীর অধিবাসী-গণের প্রধান। বোখারা নগরেতে ৩৬৬টী মাদ্রিসা আছে। এই সকল স্থানে সরকারি ব্যয়ে বহু সংখ্যক শিক্ষিত মুসলমান মৌলবী বোখারার যুবক ও বালকদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া থাকেন।

বোখারার চারিদিকে প্রায় বিংশতি ক্রোশ পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ অনেকগুলি অতি সুন্দর গ্রাম, মনোহর পুষ্পোদ্যান ও স্নিগ্ধচ্ছায় ফলের বাগানে পরিপূর্ণ।

এক সময়ে সমরখণ্ড এই প্রদেশের সর্ব্ব প্রসিদ্ধ নগরী ছিল; এখন সমরখণ্ডে প্রাচীন নগরীর ভগ্নাবশেষ মাত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। বোখারা এক সময়ে বাণিজ্য বিষয়ে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল; কিন্তু সে সৌভাগ্য এখন অস্তমিত হইয়াছে।

---

(৪) কোকান।

বোখারার অব্যবহিত পূর্ব্বেই কোকানের ক্ষুদ্র রাজ্য স্থিত। ভারত ইতিহাসের পাঠকের নিকট ফর্গানা রাজ্যের নাম সুপরিচিত। দিল্লীর প্রথম মোগল পাদিশা বাবর ফর্গানাতেই আপনার শৈশব-কাল অতিবাহিত করেন। বহুদিন পর্য্যন্ত ফর্গানা তৈমুরলঙ্গের বংশ-ধরগণের অধীনে ছিল। প্রাচীন ফর্গানারাজ্যেরই আধুনিক নাম কোকান।

এই ক্ষুদ্র রাজ্যটীর আয়তন প্রস্থে ১৫০ মাইল, এবং দৈর্ঘ্যে প্রায় ২০০ মাইল হইবে। এই রাজ্যের রাজধানী শীরনদীর তীরে অবস্থিত। এই স্রোতস্বিনীই কোকানের প্রধান জল পথ। ইহা দ্বারা কোকান রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এই দুই ভাগের বৃহত্তর অংশ

শীর নদীর পূর্ব্বে স্থিত এবং অসংখ্য পর্ব্বতমালা পরিপূর্ণ; ক্ষুদ্রতর অংশ শীরনদীর পশ্চিমস্থিত, এবং বালুকাময় মরুভূমের অধিকৃত।

কোকান এইরূপ পর্ব্বত ও মরুময় প্রদেশ হইলেও অধিবাসীগণের যত্নে এস্থানে প্রায় সর্ব্বপ্রকারের শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। বর্ষার জলধারা কাহাকে বলে কোকানবাসীগণ তাহা প্রায় দেখিতে পায় না বলিলেই হয়। কদাচিৎ এ প্রদেশে বৃষ্টি হইয়া থাকে। কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে ভূমিকে সরস করিয়া কোকানবাসীগণ তাহাদের এই অনুর্ব্বর এবং শুষ্ক ক্ষেত্রেও নানাপ্রকার শস্য ও ফল মূলাদি উৎপাদন করিয়া থাকে। কোকানের চীনের সঙ্গে এবং আজি কালি মধ্য আসিয়ার রুশ উপনিবেশ সমূহের সঙ্গে বাণিজ্যাদি চলিয়া থাকে। প্রতিবাসী রাজ্য বোখারার সঙ্গে ইহার প্রায়ই বিবাদবিসম্বাদ হয়। বোখারা এবং কোকানের দক্ষিণে আমুদারিয়া অথবা অক্সাস নদীর উৎপত্তি স্থানের নিকট খুলম্, খুন্দুজ, বাদাক্শান্ প্রভৃতি আরো কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশ আছে।

খুন্দজ ও বাদাক্শান্।

হিন্দুকুশ পর্ব্বতের উত্তর এবং আমূনদীর দক্ষিণের ভূভাগকে খুন্দুজ কহে। বহু কাল পর্য্যন্ত উজ্‌বেগ্ জাতীয় একজন আমীর খুন্দুজের শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। বর্ত্তমান শতাব্দির মধ্যভাগে খুন্দুজের খাঁ বাদাক্শান্, খুলম্ ও বথ্ দখল করিয়া একটী সুবিস্তৃত রাজ্য স্থাপন করেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই কাবুলাধিপতি দোস্ত মাহাম্মদ খাঁ খুন্দুজ ও বাদাক্শান জয় করিয়া স্বাধিকার ভুক্ত করেন। পারস্য ইতিহাস লেখক মার্কহ্যাম সাহেববলেন;— "তদবধি এই প্রদেশ দ্বয় দোস্তমাহাম্মদের পুত্র আমীর শেরআলীর করদ রাজ্যরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে।"

বাদাকৃশানের পূর্ব্বে, শীজ্নান। শীজ্নানের উত্তর-পূর্ব্বে এবং কোকানের পূর্ব্বে ক্যাশগড়। ক্যাশগড়ের দক্ষিণে তিব্বত প্রদেশ, এবং পূর্ব্বে চীন সাম্রাজ্য। ক্যাশগড়, কোটান ও য়ারখণ্ড, এই প্রদেশের এই তিনটী প্রধান নগর। ক্যাশগড়ের অধিবাসিগণ খৃষ্টীয় শতাব্দির প্রারম্ভে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিল। তৈমুরলঙ্গের অভ্যুদয়ে ক্যাশগড়ে মুসলমান প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে ক্যাশগড় আরবী খোজাদিগের শাসনাধীনে ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দির মধ্যভাগে চীনেরা ক্যাশগড় আক্রমণ করে। এই সময় হইতে বর্ত্তমান শতাব্দির প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত (১৭৬০---১৮২৫) ক্যাশগড় চীনাধিকারে ছিল। তৎপরে পুনরায় মুসলমান অভ্যুত্থান ; ১৮২৫ হইতে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ক্যাশগড় মুসলমানদিগের অধীনে ছিল। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে চীনেরা পুনরায় ক্যাশগড় আক্রমণ করে। ইহার মাসৈক কাল মধ্যেই ক্যাশগড়াধিপতি সুপ্রসিদ্ধ য়াকুব বেগের মৃত্যু হয়। ১৮৭৭ ইংরাজী শেষ হইতে না হইতে ক্যাশগড় পুনরায় চীন সম্রাটের পদানত হয়। পশ্চিমে যেরূপ আফ্গান রাজ্য ইংরাজ ও রুশ সীমান্তের মধ্যে থাকিয়া, উভয়কে পৃথক্ রাখিয়াছে ; উত্তরে সেইরূপ ক্যাশগড় রুশ ও ইংরাজকে পৃথক্ রাখিয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মধ্যআসিয়ার অধিবাসীগণ।

সভ্য জগতের দুইটী অতি প্রধান জাতি একদিন মধ্য-আসিয়ার আরণ্যভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়া সমগ্র পৃথিবী ছাইয়া পড়িয়াছিল। আজিও এই দুই জাতির লোকেরাই মধ্য-আসিয়ার প্রধান অধিবাসী।

চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মধ্য-আসিয়ার দক্ষিণ পূর্ব্ব ভাগে আর্য্য-জাতির আদিম বাসস্থান ছিল। মধ্য-আসিয়ার মালভূমি হইতে তাঁহারা দলে দলে উরূপায়, পারস্যে ও ভারতে গিয়া ঐ সমুদায় দেশে বসতি করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে তাতারগণও মধ্য আসিয়ারই বাস করিত। বর্ত্তমান তুর্কী ও তাতারদিগের প্রাচীনতম পূর্ব্ব পুরুষগণ মধ্য-আসিয়ার উত্তর পূর্ব্বভাগে বাস করিতেন। পারস্যের ইতির্বৃত্তাগণ মধ্য-আসিয়াকে এই জন্যই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া তথায় দুইটী প্রধান জাতির বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার একটী ভাগকে ইরাণ ও আর একটী ভাগকে তুরাণ কহে। ইরাণ আর্য্যজাতির বাসস্থান, ইরাণী ও আর্য্য একই অর্থে ব্যবহৃত। তুরাণ অনার্য্য তুর্কী তাতারগণের বাসস্থান।

এক সময়ে মধ্যআসিয়ার অধিকাংশ স্থান পারস্য-সম্রাটের অধীনে ছিল। মহাবীর সেকেন্দরের পারস্য আক্রমণ কালে পারস্য সাম্রাজ্য উত্তরে প্রায় সাইবিরিয়া প্রদেশের সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সময়ে পারসিকগণ প্রায় সমগ্র মধ্য-আসিয়ায় ছড়াইয়া পড়েন। আজিও মধ্য-আসিয়ায় পারস্য ভাষা বিশেষ প্রচলিত। উরূপার ভদ্রসমাজে যেরূপ ফরাসীস ভাষা সর্ব্বত্র প্রচলিত; উরূপার ভিন্ন ভিন্ন দেশের অধিবাসীগণের মধ্যে পরস্পরের ভাব বিনিময়ার্থ ফরাসী ভাষা যেরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই যেরূপ হিন্দুস্থানী ভাষা প্রচলিত, মধ্য-আসিয়ার সর্ব্বত্র সেইরূপ আজিও পারস্য ভাষা প্রচলিত। সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ সমাজতত্ত্বজ্ঞ ও ভাষা-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ডাক্তার ল্যাথাম বলেন যে, "পারসী বা ইরাণী জাতীয় লোকেরা পারস্যের বর্ত্তমান সীমা অতিক্রম করিয়া চীনের পশ্চিম সীমান্তে, আফগানিস্থানে, বেলুচিস্থানে,বোখারায়,কোহিস্থানে, কাবুলে এবং কাফ্রিস্থানে পর্য্যন্ত বাস করিতেছে।"

পারসিক আর্য্যগণ ব্যতীত আর এক শ্রেণীর আর্য্যেরা মধ্য-

আসিয়ার বর্ত্তমান অধিবাসী-শ্রেণীভুক্ত। ইহাদিগকে তদ্দেশীয় ভাষায় তাজিক বলিয়া অভিহিত করে। মধ্যআসিয়ার মধ্য ও দক্ষিণ ভাগের প্রাচীনতম আদিম অধিবাসী প্রাচীন আর্য্যগণ সেই স্মরণাতীতকালে তাঁহাদের মধ্য আসিয়ার আবাস ভূমি পরিত্যাগ করিয়া গেলে যাঁহারা সে দেশে ছিলেন, তাঁহাদের আধুনিক বংশধরগণই তাজিক নামে অভিহিত। ইঁহাদের সঙ্গে তাতার ও তুর্কীদিগের আকার অবয়ব ও ভাষাগত বিলক্ষণ বৈষাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু বহু শতাব্দীর একত্রবাসে তাতারেরাও আর্য্য জাতির অনেক লক্ষণ পাইয়াছে, আর্য্যগণও অল্পাধিক পরিমাণে তাতার লক্ষণাক্রান্ত হইয়াছেন।

তাজিকগণ বোখারাতেই বহুল পরিমাণে বাস করেন। এই নগরী হইতে শীর-দরিয়া পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়; এবং ইহারাই এই সকল স্থানের প্রধান অধিবাসী। কোকান প্রভৃতি স্থানে তাজিকগণকে দলে দলে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহারা সাধারণতঃ বাণিজ্য ব্যবসায়াবলম্বী। কোকান প্রভৃতি স্থানে কখনও কখনও তাজিক বণিক্ ও ঊর্দ্ধতন সরকারি কর্ম্মচারি দেখিতে পাওয়া যায়।

তাজিকগণ দেখিতে সুশ্রী। তাঁহাদের মুখ-গঠন আমাদেরই মত। তাঁহাদের উন্নত ললাট, ভাসা চক্ষু, সুঠাম নাসিকা, সুন্দর ওষ্ঠ, কৃষ্ণ কেশ ও শ্মশ্রুশোভিত মুখমণ্ডল দেখিলেই তাঁহাদিগকে আর্য্যজাতি সম্ভূত বলিয়া অনুমিত হয়।

মহম্মদীয় গ্রন্থকারগণের মতে ইহুদি ধর্ম্ম-গ্রন্থোল্লিখিত প্রথম প্রলয় কালের ঈশ্বরের বিশেষানুগৃহীত এবং ভগবদ্প্রসাদে মহাপ্রলয় হইতে সংরক্ষিত নওার পুত্র জাফেথ্ মোগল ও তাতারদিগের পূর্ব্ব পুরুষ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। জাফেথের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম তুর্ক। তুর্কের প্রপৌত্র এলেঞ্জা খাঁয়ের দুই যমজ পুত্র ছিল। ইহাদের একের নাম তাতার ও অপরের নাম মোগল রাখা হইয়াছিল।

এলেঙ্গা খাঁ মৃত্যুকালে তাঁহার সুবিস্তীর্ণ রাজ্য দুই সমভাগে বিভক্ত করিয়া এই দুই পুত্রকে দান করিয়া যান।

চীন দেশের উত্তর এবং উত্তর পশ্চিমস্থ মালভূমিই মোগলদিগের আদিম বাসস্থান ছিল। এই স্থান হইতেই খৃষ্টীয় পঞ্চশতাব্দীতে উরূপার ত্রাস সুপ্রসিদ্ধ আটিলা সদলবলে গিয়া প্রবল পরাক্রান্ত রোমক সম্রাটকে পর্য্যন্ত আপনার পদানত করিয়াছিল। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মোগলগণ তাঁহাদের এই আদিম বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া সমগ্র আসিয়া খণ্ডে ও উরূপার স্থানে স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে এক ভীষণ অসভ্যতা ও অত্যাচার স্রোত প্রবাহিত হইয়া এক সময়ে সমগ্র সভ্যজগতকে প্লাবিত করিবার বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়াছিল।

সুপ্রসিদ্ধ জিংঘিস খাঁ এই মোগল সেনা-স্রোতের অধিনায়ক। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দির শেষার্দ্ধে জিংঘিস খাঁ চীনের উত্তর পশ্চিমস্থ এই মালভূমে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রকৃত নাম টেমুজীন বা টেমুচীন ছিল। টেমুজীনের পিতার মৃত্যুকালে তাঁহার ত্রয়োদশ বর্ষ মাত্র বয়ক্রম ছিল। পিতার মৃত্যুতে বালক টেমুজীন কষ্টে পড়িলেন। তাঁহার পিতার ত্রিশ হাজার ঘর প্রজা ছিল; তাহারা এক যোগ হইয়া টেমুজীনকে তাঁহার প্রাপ্য কর দিতে অস্বীকৃত হইল। টেমুজীন এই সকল অদম্য প্রজাগণকে দমন করিতে গিয়া তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বালক টেমুজীন সহজেই পরাস্ত হইলেন; এবং অনন্যোপায় হইয়া এক প্রতিবাসী খাঁর রাজসভায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু অল্প দিন মধ্যেই টেমুজীনকে তাঁহার শত্রুগণের পীড়নে এই আশ্রয়স্থলও পরিত্যাগ করিতে হয়।

বয়ঃপ্রাপ্তিতে এক দল লুণ্ঠনপ্রিয় মোগল দস্যু সংগ্রহ করা টেমুজীনের পক্ষে বড় কঠিন হইল না। অল্পকাল মধ্যেই টেমুজীন একটী পরাক্রান্ত দস্যুদলের অধিনায়ক হইলেন; এবং স্বদেশ-তাড়িত

হইয়া, তিনি যে রাজ্যে আশ্রয় পাইয়াছিলেন সর্ব্ব প্রথমে তাহাই আক্রমণ করিয়া দখল করিলেন। এইরূপে চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় টেমুজীন এত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন যে সমগ্র মোগল সমাজ মিলিত হইয়া প্রকাশ্য সভায় এক বাক্যে তাঁহাকে আপনাদিগের অধীশ্বরের পদে বরণ করিল। এই সময়ে টেমুজীন জিংঘিস খাঁ অথবা রাজাধিরাজ নাম প্রাপ্ত হন। জিংঘিস খাঁ নাম ধারণ করিয়াই টেমুজীন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলেন। অল্প দিন মধ্যেই চীনের উত্তর ও পশ্চিমার্দ্ধ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল। তৎপর খিভা, বোখারা, কোকান, কাশগড় প্রভৃতি জয় করিয়া পশ্চিম তুর্কিস্থান হইয়া তাঁহার সেনানীগণ উরূপা সীমান্তে গিয়া উপস্থিত হইলেন। জিংঘিস খাঁর দিগ্বিজয়ে মোগলগণ মধ্য-আসিয়ায় ছাইয়া পড়িলেন। জিংঘিস খাঁয়ের সঙ্গীগণের বংশধরগণই মধ্য-আসিয়ার বর্ত্তমান মোগল অধিবাসী।

সাইবিরিয়া প্রদেশে, আলটাই পর্ব্বত-শ্রেণীর নিকটে, বর্ত্তমান তুর্কী জাতি সমূহের আদিম বাস স্থান ছিল। এই স্থান হইতে তুর্কী-গণ অতি প্রাচীন কালে, খৃষ্টীয় শতাব্দীর বহু পূর্ব্বে আসিয়াখণ্ডের দক্ষিণ পশ্চিম ভাগে নূতন জনপদ ও নূতন বাসস্থানের অন্বে-ষণে নির্গত হয়। এই রূপে ক্রমে তাহারা কাস্পীয় হ্রদের পূর্ব্বতীর বাহিয়া হিন্দুকুশ পর্ব্বত-শ্রেণীর পাদদেশ পর্য্যন্ত প্রায় সমগ্র মধ্য-আসিয়ায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এখনও কাস্পীয় হ্রদের তীরস্থ পারস্য সীমান্ত-স্থিত পশ্চিম তুর্কিস্থানই ইহাদের প্রধান বাস স্থান। কাস্পীয় হ্রদের পশ্চিম তীর হইতে পূর্ব্বদিকে পারস্য সীমা ছাড়াইয়া ইহারা আফগান সীমান্ত পর্য্যন্ত সমুদায় ভূভাগ অধিকার করিয়া আছে।

তুর্কীগণ বিভিন্ন জাতি, উপজাতি ও তাহার শাখা প্রশাখাদিতে বিভক্ত। আকার অবয়বে এবং সাধারণ আচার ব্যবহারে এই তুর্কী

উপজাতি সমূহের লোকেরা প্রায় এক হইলেও অপরাপর বিষয়ে ইহাদের মধ্যে অত্যন্ত বৈষম্য আছে। কোনও তুর্কী জাতি কিঞ্চিৎ সভ্য,—ঘর বাড়ী বাঁধিয়া, ভূমি কর্ষণ করিয়া, গ্রাম ও নগরাদিতে বাস করে। কেহ বা একেবারে অসভ্য,—ঘর নাই, বাড়ী নাই, ধন নাই, সম্পত্তি নাই, তাঁবু ফেলিয়া, যখন যেথানে যায়, সেই খানেই ঘর করে ও সমস্ত দেশময় ঘূরিয়া বেড়ায়।

প্রত্যেক তুর্কী জাতি অপরাপর জাতি হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া স্বাধীন ভাবে এই মরুময় প্রদেশে যথেচ্ছা ভ্রমণ করিয়া থাকে। ইহারা বৎসরের মধ্যে ছয় মাস কাল এক স্থানে, ও অপর ছয় মাস অন্যত্র বাস করে। শীত কালে অপেক্ষাকৃত উষ্ণ ভূভাগে গিয়া বাস করে। তার পর গ্রীষ্ম সমাগমে উর্ব্বরতর ক্ষেত্র সমূহে আসিয়া গো মেষাদি চড়াইয়া থাকে। ইহাদের আচার ব্যবহার অনেকটা আফগানদিগেরই মত। ইহারা নামতঃ অনেকেই মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী; কিন্তু মুসলমানগণের সঙ্গে ইহাদের আচার ব্যবহার সর্ব্বদা মিলে না। নামতঃ ইহারা কোরাণ মানিয়া থাকে; কিন্তু কার্য্যতঃ "দেব্" অথবা দেশাচারই ইহাদের প্রধান ধর্ম্ম শাস্ত্র ও প্রধান দেবতা।

তুর্কিস্থানের ভূমি সাধারণতঃ কৃষিকার্য্যের উপযোগী নহে বলিয়া অধিকাংশ তুর্কমানগণই কৃষিকার্য্য জানে না ও কৃষিকার্য্য করে না। কিন্তু স্থানে স্থানে যে উর্ব্বরা ক্ষেত্র নাই তাহা নহে। যে যে স্থানের ভূমি কৃষিকার্য্যের উপযোগী সেই সেই স্থানের তুর্কমান জাতি সমূহ চাস বাস করিয়া থাকে। রাই, শর্ষপ, গোধূম ও বার্লিই এই দেশের প্রধান শস্য।

অশ্ব এবং অশ্বতরীই তুর্কমানদির্গের প্রধান সম্পত্তি। ইহারা অতি পটু অশ্বারোহী। যুদ্ধকালে অশ্বারোহণে থাকিয়া ইহারা অতি দক্ষতা সহকারে অস্ত্র পরিচালনা করিয়া থাকে।

তুর্কীগণ যদিও সভ্যতার নিম্নতম সোপানে অবস্থিত, তথাপি ইহারা ভারতের পার্ব্বত্য জাতি সমূহ অপেক্ষা অধিক সভ্য। ইহারা পরিধেয় বস্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া থাকে। কাবুলীদিগের পোষাক এবং তুর্কীদিগের পোষাক উভয়ই প্রায় একরূপ।

তুর্কীগণ তাঁবুতে বাস করে। আমাদিগের যেমন এক একটী বাড়ী, তুর্কীদিগের সেই রূপ এক একটী তাঁবু। আজ প্রায় বিংশতি বর্ষ হইল হাঙ্গেরী দেশের সুপ্রসিদ্ধ পরিব্রাজক ভ্যাম্বেরী সাহেব তুর্কিস্থান দেখিয়া আসিয়া তুর্কীদের ভিন্ন ভিন্ন উপজাতি ও জন সংখ্যা সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রকাশ করেন, তাহা হইতে জানা যায় যে তুর্কিস্থানের জন সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ। ভ্যাম্বেরী সাহেবের তালিকাটী এই:—

	জাতি	বাসস্থান	তাঁবু সংখ্যা।
১।	টেকি তুর্কী	আকাল ও মার্ভ।	৬০০০০।
২।	এর্সারী	কাস্পীয় হ্রদের তীরে।	৫০০০০।
৩।	যোমুদ্	,,	৪০০০০।
৪।	গোক্লান	,,	১২০০০।
৫।	চৌদর	দক্ষিণ তুর্কি স্থানে।	১২০০০।
৬।	সারিক	মুর্গাভ্ নদীর উৎপত্তি স্থানের নিকটে।	১০০০০।
৭।	সেলার	সারাক্ষ ও মার্ভের মধ্যে।	৮০০০।
৮।	আলাইলি	এন্দখৈতে	৩০০০।
৯।	কারা	,,	১৫০০।
		মোট তাঁবু	১,৯৬,৫০০।

তাঁবু প্রতি পাঁচ জন অধিবাসী ধরিয়া,—মোট ৯,৮২,৫০০।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, তুর্কীগণের নির্দ্দিষ্ট বাস স্থান নাই।

তাহারা যথেচ্ছা দেশের সর্ব্বত্র ঘূরিয়া বেড়ায়। সুতরাং তাহাদের বাসস্থান নির্দ্দেশ করা অতি কঠিন কার্য্য। বস্তুতঃ আজ যেখানে এক জাতির বাস স্থান, কাল সেখানে আর তাহাদিগকে হয়ত দেখিতে পাওয়া যাইবে না। ভ্যাম্বেরী সাহেব বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে তাহাদের বাসস্থান সম্বন্ধে যাহা দেখিয়া আসিয়াছিলেন, আজ তাহার ঘোর পরিবর্ত্তন হইয়াছে, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

তুর্কিস্থানের রাজবংশীয়গণই উজবেক্ বা উজবেগ্ নামে খ্যাত। উজবেগগণ বিশুদ্ধ তুর্কীজাতীয় লোক। খিভা, বোখারা ও কোকানে, উজবেক্গণ প্রধান প্রধান সেনাদল ভুক্ত ও নানা রাজকর্ম্মে নিযুক্ত। ইহাদের সংখ্যা প্রায় পোনর লক্ষ হইবে। ইহারা পদ মর্য্যাদায় এই দেশে অতি প্রধান। তাহাতেই যে কোনও তুর্কী আপনার অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়া উচ্চ পদ লাভে সমর্থ হয়, সেই আপনাকে উজবেক্ বলিয়া পরিচিত করিয়া থাকে।

তৃতীয় অধ্যায়।

উরূপার সঙ্গে মধ্য-আসিয়ার প্রাচীন সম্বন্ধ।

আজ মনুষের চক্ষু পশ্চিমে উরূপা ও আমেরিকার উপর নিপতিত, কিন্তু এককালে জগতের লোকেরা আগ্রহসহকারে পূর্ব্বে ভারত, চীন, পারস্য,—এমন কি যে মধ্য-আসিয়া আজ সভ্য জগতের অজ্ঞাত-ভূমি, সেই মধ্য-আসিয়ার প্রতিও চাহিয়া থাকিত। পশ্চিমের ভূমি তত শস্যশালিনী নহে, পশ্চিমের ধরা সেরূপ ধন রত্নে বিভূষিতা ছিল না। মস্তকের ঘর্ম্মবিন্দু পাদোপরি বিলুণ্ঠিত করিয়া, পশ্চিমের উরূপাবাসীদিগকে অতি কষ্টে আপন আপন জীবনোপায় আয়ো-

জন করিতে আজিও হয়, পূর্ব্বকালে আরো বেশী হইত। কিন্তু আরবীয় উপন্যাসের গল্পের মত, কবিতার কল্পনার মত, পূর্ব্বাঞ্চলের-বিশেষতঃ এই হতভাগ্য ভারতভূমির-ধনরাশির কথা উরূপা সবিস্ময়ে মুখব্যাদান করিয়া শুনিত এবং ধনলোভে মুগ্ধ হইয়া এই অতুল বিভবপূর্ণ দেশ সমূহে গতিবিধি আরম্ভ করিবার জন্য পথ খুঁজিত।

সুধু তাহাই নহে; পূর্ব্বদেশ পশ্চিম দেশের গুরু। আসিয়া হইতে উরূপা ধর্ম্ম পাইয়াছে, জ্ঞান পাইয়াছে, বিজ্ঞান পাইয়াছে, যাহা কিছু মানুষ মূল্যবান্ বলিয়া মনে করে, তৎসমুদায়ই উরূপা আসিয়ার পদতলে বসিয়া শিক্ষা করিয়াছে। আজ শিষ্য আপনার যত্ন ও মেধা প্রভাবে গুরু হইতে অধিক উন্নত, অধিক শিক্ষিত ও অধিক সম্মানিত হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু যে মূল শিক্ষা অবলম্বন করিয়া সে তাহার মানসিক ও ধর্ম্ম-জীবনের শৈশব অবস্থায় হাঁটিতে ও দাঁড়াইতে অভ্যাস করিয়াছিল, সে মূল শিক্ষার মূল্য হ্রাস হয় নাই, হইবে না। আজ উরূপা আসিয়ার তীর্থস্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছে,—আজ ভারতবাসী, জাপানবাসী, চীনবাসী, আসিয়ার প্রধান প্রধান সমুদায় প্রদেশবাসীগণ উরূপা দর্শনে ও কৈলাস দর্শনে সমান ফল মনে করিয়া থাকে, কিন্তু একদিন আসিয়া উরূপার তীর্থস্থান ছিল;—উচ্চতর অর্থে, বিশুদ্ধতর অর্থে একদিন বাস্তবিকই আসিয়া দর্শন করিয়া উরূপাবাসী তীর্থ দর্শনের সমফল লাভ হইল মনে করিত।

এই দ্বিবিধ কারণে অতি প্রাচীন কাল হইতে উরূপীয় পর্য্যটকগণ মধ্য-আসিয়ার আরণ্য প্রদেশে যাতায়ত করিয়াছেন। খৃষ্টীয় শতাব্দির আরম্ভের পূর্ব্বে পূর্ব্ব-পশ্চিমে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। ভারত ও পূর্ব্বাঞ্চলের অপরাপর দেশের সহিত তখন উরূপার রীতিমত বাণিজ্য চলিত। কিন্তু তখন ভারতের বাণিজ্য দ্রব্যাদি আফগানিস্থান ও পারস্য হইয়া ইহুদা দেশের মধ্য দিয়া উরূপায় যাইত। তখন মধ্য-আসিয়ার মধ্য দিয়া আসিয়া ও উরূপার মধ্যে যাতায়াতের পথ

আবিষ্কৃত হয় নাই। খ্রীষ্টের জন্মের পরে সর্ব্ব প্রথমে অ্যাংলোস্যাক্সন রাজা আল্‌ফ্রেড দি গ্রেটের সময়ে, তাঁহারই আদেশে, এক জন খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক ভারতীয় খৃষ্টমণ্ডলীর অবস্থাদি পরিদর্শন করিবার জন্য শেরেণবার্গ নগর হইতে আসিয়াভিমুখে যাত্রা করেন,—এই কথা উরূপার ইতিহাসে পাওয়া যায়। ভারতে সেই প্রাচীন সময়ে কোনও খৃষ্টীয়ান সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল বলিয়া জানা নাই। তবে সেই কালে আসিয়ার নানা দেশকেই পাশ্চাত্য লোকে ভারত নামে অভিহিত করিত। সিরিয়া দেশে অতি প্রাচীনকাল হইতে একটী প্রসিদ্ধ খৃষ্টীয় সম্প্রদায় বাস করিতেন। ইহাদের কেহ কেহ ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ডাক্তার হণ্টার সাহেবের লিখিত বাঙ্গালার বিশেষ বিবরণে দৃষ্ট হয় যে, এই সম্প্রদায়ের একদল লোক আজিও শ্রীহট্টের পূর্ব্বাংশে অবস্থিতি করিতেছে। সে যাহা হউক মহারাজা আলফ্রেড প্রেরিত ধর্ম্ম-যাজক মধ্য-আসিয়া খণ্ডে পর্য্যটন করিয়া কাস্পীয় হ্রদ ও বক্ নগরী পরিদর্শন করেন। তাঁহার সম-সাময়িক আরবী গ্রন্থকর্ত্তা আবুল কাসীম এই ধর্ম্ম যাজকের পর্য্যটনের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইনি স্বয়ং আপনার কোনও ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই।

ইহার পর চারিশত বৎসর পর্য্যন্ত মধ্য-আসিয়ার ভূমে কোনও উরূপাবাসীর পাদ সংস্পর্শ হইয়াছে বলিয়া কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। তৎপর ফরাসীদেশবাসী রাবি বেঞ্জামিন নামক জনৈক ইহুদী ভূপৃষ্ঠস্থ সমুদায় ইহুদী ধর্ম্মশালা পরিদর্শনাভিলাষে দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া পারস্যের পশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন।

এইরূপে দুই চারিজন উরূপীয় ধর্ম্মযাজক বা পর্য্যটক খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দির পূর্ব্বেও মধ্য-আসিয়ার আরণ্য প্রদেশে পরিভ্রমণ করিয়া তাহার সামান্য সামান্য বিবরণ সংগ্রহ ও প্রকাশ করিয়া

গিয়াছেন। কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দিতে একদিকে চতুর্থ ক্রুসেডের অধিনায়কগণ সদলবলে উরূপা হইতে পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হন, এবং অপরদিকে মোগল দিগ্বিজয়ী জিংঘিস খাঁয়ের সেনাপতিগণ সদলবলে আসিয়া হইতে উরূপাভিমুখে যাত্রা করেন। এই উভয়বিধ কারণেই এই সময়ে উরূপা খণ্ডে আসিয়ার বিশেষ জ্ঞান বিস্তারিত হয়।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জিংঘিস খাঁর পৌত্র বাটৌ খাঁ তাঁহার পিতৃব্য অক্তৈ খাঁর আদেশে অসংখ্য সেনারাশি সমভিব্যাহারে উরূপার উপর আসিয়া পড়েন। রুশ তাঁহার অত্যাচারে ছারখার হইল; পোলাণ্ড ও সিলিসিয়া ও হাঙ্গিরী তাঁহা দ্বারা আক্রান্ত হইল; এবং সমগ্র উরূপাখণ্ড তাঁহার ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। সহসা অক্তৈর মৃত্যু সংবাদ পাইয়া বাটৌ খাঁ উরূপা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। উরূপা এ যাত্রায় আপাততঃ রক্ষা পাইল বটে, কিন্তু তাহার ভয়ের কারণ একেবারে দূর হইল না। তাই পুনরায় যাহাতে এই দুর্ঘটনা না ঘটে, তাহার উপায় অবলম্বন করিতে গিয়া তদানিন্তন খ্রীষ্টীয় সমাজের শিরোভূষণ পোপ চতুর্থ ইন্নোসেন্ট মোগল খাঁকে খ্রীষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার ইচ্ছায় একজন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম যাজককে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। এই ধর্ম্ম যাজকের নাম কার্পিণী।

কার্পিণী (John de Plano Carpini) ১২৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল তারিখে দুই জন ধর্ম্ম বন্ধু সমভিব্যাহারে লিওন্স নগরী হইতে মধ্য-আসিয়াভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি রুশ রাজ্যের মধ্য দিয়া রুশ সীমান্তে প্রতিষ্ঠিত মোগল রাজ্যের প্রভু বাটৌ খাঁর নিকট পোপের পত্রখানি প্রদান করেন। বাটৌ খাঁ এই পত্র সহ কার্পিনী ও তাঁহার বন্ধুদ্বয়কে আপনার লোকের সঙ্গে নির্ব্বিঘ্নে মোগলাধিপতি, তাঁহার খুল্লতাত ভ্রাতা, গায়ুক খাঁর নিকট প্রেরণ করেন। গায়ুক খাঁ উরূপীয় রাজমণ্ডলীর ধর্ম্মগুরু পোপের পত্রের উত্তরে যাহা লিখিয়াছিলেন,

তাহা পাঠ করিয়া মোগল রাজের দুর্দান্ত প্রতাপ ও সদ্বুদ্ধির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। সেই পত্রখানি এই :—*

ভগবৎশক্তি সর্ব্বজনপতি গায়ুক খাঁ হইতে, মহান পোপ সমীপে—

তুমি এবং যত খৃষ্টীয়মণ্ডলী পশ্চিমদেশে বাস করে, তাহারা সকলে, তোমার দূতের হস্তে আমাদের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হইবার উদ্দেশ্যে পত্র প্রেরণ

* গায়ুক খাঁর পত্রখানির ইংরাজি অনুবাদ এই ;—

"The strength of God Gayuk Khan, the ruler of all men, to the great Pope. You and all the Christian people who dwell in the west have sent by your messengers sure and certain letters for the purpose of making peace with us. This we have heard from them, and it is contained in your letter. Therefore, if you desire to have peace with us, you Pope, emperors, all kings, all men powerful in cities, by no means delay to come to us for the purpose of concluding peace, and you will hear our answer and our will. The series of your letter contained that we ought to be baptised, and to become Christians ; we briefly reply that we do not understand why we ought to do so. As to what is mentioned in your letters, that you wonder at the slaughter of men, and chiefly of Christians, especially Hungarians, Poles, and Moravians, we shortly answer this too we do not understand. Nevertheless, lest we should seem to pass it over in silence, we think proper to reply as follows. It is because they have not obeyed the precepts of God and of Gengis Khan, and holding bad counsel, have slain our messengers. Wherefore God has ordered them to be destroyed, and has delivered them into our hands. But if God had not done it, what could man have

করিয়াছ। আমরা এই কথা দূতগণের মুখে শুনিয়াছি, এবং তোমার পত্রেও তাহাই প্রকাশ পাইতেছে। অতএব তোমরা যদি আমাদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করিতে অভিলাষী হও, তবে তুমি পোপ, এবং তোমার সম্রাট্‌গণ, তোমার রাজাগণ এবং তোমার ক্ষমতাশালী নগরপতিগণ, সকলে আমাদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করিবার জন্য এখানে আসিতে কোনমতে বিলম্ব করিও না, এবং তোমরা আমাদের উত্তর ও অভিপ্রায় জানিতে পাইবে। তোমাদের পত্রে লিখিত আছে যে, আমাদের রীতিমত দীক্ষিত হইয়া খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। আমরা সংক্ষেপে এই উত্তর দিতেছি যে, কেন যে আমাদের এইরূপ করা কর্ত্তব্য তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। নরহত্যা —প্রধানতঃ খৃষ্টীয়ানগণের এবং বিশেষতঃ হাঙ্গেরীবাসী, পোলাণ্ডবাসী, এবং মোরাভিয়াবাসীগণের হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে তোমাদের পত্রে যাহা লিখিয়াছ, তৎসম্বন্ধেও সংক্ষেপে আমাদের এই উত্তর যে,

---

done to man? But you inhabitants of the west, believe that you only are Christians, and despise others; but how do you know on whom He may choose to bestow His favour? We adore God, and in His strength will overwhelm the whole earth from the east to west. But if we were not strengthened by God, what could we do?"—Central Asia from the Aryan to the Cossack—by James Hutton.

তাহারও মর্ম্ম আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। তথাপি কি জানি এই বিষয়ে আমরা কিছু না বলিয়া অমনি অগ্রাহ্য করিয়াছি মনে কর, তাই আমরা তাহার নিম্নলিখিত উত্তর দেওয়া উচিত বোধ করি। কেননা তাহারা ঈশ্বরের আদেশ এবং জিংঘিস খাঁয়ের আজ্ঞা প্রতিপালন করে নাই, এবং কুপরামর্শ অবলম্বন করিয়া আমাদের দূতকে হনন করিয়াছে, তাহাতেই আমরা তাহাদিগকে এইরূপে দণ্ডিত করিয়াছি। ঈশ্বর তাহাদিগকে বিনাশ করিতে আদেশ করিয়াছেন, এবং আমাদিগের হস্তে তাহাদিগকে অর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু ঈশ্বর যদি তাহা না করিতেন, মানুষ মানুষকে কি করিতে পারিত? কিন্তু তোমরা পশ্চিমদেশবাসীগণ বিশ্বাস কর যে তোমরাই কেবল খৃষ্টীয়ান, এবং অপর লোককে তোমরা ঘৃণা কর। কিন্তু তোমরা কি প্রকারে জানিবে তিনি (ঈশ্বর) কাহার উপরে তাঁহার দয়া বর্ষণ করা ভাল মনে করিতে পারেন? আমরা ঈশ্বরের পূজা করি, এবং তাঁহার শক্তিতে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত সমস্ত পৃথিবীকে পরাস্ত করিব। কিন্তু আমরা যদি ঈশ্বরের দ্বারা শক্তিমান না হইতাম, তবে আমরা কি করিতে পারিতাম!

কার্পিনী বিফল মনোরথ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

কিন্তু তথাপি পোপ চতুর্থ ইনোসেণ্টের আশা মিটিল না। দুই বৎসর পরে তিনি পুনরায় চারি জন খৃষ্ট-সন্ন্যাসীকে মধ্য-আসিয়ায় প্রেরণ করিলেন। এই সময়ে পাশ্চাত্য সমাজের মনে কেমন একটা ধারণা হইয়াছিল যে, মধ্য-আসিয়াবাসীগণ, বিশেষতঃ মোগলেরা খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রতি একটু অনুরক্ত আছে; এবং যৎসামান্য চেষ্টা করিলেই অতি সহজে তাহাদিগকে রীতিমত খৃষ্টীয়ান-দল ভুক্ত করিতে পারা যায়। মোগলেরা যে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী ছিল না, ইহা সর্ব্ব-বিদিত। আবার তাহাদিগকে পৌত্তলিকও বলা যাইতে পারিত না; কেন না তাহারা কোনও দেব-দেবীর নিকট আপনাদের মস্তক কখনও নত করিত না। বরং তাহাদের তুলনায় সেই সময়ের খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীগণকে কতকটা পৌত্তলিক বলিলেও বড় বেশী অন্যায় হইত না। খৃষ্টীয়ানেরা তখন স্বহস্তে ঈশা ও তাঁহার মাতা মেরী, এবং সাধু চরিত খৃষ্টীয়ানগণের প্রতিমূর্ত্তি রচনা করিয়া তাহাদের পূজা করিত। এই সকল কারণে তদানিন্তন পাশ্চাত্য-দেশ-বাসী খৃষ্টীয়ান মণ্ডলীর মনে এই অলীক ধারণা জন্মিয়াছিল যে, মোগলেরা অল্পাধিক পরিমাণে খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত, এবং চেষ্টা করিলেই তাহাদিগকে রীতিমত খৃষ্টীয়ান করা যাইতে পারা যায়। এতদ্ব্যতীত মোগলেরাও নাকি ঐ সময়ে একবার আপনাদিগকে খৃষ্টমতাবলম্বী বলিয়া প্রচার করিয়া ছিল। তখন নবম লুই খৃষ্টীয় সমাজের রাজন্যবর্গের শিরোমণি। তিনি যখন খৃষ্ট দেবের জন্ম স্থান জেরুজেলামকে মুসলমান শাসন হইতে মুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে ইহুদা দেশাভিমুখে যাত্রা করিয়া সাইপ্রাস্ দ্বীপে অনুকূল বাত্যার অপেক্ষায় বসিয়া ছিলেন, তখন মোগল সম্রাট বাগ্দাদের কালিফের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত। কালিফের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য তিনি তখন ফরাসীস্ সম্রাটের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, এবং তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি ফরাসী সম্রাটের স্বমতাবলম্বী। এই সকল কারণেই খৃষ্টীয় সমাজে

ধর্ম্মগুরু পোপ চতুর্থ ইন্নোসেণ্ট বারম্বার মোগলদিগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইবার জন্য এরূপ উৎসুক হইয়াছিলেন।

নবম লুই ১২৫৩ খৃষ্টাব্দে বাটো খাঁর পুত্র মাঙ্গো খাঁ খৃষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন শুনিয়া, রুব্রিকুই নামক খৃষ্ট-সন্ন্যাসীকে মোগল রাজ্যে প্রেরণ করেন। কিন্তু গায়ুক খাঁ পোপ চতুর্থ ইন্নোসেণ্টের পত্রের উত্তরে যাহা লিখিয়াছিলেন, মাঙ্গো খাঁও প্রায় সেই উত্তর দিয়াই রুব্রিকুইকে বিদায় করেন। রুব্রিকুই মাঙ্গো খাঁকে খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলে মোগলাধিপতি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন; "মোগলেরা বিশ্বাস করে যে এই জগতে কেবল এক মাত্র পরমেশ্বর আছেন, এবং তাঁহার প্রতি তাহারা ভক্তিমান্। তিনি হস্তে যেরূপ বহু অঙ্গুলী প্রদান করিয়াছেন, সেই রূপ মনুষ্য হৃদয়েও নানা মত সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। ঈশ্বর তোমাদের খৃষ্টীয়ানদিগকে ধর্ম্ম-গ্রন্থ দিয়াছেন, কিন্তু তোমরা তাহার আদেশ প্রতিপালন কর না। তোমরা তোমাদের এই ধর্ম্ম গ্রন্থে এ উপদেশ দেখিতে পাওনা যে, তোমরা একে অন্যের নিন্দাবাদ করিবে, অথবা অর্থের জন্য মানুষের ন্যায়-পথ হইতে ভ্রষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। ঈশ্বর তোমাদিগকে ধর্ম্মগ্রন্থ দিয়াছেন, কিন্তু তোমরা তাহার উপদেশ প্রতিপালন কর না। কিন্তু তিনি আমাদিগকে ভবিষ্যদ্বক্তা মহাপুরুষগণকে দিয়াছেন, ইহাদের আদেশ আমরা প্রতিপালন করি, এবং আমরা পরস্পরের সঙ্গে শান্তিতে বাস করি।" *

---

* "The Mongols believe there is but one God, and have an upright heart towards Him: That as He hath given to the hand many fingers, so He hath infused into the minds of men various opinions. God hath given the Scriptures to you Christians, but you keep them not. You find it not there that one of you should revile another, or that for money a man ought to deviate from justice.

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পুনরায় কিছু কালের জন্য মধ্য-আসিয়ায় উরূপাবাসী পর্য্যটকগণের গতিবিধি স্থগিত ছিল। ইহার প্রধান কারণ তুর্কীদিগের অভ্যুত্থান। তুর্কীগণ এই সময়ে জিংঘিস খাঁয়ের বংশধরগণকে মধ্য-আসিয়া হইতে তাড়াইয়া দিয়া, তথায় আপনাদিগের অধিকার স্থাপন করে। ইহাতে দেশে এত অরাজকতা উপস্থিত হয় যে, তথায় আর উরূপাবাসীগণ গমনাগমন করিতে সাহসী হইতেন না। কৃষ্ণসাগরের তীরবর্ত্তী কাফা প্রভৃতি কতিপয় নগরের সঙ্গে ইতিপূর্ব্বে আসিয়াবাসীদিগের বাণিজ্য চলিত; তুর্কীগণ এই নগরী সমূহকে একেবারে বিনাশ করিয়া ফেলে, তাহাতেও উরূপা ও আসিয়ার মধ্যে কিছুকালের জন্য ব্যবসায় বাণিজ্য স্থগিত থাকে। তার পর উত্তম আশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করিয়া উরূপা হইতে ভারতে আসিবার নূতন সমুদ্রপথ আবিষ্কৃত হইলে, ভারতাভিমুখী বাণিজ্য-স্রোত এই জলপথ অবলম্বন করিয়াই প্রবাহিত হইতে লাগিল। সুতরাং স্থলপথ দিয়া বাণিজ্যের গতিবিধি প্রায় বন্ধ হইয়া গেল। এই ত্রিবিধ কারণে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে কিছু দিন পর্য্যন্ত মধ্য-আসিয়ায় উরূপাবাসীদিগের গতি বিধি বন্ধ হইয়া যায়। তৎপরে ষোড়শ শতাব্দীতে খাজান ও অষ্ট্রাখান রুশ সাম্রাজ্য ভুক্ত হয়; এবং তাহার কিছুদিন পরেই সাইবিরিয়া প্রদেশ আবিষ্কৃত হইয়া, তথায় রুশ সম্রাটের প্রভুশক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় হইতে রুশের সঙ্গে আসিয়ার সম্পর্ক ক্রমেই ঘনিষ্ঠতর হইতে থাকে। রুশিয়া সাইবিরিয়ায় আপনার প্রভুশক্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াই, তাহার নবাধিকৃত প্রজাবর্গের সাহায্যে মধ্য-আসিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য-সম্বন্ধ

God hath given you Scriptures and you keep them not, but He hath given us Soothsayers, whose injunctions we observe, and we live in peace (with one another)."

Huston's Central Asia.

স্থাপন করিবার উদ্দেশে এই আরণ্য ভূমির যথাযথ বিবরণ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিল।

এদিকে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে রুশ যখন চতুর্দ্দিকস্থ ঘটনা শ্রোতের দ্বারা বাধ্য হইয়া মধ্য-আসিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্টতর সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা পাইতে লাগিল, তখন অপরদিকে স্পেনীয় ও পর্ত্তুগীজদিগের প্রতি ঈর্ষাভাব-প্রণোদিত হইয়া উরূপার অপরাপর জাতি সমূহও ভারতে আসিবার জন্য একটী স্থল-পথ আবিষ্কার করিবার উদ্দেশে মধ্য-আসিয়ায় যাতায়াত করিতে লাগিল।

পর্ত্তুগীজ এবং স্পেনীয়েরা ভারতে আসিবার জলপথ আবিষ্কার করিয়া সর্ব্ব প্রযত্নে অপর দেশীয় বাণিজ্যতরী হইতে এই পথকে সুরক্ষিত করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া সর্ব্ব প্রথমে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইংরাজেরা একটী কোম্পানী গঠন করিলেন, এবং ওলন্দাজদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া আসিয়া খণ্ডের পূর্ব্ব-উত্তর তীর বাহিয়া ভারতে আসিবার একটী নূতন জলপথ আবিষ্কার করিবার জন্য, ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে দুই খানি সমুদ্রতরী প্রেরণ করে। এই ইংরাজ বণিক কোম্পানির প্রধান নেতাদ্বয়ের নাম জন ক্যাবট এবং তাঁহার পুত্র সিবাষ্টিয়েন। কিন্তু ইংরাজের এই চেষ্টা বিফল হইয়া যায়; এবং তখন উত্তর সমুদ্র দিয়া উরূপা হইতে ভারতে আসিবার জন্য কোনও জলপথ আবিষ্কার করা অসাধ্য ভাবিয়া, জন ক্যাবটের কোম্পানি কাস্পীয় হ্রদ, পারস্ত ও তুর্কিস্থানের মধ্য দিয়া, একটী স্থলপথ আবিষ্কার করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিল। অষ্ট্রীয়া প্রভৃতিও ইংলণ্ডের এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে লাগিল। এই সকল কারণে বহুসংখ্যক উরূপীয় পর্য্যটক ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে ও সপ্তদশ শতাব্দীতে মধ্য-আসিয়ায় পর্য্যটন করিয়া তৎসম্বন্ধীয় বিশেষ জ্ঞান উরূপীয় সমাজে প্রচার করেন।

উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা হইতে তিনটী বিষয় জানিতে পারা যায়ঃ—

প্রথম।—রুশিয়া ঘটনা-স্রোতের তাড়নায় মধ্য-আসিয়ার সীমান্তে আসিয়া উপস্থিত হয়। সাইবিরিয়ায় রুশ প্রভুশক্তি প্রতিষ্ঠা নিতান্ত দৈব ঘটনার ফল। আষ্ট্রাখানের ও থাজানের মোগল রাজ্য স্বাধিকার ভুক্ত করাতেও রুশ বহিঃ ঘটনার তাড়নায় পরিচালিত হইয়াই কার্য্য করে। একটা স্থির নিশ্চিত লক্ষ্য ধরিয়া সেই লক্ষ্য লাভের উদ্দেশে রুশ মধ্য-আসিয়ার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয় নাই।

দ্বিতীয়।—রুশের মধ্য-আসিয়ার সঙ্গে প্রথম সম্বন্ধ বাণিজ্য লইয়া।

তৃতীয়।—উরূপার অপরাপর জাতি সমূহও মধ্য-আসিয়ায় এক সময়ে আপনাদিগের আধিপত্য স্থাপন করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন; কিন্তু সফল প্রযত্ন হইতে পারেন নাই।

চতুর্থ অধ্যায়

রুশিয়ার গাত্রোত্থান।

বহু চেষ্টার পর চতুর্থ ইভানের সূক্ষ্মদর্শিনী রাজনীতি প্রভাবে রুশ মোগল শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইল। কিন্তু তিনশতাধিক বর্ষের বিজাতীয় দাসত্বে তাহার জাতীয় চরিত্রের উপর যে গাঢ় কালিমা ঢালিয়া দিয়া ছিল, তাহা সহজে মুছিয়া গেল না। বিজাতীয় দাসত্বে মানুষের প্রকৃতির দেবভাব সমূহ একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। রুশিয়ারও তাহাই ঘটিল। উরূপার পাশ্চাত্য প্রদেশবাসী জাতি-সমূহ যখন পরাধীনতা শৃঙ্খলে নিবদ্ধ ছিল, যখন আজিকার প্রবল

পরাক্রান্ত জাতি সমূহের অভ্যুত্থানের চিহ্ন মাত্র পরিলক্ষিত হয় নাই, তখনও রুশীয় নগরী নভগরড্ উত্তর উরুপার ঘন নিবীড় অন্ধকারের মধ্যে স্বাধীনতার বিমল আলোক ধারণ করিয়া সমগ্র রুশিয়াকে আলোকিত করিয়াছিল; এবং যে দিন কালের কুটীল আবর্ত্তনে নভগরড আপনার স্বাধীনতা হারাইল, সে দিনও তাহার অধিবাসী-গণের জ্বলন্ত দেশহিতৈষণা ও অলৌকিক বীরত্বের দৃষ্টান্ত দেখিয়া উত্তর উরুপাবাসী বিস্মিত চকিত ও মোহিত হইয়াছিল। কিন্তু মোগল দাসত্বে রুশের সকল সদ্‌গুণই তিরোহিত হইল। তিন শত বৎসরের দাসত্বে রুশীয়গণকে সমুদায় সদ্‌গুণ বিবর্জ্জিত করিয়া প্রকৃত দাস-দিগের নীচ স্বভাবাপন্ন করিয়া তুলিল।*

চতুর্থ ইভানের চেষ্টায় রুশিয়া দাসত্ব হইতে মুক্তি লাভ করিল বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা তাহার সৌভাগ্যোদয় হইল না। পুনরায় গৃহ-বিবাদ ও অরাজকতা উপস্থিত হইয়া দেশকে ছারখার করিতে লাগিল। রাজাগণ সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হইয়া প্রবল পরাক্রান্ত মন্ত্রী বিশেষের হস্তে ক্রীড়া পুত্তলি হইয়া রহিলেন। প্রজাগণ এই সকল অবিবেকী রাজমন্ত্রীর অত্যাচারে নিষ্পেষিত হইতে লাগিল। রাজ পরিবারের রক্তস্রোত প্রজাবর্গের রক্তস্রোতের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া রুশিয়ার তুষার-শুভ্র ক্ষেত্রকে নর শোণিতে অনুরঞ্জিত করিতে লাগিল। এই রক্তস্রোতে ভাসিয়া রুশ রাজ্যের আদি প্রতি-ষ্ঠাতা রুরিকের বংশধরগণ একেবারে নির্ম্মূল হইয়া গেলেন। তখন প্রবল পরাক্রান্ত রাজমন্ত্রী ও আভিজাতবর্গ দেশের লোককে ডাকিয়া নূতন রাজার নির্ব্বাচন করিতে অনুরোধ করিলেন। অনেক বাদানুবাদের পর মাইকেল রোমানফ রুশিয়ার রাজ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এই হইতে রুরিক বংশ সিংহাসন চ্যুত হইলেন

* History of Europe (1815-1852) by Sir Archibald Alison, Vol. II, Chap. VIII.

এবং রোমানফ বংশ রুশ-সিংহাসনে অধিরোহন করিলেন। রুরিকের বংশধরগণ রুশ সাম্রাজ্যের বীজ বপন করিয়া গিয়াছিলেন; রোমানফের বংশধরগণের অধীনে রুশ উরূপার ও সমগ্র সভ্যজগতের অন্যতম প্রধান সাম্রাজ্য হইয়া দাঁড়াইল।

১৬৮২ খৃষ্টাব্দে মস্কো নগরীতে রোমানফের বংশে একটী রাজ কুমার জন্ম গ্রহণ করেন। ভারতের ক্ষেত্রে এই রাজ কুমারের জন্ম হইলে, তাঁহার জন্মোপলক্ষে স্বর্গে দুন্দুভি বাজিত, মর্ত্তে মহা আনন্দধ্বনি উঠিত, এবং আকাশ হইতে ইন্দ্র বরুণাদি দেবগণ নবজাত রাজ কুমারের মুখ দর্শন করিয়া তাঁহার উপরে সোৎসাহে পুষ্প বৃষ্টি করিতেন। রুশিয়ার-তুষার ধবল ক্ষেত্রে এ কবিত্ব, ও এ কল্পনা নাই। এই নবজাত রাজকুমারের জন্মোপলক্ষে এই সকল কিছুই হইল না। কিন্তু তাঁহার ভাগ্যলিপির সঙ্গে কেবল রুশের ভাগ্য নহে, কিন্তু প্রায় অর্দ্ধ জগতের ভাগ্য সূত্র গ্রথিত হইয়াছিল।

এই রাজকুমারের নাম পীটার। পীটার, যৌবনের প্রারম্ভে পৌছিতে না পৌছিতে, ভ্রাতার মৃত্যুতে, রুশ সিংহাসনাধিরোহণ করিলেন। রুশিয়ার সিংহাসনে অপ্রাপ্ত-বয়স্ক বালকের এই প্রথম আরোহণ নহে। ইহা রুশ ইতিহাসের অতি সচরাচর ঘটনা হইয়া উঠিয়াছিল; এবং এই সকল অপ্রাপ্ত বয়স্ক নৃপতিগণের নামে উচ্চাভিলাষী মন্ত্রীগণের যথেচ্ছা রাজ্য শাসন এবং প্রজা সাধারণের নিপীড়নে আপনাদিগের উন্নতি-সাধনও রুশ ইতিহাসে অতি সচরাচর ঘটনার মধ্যে পরিগণিত ছিল। পীটারের অপ্রাপ্তবয়ঃ দর্শন করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী রাজকুমারী সোফিয়ার প্রাণের উচ্চাভিলাষ জাগিয়া উঠিল। তিনি পীটারের নামে রুশ সম্রাটের সমুদায় ক্ষমতা স্বকরতলস্থ করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। সপ্তদশ বর্ষ বয়সে পীটারের বিবাহ হইল। কিন্তু প্রতিভাশালী পীটার অনতিবিলম্বে রাজকুমারী

সোফিয়ার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে সন্ন্যাসাশ্রমে পাঠাইয়া দিয়া, স্বহস্তে রাজ্য শাসন ভার গ্রহণ করিলেন।

পীটার বাল্যকালে সুশিক্ষা পাইয়াছিলেন। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রতি শৈশবাবধিই তাঁহার প্রাণে গভীর অনুরাগ জন্মিয়াছিল। বয়ঃ-প্রাপ্তিতে তিনি উরূপার জ্ঞান ও সভ্যতার আলোকে আপনার মাতৃ ভূমি রুশিয়াকে আলোকিত করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। এতকাল রুশ পশ্চিম ও দক্ষিণ উরূপা হইতে একরূপ বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। তাহার গতিবিধি, ব্যবসায় বাণিজ্য প্রায় সমুদায়ই পূর্ব্ব অঞ্চলের সঙ্গে ছিল। পশ্চিম ও দক্ষিণ উরূপার সভ্যতর রাজ্য সমূহের সঙ্গে রুশের কোনও বিশেষ সম্পর্ক ছিল না বলিলেও হয়। পীটার এই সকল রাজ্যের সঙ্গে ব্যবসায় বাণিজ্যগত ঘনিষ্টতর সম্পর্কে আবদ্ধ হইবার জন্য বড়ই উৎসুক হইলেন; এবং এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ তিনি রুশিয়া হইতে অপরাপর দেশে যাতায়াত করিবার জন্য জলপথ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

তিন দিক্ দিয়া রুশ সমুদ্র সংস্পর্শ করিতে পারে। ১ম—উত্তর মহাসাগর। এই সাগরান্তর্ভূত শ্বেত সাগর তীরে (White sea) আর্চেঞ্জেল (Archangel) নামে রুশের একটী প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল। এই বন্দর হইয়া ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের বাণিজ্য জাত রুশিয়ায় এবং রুশিয়ার বাণিজ্যজাত দ্রব্যাদি ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে যাতায়াত করিত। কিন্তু আর্চেঞ্জেলের দ্বারা রুশের সঙ্গে উরূপার দেশ সমূহের ঘনিষ্টতর সম্বন্ধবদ্ধ করা সাধ্যায়ত্ত ছিল না। আর্চেঞ্জেলের সঙ্গে পশ্চিম উরূপার অতি সামান্য বাণিজ্য চলিত। ২য়—বাল্‌টিক উপ-সাগর। এই উপসাগর সুইডেন দেশের সীমান্তে স্থিত, সুইড্‌-পতির আধিপত্য তথায় তখন অপ্রতিহত ছিল। পীটার সুইডনের আধি-পত্য হইতে এই সমুদ্র ও তাহার পূর্ব্বতীরস্থ ভূভাগ স্বাধিকারে আন-য়ন করিবার চেষ্টা করেন। এই চেষ্টা হইতেই পীটারের সুইড-পতি

দ্বাদশতম চার্লসের সঙ্গে বিবাদের সূত্রপাত হয়, এবং এই বিবাদেই পলটবার সুপ্রসিদ্ধ রণক্ষেত্রে অগণিত সেনাসহ সুইড্-রাজ চার্লস্‌কে পরাভূত করিয়া পীটার উরূপার প্রাণ সংত্রস্ত করিয়া তোলেন। পীটারের প্রথম অভ্যুদয়ে উরূপার রাজন্য সমাজ তাঁহাকে আপনাদের সমকক্ষ বলিয়া গ্রহণ করিয়া তদপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিতে নিরতিশয় অনিচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু পলটবা ক্ষেত্রে যে দিন পীটারের নিকট দ্বাদশতম চার্লস পরাজিত হইলেন, সে দিন সমগ্র উরূপা বিস্ময় চকিত ভাবে তাঁহাকে সম্মান করিতে অগ্রসর হইল। সুইড্‌পতি দ্বাদশতম চার্লসের পরাভূতির পরেই বালটীক সাগর তীরস্থ প্রদেশ সমূহ পীটারের পদানত হইল। পীটার পশ্চিম উরূপার সঙ্গে রুশিয়ার বাণিজ্যের সুবিধার জন্য সেণ্টপীটর্সবর্গ প্রতিষ্ঠিত করেন। তৃতীয়—কৃষ্ণ সাগরও রুশ সীমান্তের নিকটে। এই সাগরে আপনার আধিপত্য বিস্তার করিবার উদ্দেশে পীটার আজোফ নগরী ও আজোফ সমুদ্র স্বাধিকার ভুক্ত করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। প্রথম চেষ্টা ফলবতী হইল, আজোফে রুশের বিজয়ী পতাকা উড্ডীন হইল। কিন্তু এ সৌভাগ্য বেশী দিন রহিল না। আজোফ পীটারের হস্ত মুক্ত হইল। পীটার প্রুথ্ নদীতীরে তুরস্ক ও ককেসিয়া বাসী গণ কর্তৃক পরাভূত হইয়া কৃষ্ণ সাগরের আশা একেবারে পরিত্যাগ করিলেন।

কৃষ্ণসাগরে বিফল মনোরথ হইয়া পীটার কাস্পীয় হ্রদের মধ্য দিয়া আসিয়া খণ্ডের সহিত রুশের বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। ইতিপূর্ব্বেও কাস্পীয় হ্রদে উরূপীয়দিগের বাণিজ্যতরী দৃষ্ট হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইংরাজ পরিব্রাজক এন্তনি জেন্‌কিন্‌সন্ (Anthony Jenkinson) ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করিয়া রুশ হইয়া বোখারায় গমন করেন। জেন্‌কিন্‌সন্ স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবার সময় আপনার জাহাজে কাস্পীয় হ্রদ পার হইয়া

আসেন। জেন্‌কিন্‌সনের প্রায় পঁচিশ বৎসর পরে বরো নামক ইংরাজ বল্‌গা নদী তীরে জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া ঐ নদী বাহিয়া কাস্পীয় হ্রদের মধ্য দিয়া তাহার পূর্ব্ব তীরস্থ বাকু নগরীতে আসিয়া উপস্থিত হন। পীটারও জেন্‌কিন্‌সন্‌ এবং বরোর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বলগা নদী বাহিয়া কাস্পীয় হ্রদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পীটার রুশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। পীটারের সিংহাসনাধিরোহণ কালে রুশ রাজ্যের বিস্তৃতি ২৬৩৯০০ বর্গ মাইল ছিল। তাঁহার মৃত্যুকালে তাহা ২৭৩৮১৫ বর্গ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। পীটারের রাজ্য গ্রহণ কালে রুশ সাম্রাজ্যের জনসংখ্যা দেড় কোটী ছিল, তাঁহার মৃত্যুকালে দুই কোটী প্রাণী রুশের অধীনতা স্বীকার করিত। পীটারের এই রাজ্য বিস্তৃতিতে তিনি সহজেই উরূপার রাজন্য সমাজের ও অপর দেশবাসী প্রজাবৃন্দের বিশেষ ভয় ও বিদ্বেষের পাত্র হইয়া উঠেন। আজিও ইংরাজ সাধারণে পীটারের নামে ঘৃণায় ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া থাকেন।

রুশিয়ার রাজ্য বিস্তারের প্রথম ও প্রধান প্রবর্ত্তক পীটার। ইংরাজ ইতিহাস লেখকগণ তাহাতেই পীটারকে জঘন্য পররাষ্ট্রলোভ দোষে দোষী করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। রুশ, ইংলণ্ড,—রুশ-সম্রাট, ইংলণ্ডের অধিপতি, উভয়েই স্ব স্ব রাজ্য বিস্তার করিতে ক্রটী করেন নাই; তথাপি রুশ দোষী ও ইংলণ্ড নির্দ্দোষ কেন? রুশ-সম্রাট ভীষণ পামর ও অত্যাচারী, আর ইংলণ্ডপতি পরম ধার্ম্মিক কিসে হইলেন? ইহা বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। রুশের রাজ্য-লাভেচ্ছা নাই, বা কখন ছিল না, তাহা নহে; তবে যে সকল কারণাধীনে রুশ আপনার রাজ্য বিস্তার করিতে অগ্রসর হয়, তাহার সম্যক আলোচনা করিলে আপাততঃ তাহাকে যত দোষী বলিয়া মনে হয়, ফলতঃ সে তত দোষী বলিয়া প্রমাণিত হইবে না।

ইংরাজ গ্রন্থকারগণ পীটারকে রুশের রাজ্য বিস্তারের প্রধান প্রবর্ত্তক বলিয়া মনে করেন। সুতরাং পীটারের পর-রাষ্ট্র লোভের প্রকৃত অস্তিত্ব কতটুকু ও তাহার কারণইবা কি ছিল, ইহা একবার বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

পীটার প্রথমে উরূপা খণ্ডে আপনার রাজ্য বিস্তার করেন। রুশকে সভ্যতার আলোকে বিভূষিত করিয়া সভ্য জগতে তাহার প্রাধান্য স্থাপন করিবার জন্য পীটারের প্রাণে বলবতী ইচ্ছার উদ্রেক হয়। এই ইচ্ছা স্বাভাবিকী, ও ইহাতে নিন্দনীয় কিছুই নাই। এতদপেক্ষা নিকৃষ্টতর ইচ্ছা দ্বারা প্রণোদিত হইয়াও ইংলণ্ড, ফরাসীস্, জর্ম্মান্ সকলেই আপন আপন দেশের প্রভুত্ব বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছেন, এবং আজিও করিতেছেন। তবে পীটারের এই সদিচ্ছাও নিরতিশয় দূষনীয় হইবে কেন?

বাণিজ্য-স্রোতের সঙ্গে সঙ্গেই সাধারণতঃ সভ্যতা-স্রোত দেশ হইতে দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া থাকে। পীটার রুশিয়ার বাণিজ্যের উন্নতির জন্য, পশ্চিম উরূপার সঙ্গে রুশের ব্যবসায় বাণিজ্যের সম্বন্ধ স্থাপন করিবার উদ্দেশে, বাল্‌টীক সাগর অধিকার করিতে যত্নবান হন। সুইডন্ তখন বালটীক সাগরের পূর্ব্বতীরবর্ত্তী প্রদেশ সমূহের অধিপতি। পীটার সুইড-রাজের নিকট হইতে অনেক চেষ্টা ও বহু অর্থ ও লোকবল ব্যয় করিয়া বালটীকের পূর্ব্বতীরবর্ত্তী প্রদেশ সমূহ কাড়িয়া লন, এবং তথায় রুশের বর্ত্তমান রাজধানী সেণ্ট পীটার্সবর্গ প্রতিষ্ঠা করেন। *

* সার আর্কিবাল্ড অ্যালিসন বলেন:—"It was the pressing want of a great harbour to connect it (Russia) with the commerce and ideas of Western Europe which made him (Peter) lavish such sums and waste so much human life in the construction of St. Petersburg."—Hist: of Europe.

উরুপার পূর্ব্ব-দক্ষিণভাগে পীটার যে রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা পান তাহার মূলে দুইটী কারণ ছিল। একটী কৃষ্ণসাগরের উপর রুশের বাণিজ্যার্থ আধিপত্য স্থাপন; দ্বিতীয়টী রুশের উপর ক্রিমিও এবং তৎসন্নিকটস্থ তাতার রাজ্য সমূহের অযথা অত্যাচার। সভ্যতর রাজ্যের সীমান্তে অসভ্যতর রাজ্য থাকিলে সচরাচর যাহা ঘটিয়া থাকে, এখানেও তাহা ঘটিল। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে থাজান এবং আষ্ট্রাখানের তাতারেরা রুশকে উত্যক্ত করিয়া আপনাদের স্বাধীনতা হারাইয়া রুশ রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতব্দীতে ক্রিমিও ও রুশের যুদ্ধ বিগ্রহাদিতে তাহার বিরুদ্ধ পক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া অবশেষে আপনার স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হয়।

পীটারের পিতা এলিক্সিস একাধিকবার কৃষ্ণসাগর ও কাস্পীয় হ্রদের তীরবর্ত্তী তাতার রাজাদিগকে দমন করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। পীটারও উপরোক্ত দ্বিবিধ কারণে এই সকল তাতার রাজ্যদিগকে স্বাধিকার ভুক্ত করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনিও সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হন নাই। এই সকল অদম্য জাতিকে দমন করা রুশের আত্মরক্ষার্থ নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। কৃষ্ণসাগর ও কাস্পীয় হ্রদের তীরবর্ত্তী তাতার রাজ্য সমূহের প্রতি পীটার ও তাঁহার পরবর্ত্তী রুশ সম্রাট ও সাম্রাজ্ঞীগণ যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তদবস্থাপন্ন হইলে ইংলণ্ড, ফরাসীস্ বা জর্ম্মানিও যে, ঠিক তাহাই করিতেন, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। রুশিয়া যেরূপ ঘটনাচক্রের আঘাতে তাড়িত হইয়া রাজ্য বিস্তার করিতে বাধ্য হইয়াছিল; সেরূপ ঘটনা স্রোতের মুখে পড়িলে ইংলণ্ডও যে ঠিক রুশিয়ার নীতি অবলম্বন করিতেন, ইহা স্থির নিশ্চিত।



পঞ্চম অধ্যায়।

রুশে পারশীকে।

অতি প্রাচীন কাল হইতে পারস্যের সঙ্গে উরূপার বাণিজ্য চলিত। পারশ্য দেশীয় পট্ট বস্ত্র অতি প্রাচীন কালে উরূপায় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাতারাধিকারস্থ খাজান ও আষ্ট্রাখান রুশ সাম্রাজ্য ভুক্ত হইলে, রুশও পারস্যের সীমান্ত কিয়ৎপরিমানে পরস্পর নিকটবর্ত্তী হয়। তখন হইতে রুশ পারস্যের সঙ্গে ব্যবসায় বাণিজ্যের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে ইচ্ছুক হন। রুশ সম্রাট এলিক্সিসের সময়ে, ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে, তাঁহার নিকট হইতে দুই জন রাজদূত সদলবলে পারশ্যপতি শাহা দ্বিতীয় আব্বাসের দরবারে আসিয়া উপস্থিত হন। পারশ্যপতি সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাদিগকে অতি সাদরে অভ্যর্থনা করেন। কিন্তু ক্রমে তাঁহাদের অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন আচার ব্যবহার দেখিয়া পারশ্যবাসীগণের মনে বড়ই ঘৃণা ভাবের উদয় হয়। রুশরাজদূত ও তাঁহাদের অনুচরগণের আচার ব্যবহার দেখিয়া রুশীয়গণ এ পৃথিবীতে অতি হীন জাতি বলিয়া পারশীকগণের মনে ধারণা হয়। তৎপরে এই দূতদ্বয় যখন দৌত্যের ছলনা করিয়া, রুশ-পারস্যে সন্ধি স্থাপনোদ্দেশে পারশ্য রাজধানী ইস্পাহানে আসিয়া, তথায় রুশের পণ্যজাত বিক্রী করিতে লাগিলেন, তখন পারশ্য-পতির মনে গভীরতম ঘৃণার উদ্রেক হইল; এবং তিনি রুশরাজের আবেদনের কোনও উত্তর না দিয়াই তাঁহার দূতদ্বয়কে সদলবলে রুশিয়ার প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ করিলেন।*

পারশ্যপতি শাহা দ্বিতীয় আব্বাসের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র, শাহা সলিমান নাম গ্রহণ করিয়া, পারস্যের সিংহাসনে আরো-

* History of Persia by C. R. Markham. Chap. XI.

হণ করেন। শাহা সলিমানের শাসন কালে পারশ্য সাম্রাজ্যের বড় অধোগতি হয়। উত্তর হইতে তুর্কী উজবেগ্‌গণ ও পশ্চিম হইতে রুশ দস্যুগণ পারশ্যের উত্তর ও পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সমূহের উপর বিশেষ উৎপাৎ আরম্ভ করে। যে সময়ে রুশীয় সম্রাট পীটার উরূপায় আপনার প্রাধান্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন, প্রায় সেই সময়েই শাহা সলিমানের মৃত্যুতে তাঁহার পুত্র শাহা সুলতান হোসেন পারশ্য সিংহাসনে অধিরোহণ করেন।

সাহা সুলতান নিরতিশয় ভীরুস্বভাব নরপতি ছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে তাঁহার রাজত্বের প্রথম বিংশতি বৎসর দেশে অপ্রতিহত শান্তি বিরাজ করে। তৎপরে আফগানিস্থানের আরণ্য প্রদেশ হইতে একজন বীর পুরুষ একদল প্রবল পরাক্রান্ত আফগান সেনা সমভিব্যাহারে পারশ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং পারশ্য সেনাগণকে রণ-ক্ষেত্রে পরাজিত করিয়া, পারশ্য সিংহাসন অধিকার করিলেন।

পারশ্য সাম্রাজ্যের অভ্যূদয় কাল হইতে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্য্যন্ত আফগানিস্থান নামতঃ পারশীক সম্রাটগণের অধীনতা স্বীকার করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু কার্য্যতঃ কাবুল ও কান্দাহারের আফগান অধিবাসীগণ একরূপ স্বাধীনই ছিল। কাবুল ও কান্দাহারের আফগানগণ দুই দলে বিভক্ত, (১) ঘিলাজী, ও (২) সাদোজি। কাবুল ও গজনী ঘিলাজিদিগের প্রধান বাসস্থান; কান্দাহার ও হিরাট সাদোজিগণের প্রধান আবাস ভূমি।

শাহা সুলতান হোসেন গুর্গীন খাঁ নামক একজন নিকৃষ্টচেতা জর্জ্জিয়া বাসীকে কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। গুর্গীন খাঁর অত্যাচারে আফগানগণ নিষ্পেষিত হইতে লাগিল। মীর বাইস নামক জনৈক ঘিলাজী সর্দ্দার গুর্গীন খাঁর অত্যাচারের প্রতিবাদ করেন। এই মহা দোষে তাঁহাকে ইস্পাহানে বন্দী স্বরূপ প্রেরণ করা হইল।

মীর বাইস তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কলে কৌশলে ইস্পাহানের কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিয়া, মুসলমান তীর্থ মক্কা দর্শনে গমন করেন। মক্কা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া মীর বাইস পারশ্য-পতির এরূপ শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিলেন যে, অল্প কাল মধ্যেই তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার অনুমতি পাইলেন। কান্দাহারে ফিরিয়া আসিয়া মীর বাইস গুর্গীন খাঁকে উপযুক্তরূপে দণ্ডিত করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। গুর্গীন খাঁ তাঁহার নির্ম্মম অত্যাচারে সমগ্র কান্দাহারবাসীগণের বিদ্বেষ ভাজন হইয়াছিল। মীরবাইস অতি সহজেই তাঁহার বিরুদ্ধে বিষম ষড়যন্ত্র করিয়া, সদলবলে তাঁহাকে বিনাশ করিয়া কান্দাহার অধিকার করিলেন। এই দুঃসংবাদ সুলতান হুসেনের নিকট পৌঁছিলে, তিনি রাজদ্রোহী মীর বাইসের শাসনার্থ ক্রমে দুই দল পারশীক সেনা তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। মীর বাইস অবলীলাক্রমে এই দুই দল পারশ্য সেনাকে পরাস্থ করিয়া, অবশেষে কান্দাহারে নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিতে লাগিলেন।

একদিকে মীর বাইস শাহা সুলতান হুসেনের হস্ত হইতে কান্দাহার কাড়িয়া লইলেন; অপর দিকে ককেসাস পর্ব্বত শ্রেণীর পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে লেস্‌গুই নামক পার্ব্বত্যজাতি শীর্ভানে অবতরণ করিয়া তত্রত্য অধিবাসীগণের উপর ভীষণ অত্যাচার করিতে লাগিল। পারশ্য-পতি এই সীমান্ত প্রদেশবাসী পার্ব্বত্য জাতিকে বৎসর বৎসর কিঞ্চিৎ পারিতোষিক দান করিতেন। এই অর্থের বিনিময়ে তাহারা পারশ্য রাজ্যের উপর অত্যাচার করিতে ক্ষান্ত থাকিত। কিন্তু রাজকীয় অর্থাধারের ক্ষীনতা নিবন্ধন শাহা হুসেন এই বার্ষিক কর নিয়মিত মত আদায় করিতে পারেন নাই। এই জন্যই এই দুর্দ্দান্ত পার্ব্বত্যজাতি শীর্ভানে অবতরণ করিয়া, তত্রত্য অধিবাসীদিগের নিকট হইতে সবলে আপনাদিগের প্রাপ্য অর্থ আদায় করিতে লাগিল।

লেস্‌গুইগণ সমগ্র শীর্ভান প্রদেশকে ছারখার করিয়া ফেলিল। সামাথী নামক নগর ইহাদের দুর্দ্দম অত্যাচারে একেবারে বিনষ্ট হইল। তাহার অধিবাসীগণ লেস্‌গুইগণের হস্তে নিহত হইল।

শামাথীতে এই সময়ে তিন শত রুশীয় প্রজা বাণিজ্য উপলক্ষে বাস করিত। লেস্‌গুইগণ ইহাদিগকে নিহত করিয়া, ইহাদের ধন রাশি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গেল। রুশীয়গণ বলেন, শামাথীর রুশীয় বণিকগণের সম্পত্তির মোট মূল্য চল্লিশ লক্ষ রুবল্‌স্‌, অথবা প্রায় পঞ্চষষ্টি লক্ষ টাকা ছিল।

পীটার সামাথীর বিনাশ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পারশ্য-পতির নিকট তাঁহার প্রজাবর্গের যে ধনরাশি লেস্‌গুইগণ কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার ক্ষতিপূরণের দাবি করিলেন। পারশ্য-সম্রাট তখন নিতান্ত নিরুপায়। চারি দিকে তাঁহার রাজ্যে তখন মহা বিপদ সমুপস্থিত। তিনি আপনার অবস্থা জানাইয়া রুশ সম্রাটের সাহায্য প্রার্থনা করিতে রুশিয়ায় দূত প্রেরণ করিলেন। *

ইতিমধ্যে মীর বাইসের মৃত্যুর পরে তাঁহার ভ্রাতা মীর আব-দুল্লা কান্দাহারের শাসনভার গ্রহণ করেন। কিন্তু অল্প কাল মধ্যেই তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মীর মামুদের হস্তে মীর আবদুল্লা নিধন প্রাপ্ত হন; এবং মামুদ কান্দাহারের রাজা উপাধি ধারণ করেন।

হতভাগ্য শাহা সুলতান হুসেনের উপর চারিদিকে বিপদ ঘনা-ইতে আরম্ভ করিল। সোদাজি আফগানেরা তাঁহার হাত হইতে হিরাট কাড়িয়া লইল। উজবেগ্‌গণ খোরাশান ছারখার করিতে

* Progress and Present position of Russia in the East. Chap I. এবং History of Persia by C. R. Markham. Chap XI. মার্কহাম সাহেব বলেন :—"In 1721 Sultan Hussain sent an embassy to the Russians, asking aid against the Afgans."

লাগিল। আরবেরা পারশ্য উপসাগরের তীরস্থ প্রদেশ সমূহে অত্যাচার আরম্ভ করিল। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, সুযোগ বুঝিয়া, মীর মামুদও সদলবলে পারশ্য সিংহাসন দখল করিবার উদ্দেশে পারশ্য রাজধানী ইস্পাহানের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আফগানে পারশীকে ভীষণ যুদ্ধ হইল। পারশ্য-পতি পরাজিত হইয়া ইস্পাহানের দুর্গে আশ্রয় লইলেন। তাঁহার পুত্র টমাস্প যুদ্ধাবসানে যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া, মাজান্দারাণের পার্ব্বত্যভূমে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

মীর মামুদের হস্তে শাহা হুসেন বন্দী হইলেন। হতভাগ্য শাহা আপনার হস্তে মামুদের মস্তকে পারশ্যের রাজমুকুট স্থাপন করিলেন। এ দিকে পিতার সিংহাসনচ্যুতির সংবাদ পাইয়া টমাস্প কাজভিন্ নগরীতে শাহা উপাধি গ্রহণ করিলেন।

রুশ সম্রাট পীটার শাহা হুসেনের দূতের মুখে তাঁহার দুরবস্থার কথা শুনিয়াই পারশ্যে যাত্রা করিবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। ১৭২১ খৃষ্টাব্দে পারশ্য দূত রুশিয়ায় পৌছেন; ১৭২২ খৃঃ অব্দের মে মাসে পীটার তাঁহার সুপ্রসিদ্ধা সহধর্ম্মিণী রাজ্ঞী ক্যাথেরীণ সহ পারশ্য যাত্রা করেন। *

পীটার প্রায় অর্দ্ধ লক্ষ সেনা সমভিব্যাহারে জুলাই মাসের মধ্য ভাগে কাস্পীয় হ্রদে আসিয়া পৌছিলেন।

লেস্‌গুইগণ সর্ব্ব প্রথমে পীটারের গতি রোধ করিবার চেষ্টা করে; কিন্তু সহজেই এই অসভ্য ও অশিক্ষিত যোদ্ধাগণ পীটারের দুর্দ্দান্ত সেনাতরঙ্গ সমক্ষে তৃণের মত ভাসিয়া গেল। ককেসাস্ পর্ব্বতের সর্ব্বত্র পলটবা-ক্ষেত্রের সুপ্রসিদ্ধ বিজয়ীর নাম প্রতিধ্বনিত হইল। ককেসাস্‌বাসীগণ রুশের আগ্নেয়াস্ত্রের ভীষণ ধ্বনিতে কাঁপিয়া উঠিল।

* Markham's History of Persia-Chap XI.

হিরাট যেরূপ পূর্ব্ব ও দক্ষিণ আফগানিস্থানের সিংহ-দ্বার, দ্বারবন্ধ (Derbent) সেইরূপ পারস্যের সিংহ-দ্বার। একদিকে অত্যুচ্চগিরি শেখর ও অপরদিকে সুগভীর সমুদ্র তরঙ্গের মধ্যস্থলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দ্বারবন্ধ অল্প সেনা সহায়েও আত্ম সংরক্ষণ করিতে সমর্থ। পীটার সসৈন্য দ্বারবন্ধের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। দ্বারবন্ধ অপ্রতিবাদে রুশ-রাজকে পারস্যে প্রবেশ করিতে দিল। তাহার সিংহদ্বারের রৌপ্য চাবি দ্বারবন্ধের পারশীক শাশন কর্ত্তা বিনা বাক্য ব্যয়ে রুশ সম্রাটের হস্তে অর্পন করিলেন। *

রুশ সৈন্য এই যাত্রায় ঘিলান ও শীর্ভান অধিকার করিল এবং পীটার পারস্য-পতি সাহা দ্বিতীয় টমাস্পের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া সন্ধিবদ্ধ হইলেন। এই সন্ধি দ্বারা রুশ সম্রাট আফ্‌গানদিগকে পারস্য হইতে তাড়াইয়া দিতে, এবং পারশ্য সম্রাট রুশের এই কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ দ্বারবন্ধ, বাকু, ঘিলান, মাজান্দারাণ, এবং আষ্ট্রাবাদ চিরদিনের জন্য রুশিয়ার হস্তে সমর্পন করিতে প্রতিশ্রুত হন।†

তুরস্ক-পতি ককেসাস পর্ব্বত শ্রেণীর পর পারে রুশের রাজ্য বিস্তৃতির চেষ্টা দেখিয়া বিপদ গনিলেন; এবং তাহার ক্ষমতা খর্ব্ব করিবার উদ্দেশে যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রুশের সম্রাট ও উরূপার রাজন্য সমাজের শিরোমণি ফ্রেডেরিক্ দি গ্রেট তুরস্কের এই চেষ্টার প্রতিবাদ করিলেন। তুরস্কে ফরাসীস্‌দের রাজদূতও সুলতানকে বুঝাইয়া দিলেন যে, পীটারের পারস্য আক্রমণ রাজ্যলাভেচ্ছা দ্বারা প্রণোদিত হয় নাই; কিন্তু দুর্দ্দশাগ্রস্থ পারশ্য পতিকে বিদ্রোহী প্রজাবর্গের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার উদ্দেশে,

* Progress and Present Position of Russia in the East. Chap I.

† Markham's Persia Ch. XI.

তাঁহারই বিশেষ অনুরোধে, পীটার পারশ্যে গমন করিয়াছিলেন। তুরস্কপতি কাজে কাজেই রুশের সঙ্গে সমর-চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হইলেন। *

পীটারের প্রথম পারশ্য-যাত্রা কালে পি, এইচ্, ব্রুস্ নামক এক-জন ইংরাজ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। ব্রুস্ সাহেবও পীটারের এই যুদ্ধ যাত্রার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন যে, কাস্পীয় হ্রদতীরবাসী রুশীয়গণের উপর যে অত্যাচার হইয়াছিল, বিশেষতঃ শামাখীর হত্যা-কাণ্ডে যে সকল রুশীয় নিহত হয়, তাহার প্রতি বিধান করিবার জন্য, এবং আফ্গান্দিগের অত্যাচার নিবারণে পারশ্যপতিকে সাহায্য করিবার উদ্দেশেই পীটার সর্ব্ব প্রথমে পারশ্য যাত্রা করেন। যাঁহারা রুশের চরিত্রে খলতা ও প্রবঞ্চনা ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পান না, যাঁহারা পীটারের প্রথম পারশ্য যাত্রার দুরভিসন্ধি বর্ণনা করিতে সর্ব্বদা উৎসাহিত, তাঁহারা রুশ ও পারশ্যের ইতিবৃত্তাগণের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করিতে পারেন, কিন্তু ব্রুস সাহেবের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করিবেন কি করিয়া? ‡

১৭২৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে রুশ তুরস্কের মধ্যে সন্ধিস্থাপিত হয়। এই সন্ধিপত্র অনুসারে রুশের, তুরস্কের এবং পারশ্যের সম্রাট স্ব স্ব

---

* England and Russia in Central Asia By Demetrius Charles Boulger. Vol. I. Chap. VIII.

‡ ব্রুস্ সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন,—"The motives which occasioned the Emperor of Russia to undertake this enterprise were the desire of avenging the insults and wrongs which his subjects settled on the Caspian had suffered, particularly in the plunder of Shamakee, and a desire to succour the king of Persia against the Afgans, who offered important cessions in return for the aid of the Russian monarch."—Travels.

রাজ্যের সীমান্ত নির্দ্ধারণ জন্য একটী সমিতি রচনা করেন। পীটার দি গ্রেট ১৭২৫ খৃঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে মানবলীলা সংবরণ করিলেন। তাহার প্রায় দুই বৎসর পরে রাজ্ঞী প্রথম ক্যাথেরিণের সময়ে রুশের পক্ষে দুই জন এবং তুরস্কের পক্ষে এক জন প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়া এই সীমান্ত নির্দ্ধারণ করেন। এই কমিশনের নিয়োগানুসারে, ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের রুশ-পারশ্যের সন্ধিপত্রোল্লিখিত চারিটী প্রদেশের (দ্বারবন্ধ, বাকু, ঘিলান, মাজান্দারাণ, ও আষ্ট্রাবাদ) মধ্যে আষ্ট্রাবাদ ও মাজান্দারণ ব্যতীত অপর তিনটী রুশ সীমাভ্যন্তরস্থ বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। কিন্তু ঘিলানেই রুশাধিপত্য প্রকৃত পক্ষে ক্ষমতাশালী ছিল।

বিষম দুর্দ্দিনে পড়িয়া, যে সময়ে পারশ্যপতি প্রবলতর শত্রু মীর মামুদের হস্ত হইতে স্বরাজ্য উদ্ধার করিবার মানসে রুশসম্রাটকে উপরোক্ত পঞ্চপ্রদেশ দান করিয়াছিলেন; সেই সময়ে তাঁহার দুরবস্থা ও অক্ষমতা দেখিয়া তুরস্কের সুলতানও টাইফ্লিস্, টেব্রিজ এবং হামাদান, এই প্রদেশত্রয় সবলে তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লন। উপরোক্ত পারশ্য-সীমান্ত-নির্দ্ধারক কমিশনের নিয়োগে এই সকল প্রদেশ তুরস্কেরই রহিয়া গেল।

রুশ সম্রাট পীটারের মৃত্যুর অল্পদিন পরেই (এপ্রিল, ১৭২৫) আফ্‌গান অত্যাচারী মীর মামুদেরও মৃত্যু হইল। মীর মামুদের খুল্লতাত ভ্রাতা মীর আস্রফ্ ইস্পাহানের সিংহাসনাধিরোহন করিলেন। এই সময় হইতে শাহা দ্বিতীয় টমাস্পের প্রতিও ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্ন হইতে লাগিলেন।

এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ নাদির শাহার অভ্যুদয়। নাদির শাহা খোরাশান প্রদেশের খিলান দুর্গের নিকটে একটী অতি হীনাবস্থাপন্ন তাঁবুতে একটী দরিদ্র রমণীর গর্ভে ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। নাদিরের ষোড়শ বৎসর বয়ক্রমের সময় একদল লুণ্ঠনপ্রিয়

উজ্‌বেগ্ আসিয়া নাদির ও তাহার মাতাকে দাস দাসী করিয়া লইয়া যায়। নাদিরের মাতা দাসত্বেই জীবনলীলা সংবরণ করিলেন; কিন্তু যুবক নাদির উজ্‌বেগ্‌দিগের নিকট হইতে কলে কৌশলে পলায়ন করিয়া, খোরাশানের পার্ব্বত্য প্রদেশে আসিয়া দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিল। তাঁহার শৌর্য্যবীর্য্যের যশো-সৌরভ শীঘ্রই দেশময় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল; এবং উজ্‌বেগের আক্রমণ-নিরাকরণার্থ খোরাশানের শাসনকর্ত্তা নাদিরকে এক দল পরাক্রান্ত সেনার অধিনায়ক পদে নিযুক্ত করিলেন।

এই সময়ে শাহা দ্বিতীয় টমাস্প আফ্‌গান অত্যাচারীগণের তাড়নায় মাজান্দারাণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তথায় বাস করিতেছিলেন। নাদির, শাহা টমাস্পের পক্ষ অবলম্বন করিয়া, তাঁহার প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। নাদিরের প্রতাপে আফ্‌গান্‌গণ ইস্পাহান হইতে অল্পদিন মধ্যেই তাড়িত হইল; এবং শাহা টমাস্প নামতঃ পারশ্যের রাজা হইলেন।

নাদির অনতিবিলম্বে শাহা টমাস্পকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তাঁহার পুত্রকে শাহা তৃতীয় আব্বাস নামে অভিহিত করিয়া পারশ্যের সিংহাসনে স্থাপন করিলেন, এবং স্বয়ং তাঁহার অভিভাবক হইয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

শাহা দ্বিতীয় টমাস্পকে রাজ্যচ্যুত করিয়া ও তাঁহার সুকুমার পুত্র তৃতীয় আব্বাসকে পারশ্যের সিংহাসনে বসাইয়া, নাদির এই সংবাদ জ্ঞাপন করিবার জন্য, রুশ রাজধানীতে দূত প্রেরণ করিলেন, এবং তুরস্কের বিরুদ্ধে রুশের সঙ্গে পারশ্যের সন্ধি স্থাপন করিলেন।

ইহার পর বৎসরই নাদির রুশ সম্রাজ্ঞীর নিকট দূত প্রেরণ করিয়া আপনার পারশ্য সিংহাসনাধিরোহণ ও নাদির শাহা নাম গ্রহণের সংবাদ জ্ঞাপন করেন। ইহার দুই বৎসর পরে, ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে, নাদির শাহা তুরস্কের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হইয়া তুরস্কাধিকৃত

পারশ্যের সমুদায় ভাগ (টাইফ্লিস, টেব্রিস, এবং হামাদান) পুনরায় পারশ্য সাম্রাজ্যভুক্ত করিলেন। এই সন্ধির পরে তুরস্ক ককেসাস প্রদেশের নিকটবর্ত্তী জর্জ্জিয়া প্রদেশের সিংহাসনেও সমুদায় দাওয়া পরিত্যাগ করিল।

ইতিপূর্ব্বেই রুশিয়েরা ঘিলান পরিত্যাগ করিয়াছিল। ঘিলানের জল বায়ু রুশীয়াদিগের কোনও মতেই সহ্য হইল না; এবং রোগে শীর্ণ বিশীর্ণ হইয়া তাহারা স্বেচ্ছায়ই, ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে, ঘিলান পরিত্যাগ করে।*

নাদির শাহার অভ্যুত্থানে, ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে, রুশ পারশ্য সীমান্ত, পরিত্যাগ করিয়া, কিছুকাল পর্য্যন্ত আর সেদিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। নাদির শাহা আপনার প্রবল প্রতাপে পারশ্যকে সর্ব্ব প্রকার গৃহবিবাদ হইতে মুক্ত করিয়া বিশেষ প্রতিপত্তির সহিত রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে নাদিরের মৃত্যুতে পুনরায় গৃহবিবাদ ও অরাজকতা উপস্থিত হইয়া, পারশ্যকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিতে লাগিল।

ককেসাস্ পর্ব্বতশ্রেণীর পাদদেশে, কাস্পীয় হ্রদের দক্ষিণ তীরে, জর্জ্জিয়া প্রদেশ। এই প্রদেশ বহুকাল হইতে পারশ্যপতির অধীনতা স্বীকার করিয়া আসিয়াছিল। ইহার রাজধানী টাইফ্লিসে পারশ্য-রাজ-প্রতিনিধি বহুকালাবধি রাজত্ব করিয়া আসিতেছিলেন। আফ্গান অত্যাচারী মীর মামুদের পারশ্য আক্রমণে শাহা সুলতান হুসেন যখন স্বহস্তে পারশ্যের রাজমুকুট মামুদের শিরোদেশে স্থাপন করেন, সেই সময়ে, পারশ্যের আভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতা দেখিতে পাইয়া তুরস্কের সুলতান জর্জ্জিয়া প্রদেশ স্বরাজ্যভুক্ত করেন। বস্তুতঃ ইস্পা-

* The Russians remained in Ghilan until 1734, when they were compelled to evacuate it, owing to the unhealthiness of the climate.—Markham's Persia.

স্থান-পতির অক্ষমতা দেখিয়া জর্জ্জিয়ার তদানিন্তন রাজ-প্রতিনিধি স্বেচ্ছায়ই আপনার শাসনাধীনস্থ প্রদেশকে তুরস্কের অধীনে স্থাপন করেন। ক্রমে যখন পারশ্য অমিততেজ নাদির শাহার অভ্যুত্থানে, আত্ম রক্ষণে সক্ষম হইল, তখন জর্জ্জিয়ার শাসনকর্ত্তাও পুনরায় এই প্রদেশকে পারশ্যপতির অধীনে স্থাপন করিলেন। এই সময়ে জর্জ্জিয়ার তামারস নামক একজন খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী রাজপুরুষ রাজত্ব করিতেন। তামারসের পুত্র হিরাক্লিয়াস নাদির শাহার ভারত আক্রমণ কালে তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। নাদির হিরক্লিয়াসের শৌর্য্য-বীর্য্যে নিরতিশয় প্রীত হইয়া, জর্জ্জিয়াকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া, একভাগ তামারসের ও অপরভাগ তাঁহার পুত্র হিরাক্লিয়াসের শাসনাধীনে স্থাপন করিলেন।

নাদির শাহার মৃত্যুতে পারশ্যে যে অরাজকতা উপস্থিত হয়, তদ্বারা জর্জ্জিয়ার শাসনকর্ত্তাগণও অতিশয় উত্ত্যক্ত হইয়া উঠেন। পারশ্য রাজের অক্ষমতা দেখিয়া ককেসাস পর্ব্বত-শ্রেণী হইতে লেসগুই প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতি জর্জ্জিয়ায় আসিয়া অত্যাচার করিতে লাগিল। এই সকল কারণে জর্জ্জিয়ার রাজপ্রতিনিধিদ্বয় এই সকল পার্ব্বত্যজাতির অত্যাচার নিবারণে অপারগ হইয়া, উভয়ে যুগপৎ রুশ সম্রাজ্ঞী এলিজাবেতের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া, জর্জ্জিয়াকে তাঁহার শাসনাধীনে স্থাপন করেন। *

ইহার আট বৎসর পরে (১৭৬০) হিরাক্লিয়াস তাঁহার পিতা তামারসকে সিংহাসন চ্যুত করিয়া, সমগ্র জর্জ্জিয়া প্রদেশকে আপনার শাসনাধীনে আনয়ন করেন। ইহার কিছুকাল পরে রুশ তুরস্কে যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। রুশ সেনাপতি উত্তর হইতে তুরস্ক আক্রমণ করিলেন; এবং সম্রাজ্ঞী ক্যাথেরিণ হিরাক্লিয়াসকে পূর্ব্ব হইতে তুরস্ক-

* Progress and Present Position of Russia in the East. Chap II.

সীমান্তে ইমারিটীয়া আক্রমণ করিতে আদেশ করিলেন। হিরাক্লিয়াস তখনও প্রকাশ্যভাবে পারশ্যের অধীনতা অস্বীকার করেন নাই। কিন্তু এই সময়ে পারশ্য-পতির অক্ষমতা ও পারস্য রাজ্যের অরাজকতা দেখিয়া জর্জ্জিয়ার ভাগ্যসূত্রকে হিরাক্লিয়াস রুশের ভাগ্যসূত্রের সঙ্গে দৃঢ় ভাবে গ্রথিত করিয়া দিলেন।*

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে রুশ তুরস্কের যুদ্ধ শেষ হইল। এই যুদ্ধে রুশের বল বিক্রম আরো বিশেষ প্রকাশিত হইল। রুশীয় রণতরী শ্বেতসাগর হইতে যাত্রা করিয়া ভূমধ্যসাগরে আসিয়া তুরস্ককে উত্যক্ত করিয়া তুলিল। রুশের এই নবোদিত ক্ষমতা দেখিয়া সমগ্র উরূপা বিস্মিত ও সংত্রস্থ হইল। কগোল ক্ষেত্রে তুরস্ক রুশের নিকট পরাস্থ হইল এবং তাহার সমগ্র মুসলমান সেনা বিনষ্ট হইল। এই যুদ্ধাবসানে রুশ, তুরস্কের নিকট হইতে, কৃষ্ণসাগর, আজোফসাগর ও ইউক্সিনে স্বাধীনভাবে বানিজ্যতরী ও অনধিক একখানা রণতরী চালাইবার অধিকার লাভ করিল; রুশ সীমান্ত বোগ পর্য্যন্ত প্রসারিত হইল; ক্রিমিও তুরস্কের অধীনতা মুক্ত হইল; এবং রুশ কোবার্দা প্রদেশ লাভ করিলেন।†

রুশ এবং তুরস্ক সীমান্তের নিকটে, ককেসাস পর্ব্বত শ্রেণীর পাদদেশে বহুসংখ্যক দুর্দ্দম্য জাতীর বাসস্থান। ইহারা কার্য্যতঃ সদাসর্ব্বদাই আপনাদিগের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিতেছিল। তবে নামতঃ কখনও বা তুরস্কের, কখনও বা রুশের প্রাধান্য স্বীকার করিত। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের রুশ তুরস্ক যুদ্ধে ক্রিমিও প্রদেশের ক্ষমতা খর্ব্ব হইল দেখিয়া, এই সকল দুর্দ্দমণীয় পার্ব্বত্য জাতি সমূহের প্রাণে কিঞ্চিৎ ত্রাস উপস্থিত হইল। এই সকল অদম্য জাতিগণ যখন তখন রুশ সীমাভ্যন্তরে

* Alison's History of Europe, (1815—1852) Vol. III, Chap. XIII.

† History of Catherine II. By Samuel M. Smucker. Chap. VI.

প্রবেশ করিয়া রুশীয় প্রজাবর্গের উপর অযথা অত্যাচার করিত। রুশ এতকাল এই সকল অদম্য জাতির এই দুর্ব্বিসহ অত্যাচার হইতে আপনার প্রজাগণকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। ১৭৭৪ অব্দের যুদ্ধের অবসানে, ক্রিমিওকে তেজোহীন এবং কোবার্দাকে স্বাধিকার ভুক্ত করিয়া, এবং অপরাপর অদম্য জাতিদিগকে অপেক্ষাকৃত ভয় সংত্রস্থ দেখিয়া,সুযোগ বুঝিয়া,রুশ কৃষ্ণসাগর হইতে কাস্পীয় হ্রদ পর্য্যন্ত, আপনার দক্ষিণ পূর্ব্ব সীমান্তে, একটী গড় রেখা ও ত্রিংশতিটী দুর্ভেদ্য দুর্গ রচনা করিলেন। এই দুর্গ সমূহ ও তন্নিবাসী সেনাকুলের দ্বারা ককেসাসের অদম্য জাতিগণ কথঞ্চিৎ শাসিত হইতে লাগিল।

নাদির শাহার মৃত্যুর পর বহু বৎসরের গৃহ-বিবাদে পারশ্যের অস্তগামী সৌভাগ্য একেবারে বিনষ্ট-প্রায়, এবং এই অল্পকালের মধ্যে জেন্দ্ বংশীয় শাহাগণের অভ্যুত্থান ও উচ্ছেদ সমাপ্ত হইলে, কাজার রাজ বংশের প্রথম শাহা আগা মাহাম্মদ পারশ্য-সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। আগা মাহাম্মদের শাসনকালে, ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে, রুশ সম্রাজ্ঞী ক্যাথেরিণ ভৈনোভিচ্ নামক একজ রুশীয় রাজকর্ম্মচারীকে বাণিজ্যাদির সুবিধা করিবার জন্য কাস্পীয়ান তীরে পারশ্য সীমান্তে প্রেরণ করেন। ভৈনোভিচ্ সদলবলে ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে আষ্ট্রাখান হইতে জলপথ দিয়া পারশ্য সীমান্তে যাত্রা করিয়া মাজান্দারাণের প্রধান নগরী আষ্ট্রাবাদে আসিয়া উপস্থিত হন। আগা মাহাম্মদ তখনও পারশ্য সিংহাসন অধিকার করেন নাই। কিন্তু মাজান্দারাণে এই সময়ে তাঁহারই আধিপত্য অপ্রতিহত ছিল। এই সময়ে তিনি কেরাবাদে বাস করিতেছিলেন। ভৈনোভিচ তথায় গিয়া কাস্পীয় হ্রদতীরে একটী বাণিজ্য-কুঠি নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। আগা মাহাম্মদ রুশ কর্ম্মচারীর এই প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন।

কিন্তু ভৈনোভিচ্, ভারতের প্রাচীন ইংরাজ বনিক সম্প্রদায়ের

মত, বাণিজ্য কুঠি নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি পাইয়া, আষ্ট্রাবাদ হইতে প্রায় পঁচিশ ক্রোশ দূরে কাস্পীয় হ্রদ-তীরে একটী দুর্গ নির্ম্মান করিতে লাগিলেন। আগা মাহাম্মদ তখনও পারস্যে আপনার প্রভুত্বকে বদ্ধমূল করিতে পারেন নাই। সুতরাং সম্ভবতঃ নূতন শত্রু সৃষ্টি করিতে অনিচ্ছুক হইয়া, তিনি রুশীয় রাজকর্ম্মচারীর এই অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ করিলেন না।

কাস্পীয় হ্রদ তীরস্থ এই দুর্গ নির্ম্মিত হইলে পর, আগা মাহাম্মদ একদিন স্বয়ং তাহা পরিদর্শন করিতে গেলেন; রুশীয়গণের কার্য্য কুশলতা দেখিয়া তিনি বিশেষ আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন; এবং ভৈনোভিচ্‌কে অনুচরসহ একদিন তাঁহার গৃহে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে ভৈনোভিচ্‌ সবান্ধবে আগা মাহাম্মদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিলেন। কিন্তু গৃহে প্রবেশ করিবা মাত্র রুশীয়গণ আগা মাহাম্মদ কর্ত্তৃক বন্দী হইলেন। আগা মাহাম্মদ ভৈনোভিচ্‌কে অনতি বিলম্বে আষ্ট্রাবাদের নিকটস্থ নবরচিত দুর্গ ভূমিসাৎ করাইতে আদেশ করিলেন। এই আদেশ অগ্রাহ্য করিলে তাঁহাকে সদলবলে নিহত হইতে হইবে, এই ভয়ও প্রদর্শিত হইল। ভৈনোভিচ্‌ নিরুপায় হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার নবরচিত দুর্গ ভূমিসাৎ করাইলেন। আগা মাহাম্মদ তখন রুশীয় রাজ কর্ম্মচারীকে বিশেষ অপমানিত করিয়া পারস্য সীমান্ত হইতে দূর করিয়া দিলেন।

রুশ সাম্রাজ্ঞী ক্যাথেরিণের বিদ্যানুরাগ সুপ্রসিদ্ধ। তিনি রুশের বাণিজ্যের উন্নতি সাধনার্থ এবং বিভিন্ন দেশের ভৌগলিক জ্ঞান সংগ্রহ করিবার উদ্দেশে নানা স্থানে সুবিজ্ঞ দূত সকল পাঠাইয়া ছিলেন। উত্তর দ্বীপপুঞ্জে (Northern Archipelago) ককেসাসের গভীর অরণ্যে, চীনের অভ্যন্তরে, ও জাপানে তাঁহার আদেশে, এবং তাঁহার ব্যয়ে, সুবিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই সকল অজ্ঞাত ভূমের বিবিধ

জ্ঞান লাভ করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। * ইহাতে ক্যাথেরিণের কোনও দুরভিসন্ধি ছিল কি না,ভগবান জানেন। তবে আমরা এই মাত্র জানি ইংলণ্ডও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন অজ্ঞাত দেশের এইরূপ জ্ঞান লাভের চেষ্টা করিয়াছেন ; এবং এই সকল সৎচেষ্টা ইংলণ্ডের প্রধান কীর্ত্তির মধ্যে পরিগণিত। যাহা হউক সম্ভবতঃ ভৈনোভিচের পারশ্য সীমান্তে কাস্পীয় হ্রদতীরে আগমনও মূলতঃ কোনও বিশুদ্ধতর উদ্দেশ্য দ্বারাই প্রণোদিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ তিনি তাঁহার সম্রাজ্ঞীর বিনা অনুমতিতেই আষ্ট্রাবাদে এই দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কেন না ভৈনোভিচ অপমানিত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে, রুশ সম্রাজ্ঞী এই ঘোরতর অবমাননার কোনও প্রতিবিধান করিতে বিন্দুমাত্রও চেষ্টা করিলেন না।

এই ঘটনার দুইবৎসর পরে, ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে, জর্জ্জিয়ার শাসন কর্ত্তা হিরাক্লিয়াস, প্রকাশ্যভাবে রুশের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হইয়া, পারশ্যের অধীনতা অস্বীকার করিলেন। আগা মাহাম্মদ জর্জ্জিয়াকে পুনরায় পারশ্যের অধীনে আনয়ন করিতে কৃত সংকল্প হইলেন। শনৈঃ শনৈঃ সেনা চালনা করিয়া, জর্জ্জিয়াপতি তাঁহাব আসন্ন বিপদের প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে না করিতে, আগা মাহাম্মদ তাঁহার রাজধানী টাইফ্লিসে গিয়া উপস্থিত হইলেন। হিরাক্লিয়াস আগা মাহাম্মদের সেনা রাশির এক চতুর্থাংশও তাঁহার স্বপক্ষে সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। হিরাক্লিয়াস সহজেই পরাভূত হইলেন। জর্জ্জিয়াবাসীগণ খ্রীষ্ট মতাবলম্বী ছিল ; আগা মাহাম্মদের মুসলমান অনুচর বর্গের অত্যাচারে জর্জ্জিয়া ছার খার হইয়া গেল। স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা

* Memoirs of the Court and Reign of Catherine II, Empress of Russia; by Samuel M. Smucker. Chapter XVI.

সকলে মুসলমানগণের নির্ম্মম অত্যাচারে নিপীড়িত হইল। জর্জ্জিয়া সম্পূর্ণরূপে পারস্যের অধীন হইল। *

রুশ রাজ্ঞী ক্যাথেরিণ তাঁহার অধীনস্থ জর্জ্জিয়ার এই দুর্গতি-কাহিনী শ্রবণ করিবা মাত্রই পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। রুশ সেনা সেনাপতি জুবফের অধীনে কাস্পীয় হ্রদ অতিক্রম করিয়া দ্বারবন্ধ, বাকু ও কাস্পীয়হ্রদতীরস্থ অপরাপর স্থান অধিকার করিয়া, আরাক্সিস্ নদী পার হইয়া, শীত ঋতুর প্রারম্ভে, চোওালমোগানে আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করিল। এই সেনা তরঙ্গ প্রতিরোধ করা আগা মাহাম্মদের পক্ষে বিষম দায় হইত। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে রুশ ও পারশীক যুদ্ধক্ষেত্রে পরস্পরের সম্মুখীন হইবার পূর্ব্বেই ক্যাথেরিণ লোকান্তর গমন করিলেন। তাঁহার পুত্র সম্রাট পল তাঁহার মাতার শাসন-নীতির প্রতি বড় বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন না। সিংহাসনারোহণ করিয়াই তিনি ক্যাথেরিণের শাসন-নীতি বিপর্য্যস্ত করিতে লাগিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি সর্ব্ব প্রথমেই পারস্য সীমান্ত হইতে রুশ সেনাগণকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে আদেশ করিলেন।

রুশ সেনা প্রতিনিবৃত্ত হইল কিন্তু আগা মাহাম্মদ প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। রুশীয় আক্রমণ নিরাকরণ উদ্দেশে তিনি যে সেনা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তৎসমভিব্যাহারে জর্জ্জিয়াভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথিমধ্যে শীশা নগরীর অধিবাসীগণ তাহাদের দুর্গ ও নগরী তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিল। শীশা দখল করিবার তিন দিন পরে আগা মাহাম্মদ তাঁহার দুইজন ভৃত্যের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলেন। ‡

* Persia—Ancient and Modern. By John Pigot, Chapter II.

‡ Persia—Ancient and Modern, Chapter II.

আগা মাহাম্মদের মৃত্যুর পর বৎসর (১৭৯৮) বৃদ্ধ হিরাক্লিয়াসও মানব লীলা সংবরণ করিলেন, এবং তাঁহার পুত্র গুর্গীন খাঁ জর্জ্জিয়ার সিংহাসন অরোহণ করিলেন। রুশের ইতিহাস লেখক ইহাঁকে জর্জ্জ (George XIII) নামে অভিহিত করিয়াছেন।

গুর্গীন খাঁ নিরাপদে রাজ্য শাসন করিতে পারিলেন না। তাঁহার ভ্রাতা এলেক্জেণ্ডার ককেসাসবাসী লেস্‌গুইগণের এক যোগে জর্জ্জিয়া আক্রমন করিয়া তাঁহার সিংহাসন অধিকার করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। গুর্গীন রুশের সহায়ে আলেক্জেণ্ডারের প্রথম আক্রমণ নিরাকৃত করিলেন বটে, কিন্তু লেসগুইগণকে একেবারে দমন করিতে পারিলেন না। এই অসভ্য পার্ব্বত্য জাতি ক্রমাগত জর্জ্জিয়ায় আসিয়া অত্যাচার করিতে লাগিল। লেস্‌গুইগণ মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী ছিল। জর্জ্জিয়াবাসীগণ খ্রীষ্ট মতাবলম্বী,—তাহাতেই তাহারা লেস্‌গুইগণের দ্বারা আরো বিশেষ নিপীড়িত হইতে লাগিল। গুর্গীণ দেখিলেন, রুশের অধীনতা গ্রহণ করা ভিন্ন মুসলমান অত্যাচার হইতে মুক্তি পাইবার আর উপায়ান্তর নাই। তাই তিনি ১৮০০ খৃষ্টাব্দে, স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক জর্জ্জিয়াকে রুশ সম্রাটের রক্ষণাধীনে স্থাপন করিলেন। ইহার অল্প দিন মধ্যেই সম্রাট পলের মৃত্যু হয়। সুতরাং গুর্গীণ খাঁর আবেদন-অনুযায়ী কার্য্য করিতে কিঞ্চিৎ কালবিলম্ব ঘটিল। কিন্তু অবশেষে সম্রাট আলেক্জেণ্ডার ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে এক খণ্ড রাজ-অনুশাসন প্রচার করিয়া গুর্গীণ খাঁর আবেদন গ্রাহ্য করিলেন। এই অনুশাসনে রুশ সম্রাট স্পষ্ট ভাষায় বলিলেন যে, তিনি কর্ত্তব্য জ্ঞানের অনুরোধে এবং জর্জ্জিয়ার খ্রীষ্টমতাবলম্বী অধিবাসীদিগকে রক্ষা করিবার জন্যই গুর্গীণ খাঁর প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন। * এত দিন দুরারোহ্য ককে-

* এই অনুশাসন পত্রে লিখিত আছে যে, সম্রাট আলেক্জেণ্ডার জর্জ্জিয়া স্বরাজ্য ভুক্ত করেন—"not for the agrandisement of

সাস্ পর্ব্বতমালা দ্বারা রুশ, পারশ্য, ও তুরস্ক সীমান্ত একরূপ বিভক্ত ছিল ; জর্জ্জিয়ায় রুশ প্রভুত্ব সংস্থাপিত হইলে, রুশ এই পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিয়া তাহার পরপারে আপনার প্রভুশক্তি বদ্ধমূল করিলেন, এবং তন্নিবন্ধন রুশ সম্রাটের দক্ষিণ পূর্ব্ব সীমান্তের পর-রাষ্ট্র নীতির ও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটিল।

সম্রাট আলেক্জেণ্ডার জিজিয়নফ্ নামক একজন রুশ রাজ-কর্ম্ম-চারীকে জর্জ্জিয়ার শাসন কর্ত্তা ও প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত করিলেন। জিজিয়নফ্ জর্জ্জিয়ার চতুঃপার্শ্বে রুশের রাজ্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন।

আগা মাহাম্মদের মৃত্যুতে তাঁহার পুত্র ফতেআলী পারশ্য সিংহা-সনাধিরোহণ করেন। ১৭৯৭ হইতে ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রুশে পার-শীকে কোনও বাদবিষম্বাদ হয় নাই। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে ফতেআলীর শাসনাধীনে মাহাম্মদ খাঁ কাজার ইর্ভানের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। মাহাম্মদ খাঁ তাঁহার প্রভুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া জর্জ্জিয়ার রুশীয় রাজ-প্রতিনিধি জিজিয়নফের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। জিজিয়নফ্ সর্ব্ব প্রকার ধর্ম্মজ্ঞান ও সদ্বিবেচনায় জলাঞ্জলি দিয়া সসৈন্যে ইর্ভা-নের দিগে অগ্রসর হইলেন। এজ্মিয়াজিন্ নামক স্থানের নিকটে রুশে পারশীকে ভীষণ যুদ্ধ হয়, এই যুদ্ধে পারশ্য-পতি পরাজিত হইলেন। জিজিয়নফ ইর্ভাণের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু মাহাম্মদ খাঁ ফতেআলীর নিকট হইতে ইর্ভাণ নগরী

---

our power, not with interested views, but merely to establish justice and the security of persons and property. All the taxes paid by your country shall be employed for your own advantage, and in the reestablishment of your towns and villages. Your happiness and welfare will be the most agreeable and the only reward for us."

অপহরণ করিয়া এরূপ ভাবে তাহা রুশ সেনাপতির হস্তে সমর্পন করিতে স্বীকৃত হইবেন কেন? জিজিয়নফ্ ইর্ভাগ আক্রমণ করিলেন। কিন্তু খাদ্য সামগ্রীর বড় অভাব হওয়াতে অল্পকাল মধ্যেই জর্জ্জিয়ার প্রতি নিবৃত্ত হইতে বাধ্য হইলেন।

এই হইতে রুশ-পারশীকের প্রথম যুদ্ধের আরম্ভ হইল। রুশীয়গণ প্রতি নিবৃত্ত হইলে, মাহাম্মদ খাঁ ফতেআলীর বশ্যতা স্বীকার করিল; কিন্তু রাজ কর্ম্ম হইতে অপসৃত হইয়া, দয়ালু ফতেআলী প্রদত্ত পেন্সনের দ্বারা সচ্ছন্দে ও শান্তিতে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

ইহার পর বৎসর (১৮০৫) জিজিয়নফ্ পারশ্য রাজের অধীনস্থ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে রুশের বিজয়ী পতাকা উড্ডীন করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। এই যুদ্ধে আট বৎসর কাল কাটিয়া গেল। এই আট বৎসর কাল মধ্যে কখনও বা রুশের জয়, কখনও বা পারশীকের জয় হইল। এই যুদ্ধের অবসানে সুপ্রসিদ্ধ গুলিস্থানের সন্ধি দ্বারা রুশে পারশীকে পুনরায় সদ্ভাব সংস্থাপিত হইল।

গুলিস্থানের সন্ধিদ্বারা রুশরাজ পারশ্যের নিকট হইতে মিন্‌গ্রেলিয়া, ইমারিটিয়া, দ্বারবন্ধ, বাকু, দাবিস্থান, শীর্ভান, শেখি, গাঞ্জা, কারাবাগ এবং মোঘান ও তালিশের কিয়দংশ লাভ করিলেন।

কিন্তু এই সন্ধি স্থায়ী হইল না। রুশ গুলিস্থানের সন্ধি দ্বারা পারশ্যের নিকট হইতে যে সমুদায় প্রদেশ লাভ করেন, তাহার অধিকাংশই ককেসাস পর্ব্বত মালার পাদদেশে প্রতিষ্ঠিত,—অদম্য পার্ব্বত্য জাতি সমুহের আবাসস্থান। এই সকল পার্ব্বত্য জাতি নামতঃ কখনও বা পারশ্যের, কখনও বা তুরস্কের অধীনতা স্বীকার করিত। কিন্তু পার্ব্বত্য জাতি মাত্রেরই স্বাধীনতা প্রবৃত্তি নিরতিশয় বলবতী। পারশ্যের বা তুরস্কের অধীনে এই সকল জাতির স্বাধীনতা প্রবৃত্তি অল্পাধিক পরিমাণে পরিতৃপ্ত হইত। কিন্তু রুশ তাহা একেবারে নির্ম্মূল করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। উরুপীয় শাসনে অসভ্য

জাতি সমূহের কি দুর্দ্দশা হয়, ভারতের বিভিন্ন স্বাধীনতা প্রিয় পার্ব্বত্য জাতির ইতিহাসই তাহার জীবন্ত সাক্ষী। ককেসাসের মাল-ভূমেও রুশের শাসনে তাহাই ঘটিতে লাগিল। পারশ্যাধীনে মধ্যে মধ্যে পারশ্য রাজকর্ম্মচারীগণ এই সকল প্রদেশে আসিয়া রাজস্ব আদায় করিয়া নিতেন; কিন্তু রুশের নিয়মিত ও বলবত্তর শাসনাধীনে এই সকল পার্ব্বতীয় প্রদেশবাশীদিগকে রীতিমত সর্ব্ব প্রকারের রাজস্ব আদায় দিতে হইল। ইহাদিগকে শাসননিয়মে বদ্ধ-করিবার চেষ্টা করিয়া রুশ ইহাদিগের ক্রোধ উদ্দীপ্ত করিলেন। রুশের সঙ্গে ইহাদের বিষম বিবাদ বাধিয়া উঠিল। এই পার্ব্বত্য প্রদেশে রুশীয়গণ এই সকল পার্ব্বত্য জাতির সঙ্গে বিবাদে আটিয়া আসিবে কেন? রুশীয়দিগের ক্ষমতা খর্ব্ব হইল; তাহারা অসহায় হইয়া যে দুই চারিটী দুর্গ ছিল, তাহাতেই আশ্রয় গ্রহণ করিল। *

রুশের দুর্ব্বলতা দেখিয়া পারশ্য আপনার হৃত প্রদেশ সমূহ পুনঃ প্রাপ্তির চেষ্টা দেখিতে লাগিল। পারশীক রাজকর্ম্মচারীগণ ক্রমাগত এই সকল পার্ব্বত্য জাতিকে রুশের উপর অত্যাচার করিতে প্রণোদিত করিতে লাগিলেন। অবশেষে রুশ পারশ্যে পুনরায় মহা বিবাদ বাধিয়া উঠিল। রুশীয়গণ চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল। তাহারা যে সামান্য সৈন্য সংখ্যা পারশ্যের বিরুদ্ধে ককেসাসের পরপারে একত্রিত করিতে পারিল তাহা পারশীক সৈন্য সংখ্যার এক তৃতীয়াংশও হইল না। কিন্তু ভারতে ইংরাজ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ক্লাইব যেরূপ মুষ্টি প্রমাণ সেনা সহায়ে সমুদ্রসম মুসলমান সেনার নিকট হইতে ভারতের রাজ-লক্ষী কাড়িয়া লইয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপে অসাধারণ ধীসক্তি সম্পন্ন পাস্কিভিচ্ নামক এক জন মাত্র রুশীয় সৈনিক পুরুষের দ্বারা রুশ, পারশ্যে আপনার প্রভুত্ব রক্ষা ও

* Alison's History of Europe (1815-1852) Chap. XIII. Vol. III.

বৃদ্ধি করিলেন। এই যুদ্ধে পারশীকেরাই পরাজিত হইল। যুদ্ধ অবসানে তুর্কিমাঞ্চের সন্ধিপত্রের দ্বারা রুশ-পারশ্য সন্ধিসূত্রে বদ্ধ হইলেন। এই নূতন সন্ধি দ্বারা রুশ আবার দুইটী অতি সুন্দর প্রদেশ পারশ্যের নিকট হইতে লাভ করিলেন।

তুর্কীমাঞ্চের সন্ধিপত্র পারশ্য ইতিহাসে একটী নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করিল। এত দিন সবলই হউক আর দুর্ব্বলই হউক, পারশ্য স্বাধীন ছিল। তাহার ভীষণতম দুর্দ্দিনেও,—যে দিন আফগান বিদ্রোহী মীর মামুদ হতভাগ্য শাহা সুলতান হুসেনকে তাঁহার রাজ সিংহাসন এবং রাজধানী হইতে তাড়াইয়া দেয়,—যে দিন শাহা সুলতান হুসেনের পুত্র নামমাত্র পারশ্যের অধিপতি ছিলেন,—সেই ঘোর দুর্দ্দিনেও পারশ্যপতি কোনও বৈদেশীক রাজার নিকট আপনার মস্তক অবনত করেন নাই; সেই ঘোর দুর্দ্দশার মধ্যে পড়িয়াও পারশ্য-রাজ রুশ-রাজের সমকক্ষ হইয়া তাঁহার সঙ্গে তদনুরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, ও তাঁহার নিকট হইতেও সেইরূপ ব্যবহার পাইয়াছেন। কিন্তু তুর্কীমাঞ্চের সন্ধিপত্রে যে দিন পারশ্যপতি শাহা ফতে আলি আপনার নাম স্বাক্ষর করিলেন, সেই দিন হইতে তিনি রুশিয়ার অধীন হইলেন, সেই দিন হইতেই পারশ্য রাজের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নষ্ট হইল, সেই দিন হইতে পারশ্য রুশ সম্রাটের মুখাপেক্ষী হইল।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ইংরাজে পারশীকে।

আজ প্রায় দুই শত বৎসর অতীত হইল, দুই জন শ্বেতকায় বীরপুরুষ নানা দেশ দেশান্তর পরিভ্রমণ করিয়া ষড়্‌বিংশতিজন

অনুচর সহ পারশ্যে আসিয়া উপস্থিত হন। সুপ্রসিদ্ধ শাহা আব্বাস —ইংরাজি মতে, শাহা আব্বাস দি গ্রেট (Shaha Abbas the Great)—তখন পারশ্যের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত। বৈদেশিক পর্য্যটক দ্বয় পারশ্যে পৌঁছিবার কিছু পূর্ব্বে পারশ্যপতি খোরাশানের যুদ্ধে গমন করেন। এই শ্বেতকায় পর্য্যটকগণের সঙ্গে সাহা আব্বাসের কাজে কাজেই তখনই আর দেখা সাক্ষাৎ হয় না। কিন্তু কাজ্‌ভিণের শাসন কর্ত্তা তাঁহাদিগকে অতি সৌজন্য সহকারে অভ্যর্থনা করেন। শাহা আব্বাস্ খোরাশানের যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলে, ইঁহারা তাঁহার অধীনে কর্ম্ম প্রার্থনা করিলেন। শাহা আব্বাস সাদরে ইঁহাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়া, ইঁহাদিগকে সৈনিক বিভাগে নিযুক্ত করিলেন। ইঁহাদের নাম এন্থনি ও রবার্ট শার্লী; ইঁহারা ইংলণ্ডবাসী। এই ইংরাজে পারশীকে প্রথম আলাপ পরিচয়।

এন্থনী ও রবার্ট সোদর ভ্রাতা ছিলেন। ইহঁাদের শিক্ষায় পারশীক সেনা যুদ্ধ কার্য্যে বিশেষ দক্ষতা লাভ করিল। স্যার রবার্ট পারশ্যের সৈনিক বিভাগেই কাজ করিতে লাগিলেন; স্যার এন্থনি পারশ্যরাজের বিশেষ দৌত্যে নিযুক্ত হইয়া উরূপার রাজন্যবর্গের নিকটে প্রেরিত হইলেন। আধুনিক উরূপার সঙ্গে পারশ্যের এই সর্ব্ব প্রথম রাজনৈতিক আলাপ আত্মীয়তা।

স্যার এন্থনির দৌত্যের প্রথম ফল এই হইল যে, শাহা আব্বাস, এই সময় হইতে ইংরাজ, ফরাসী ও ওলন্দাজদিগকে পারস্য রাজ্যান্তর্গত, গোমব্রুণ নগরে বাণিজ্য-কুঠি নির্ম্মাণ করিবার অধিকার দিলেন। গোমব্রুণ এই হইতে আব্বাস বন্দর নামে সুপ্রসিদ্ধ হইল।

পর্ত্তুগীজ সেনাপতি এলবুকার্ক পারশ্য উপসাগরের তীরে কতিপয় স্থান অধিকার করেন। তন্মধ্যে কেবল মাত্র ওরমজ দ্বীপ আব্বাসের সময়ে পর্ত্তুগীজ অধীনে ছিল। এই দ্বীপটী শাহা আব্বাসের

চক্ষুশূল হইল। তাঁহার রাজ্যের চক্ষুর উপরে এইরূপ বৈদেশীক প্রভুশক্তির অধিষ্ঠান দেখিয়া তিনি বড়ই ক্লেশ পাইতে লাগিলেন; এবং ইংরাজ, ফরাসী ও ওলন্দাজদিগের মধ্যে ঘোর প্রতিযোগীতার উদ্রেক করিয়া ওরমজ দ্বীপ হইতে পর্ত্তুগীজ দিগকে তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন।

এই বিষয়ে ইংরাজগণ শাহা আব্বাসের সহায় হইল। শার্লী গণের আধিপত্যের উপর নির্ভর করিয়া, শাহা আব্বাস একেবারে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এই বিষয়ে ইংরাজদিগের নিকট প্রস্তাব উপ-করিলেন। ইংরাজেরা তাহা অনুমোদন করিল, এবং আব্বাস তাহাদিগকে সর্ব্ব প্রকার আমদানি শুল্ক হইতে মুক্ত করিতে, এবং অপরাপর দেশীয় বণিকদিগের নিকট হইতে যে আমদানী শুল্ক আদায় হইত তাহাদিগকে তাহারও ভাগ দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি যাহারা পর্ত্তুগীজদিগকে ওরমজ হইতে তাড়াইয়া দিতে তাঁহার সহায়তা করিবে, তাহাদিগকে লুণ্ঠনের ও বন্দীগণের অংশ দিতে অঙ্গীকার করিলেন। ইংরাজ-পারশীকে মিলিয়া এই শয়তানি কার্য্যের আয়োজন করিতে লাগিল, এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহায়ে পারশ্য-রাজ নির্দ্দোষী পর্ত্তগীজদিগকে ওরমজ হইতে তাড়াইয়া দিলেন; এবং পারশ্য উপসাগরে অখণ্ড আধিপত্য ভোগ করিবার আশায় ইংরাজ বণিককোম্পানী আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু ইংরাজ বণিকের এ সুখস্বপ্ন শীঘ্রই ভঙ্গ হইল। শাহা আব্বাস তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন না। তাঁহার কৃপা দৃষ্টি, ও উৎসাহ হইতে বঞ্চিত হইয়া আব্বাস-বন্দরের ইংরাজকুঠি দিন দিনই অবনত হইতে লাগিল, এবং অবশেষে স্থানীয় শাসন কর্ত্তার অত্যাচারে উৎপীড়িত ও উত্ত্যক্ত হইয়া ইংরাজগণ আব্বাস-বন্দর হইতে আপনাদিগের কুঠি তুলিয়া দিলেন। ইহার

দুই বৎসর পরে পারশ্য-পতি কুরম্ খাঁ। ইংরাজদিগের উপর কিঞ্চিৎ সদয় হইলেন; এবং তাহারা বুশায়ারে একটী নূতন কুঠি নির্ম্মাণ করিল। কুরম খাঁর জীবদ্দশায় এই স্থানে ইংরাজদিগের কারবার একরূপ ভাল অবস্থাতেই ছিল, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুতে পুনরায় তাহার বড়ই দুরাবস্থা হয়। কিন্তু ইংরাজ সহজে ছাড়িবার লোক নহে। নানা অত্যাচারে অত্যাচারিত হইয়াও ইহারা জলৌকার মত বুশায়ারের মাটী ধরিয়া পড়িয়া রহিল। অবশেষে ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে পারশ্য পতির নিকট হইতে পারশ্যে যথেচ্ছা বাণিজ্য করিতে ইহারা অনুমতি পাইল। ইহার পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত তাহারা এই অধিকার বৃদ্ধি করিতে পারুক আর নাই পারুক, যথাযথ রক্ষা করিয়াছিল, ইহা স্থির নিশ্চিত।

যেমন ভারতের সঙ্গে সেই রূপ পারশ্যের সঙ্গেও ইংবাজের প্রথম সম্বন্ধ ব্যবসা বাণিজ্য লইয়া। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইংরাজগণের পারশ্যের সঙ্গে সম্বন্ধ কেবল বাণিজ্য লইয়াই ছিল। তবে কেবল মাত্র একবার শাহা আব্বাসের সময়ে স্যার এন্থনি শার্লী পারশ্যের রাজদূত নিযুক্ত হইয়া ইংলণ্ডে গমন করেন, এবং তৎপরে শাহা আব্বাসের রাজত্বেই দুই জন ইংরাজ রাজদূত পারশ্যে আসিয়াছিলেন। কিন্তু এতদ্ব্যতীত ইংলণ্ড ও পারশ্যে মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে কোনও রীতিমত রাজনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই।

প্রকৃত পক্ষে বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভেই ইংরাজ পারশীকের রাজনৈতিক সম্বন্ধের আরম্ভ হয়।

বর্ত্তমান ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জেমন শাহা তাঁহার পিতামহ সুপ্রসিদ্ধ মাহাম্মদ শাহা আবদালী প্রতিষ্ঠিত দোরাণী রাজ্যের রাজা ছিলেন। জেমন পিতামহের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত আফ্‌গান প্রভুত্ব বিস্তার করিতে ইচ্ছুক হইলেন। ইংরাজেরা তখন ভারত ক্ষেত্রে একরূপ বদ্ধমূল হইয়াছেন, কিন্তু ভারতের মুসলমান

সম্প্রদায়ের ভয়ে তখনও তাঁহারা সচকিত ও সংত্রস্ত। জেমন শাহা মুসলমান;—দিল্লির সিংহাসনে আবার পাঠানের অধিষ্ঠান হইবে, ভারতক্ষেত্রে আবার "আল্লা হো" ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইবে, কাফের পাদতলস্থ ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায় পুনরায় আপনাদের পূর্ব্ব সৌভাগ্য ও পূর্ব্ব স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইবে,—এক্ল্পনায়, এআশায়, ভারতে চক্ষের পলকে অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইয়া বৃটিশ প্রভুশক্তিকে মুহূর্ত্ত মধ্যে ভস্মসাৎ করিতে পারে,—ইংরাজের প্রাণে তখনও এই ভয় ছিল। ইংরাজ ভারতের দ্বার দেশে, সমগ্র ভারতীয় মুসলমান সমাজের চক্ষের উপরে, দোরাণী সম্রাটের তরবারী আস্ফালন দেখিয়া বিপদ গণিলেন।

বিপদের আশঙ্কাও অল্প ছিল না। জেমন শাহার অভ্যুত্থানে বৃটিশ প্রভুশক্তির শত্রুমণ্ডলী একদৃষ্টে কাবুলের প্রতি চাহিয়া রহিল। উত্তরে অযোধ্যা হইতে, এবং দক্ষিণে মহিশূর হইতে দোরাণী সম্রাটের নিকট নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরিত হইল। কেহ অর্থে, কেহ দৈহিক সামর্থে, কেহ আপনার জীবন দিয়া, কেহ সেনারাশি পাঠাইয়া দোরাণী সম্রাটের সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইল। মুসলমানগণ ধর্ম্মোৎসাহে প্রমত্ত হইয়া যথাসর্ব্বস্ব জেমন শাহার পাদতলে স্থাপন করিতে প্রস্তুত হইল। কেবল তাহাই নহে, হিন্দুগণও আফগান রাজাকে ভারতে আসিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। জয়নগরের রাজা জেমন শাহার ভারতে প্রবেশের দিন হইতে প্রত্যহ তাঁহাকে লক্ষ মুদ্রা দান করিতে অঙ্গীকার করিলেন। এ ভীষণ অগ্নোৎপাতের আয়োজন দেখিয়া যে ইংরাজ ভয় সংত্রস্থ হইবেন, ইহা আর আশ্চায্য কি? ইংরাজের দৌর্ভাগ্যক্রমে এই মহাবিপদের আশঙ্কার উপরে আরো মহত্তর বিপৎপাতের সম্ভাবনা উপস্থিত হইল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর জন্ম কালে সমগ্র সভ্য জগত ভীষণতম বিপ্লবের স্রোত প্রতিঘাতে আমূল আলোড়িত, বিকম্পিত ও বিপর্য্যস্থ হইয়া

গেল; এবং ফরাসী দস্যু নেপোলিয়ানের প্রবল পরাক্রম সমগ্র উরূপা কাঁপাইয়া, ভারতকে পর্য্যন্ত আসিয়া সংত্রস্থ করিয়া তুলিল। যখন কলিকাতার রাজসভায় সংবাদ পৌঁছিল যে, ফরাশী বীর নেপোলিয়ান ভারত আক্রমণের জন্য পারশ্য রাজের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হইবার আয়োজন করিতেছেন, তখন ইংরাজের প্রাণ একেবারে শুষ্ক হইয়াগেল। ইংরাজ তখন অনন্যোপায় হইয়া পারশ্যপতির বন্ধুত্ব লাভের জন্য ব্যগ্র হইলেন, এবং কাল বিলম্ব না করিয়া কাপ্তান ম্যাল্‌কল্‌ম্‌কে (পরে ইনি স্যার উপাধি প্রাপ্ত হন) এই উদ্দেশ্যে পারশ্যে প্রেরণ করিলেন।

কাপ্তান ম্যালকল্‌ম্‌কে পারশ্যে প্রেরণ করিবার দুইটী উদ্দেশ্য ছিলঃ— (১) দোরাণী সম্রাট জেমন সাহার বিরুদ্ধে ইংরাজ পারশীকে সন্ধিবদ্ধ হইয়া, জেমন শাহা ভারতের দিকে অগ্রসর হইলেই, তাঁহার পশ্চাৎদিকে পারশ্যপতি আফগান রাজ্যাভিমুখে অগ্রসর হইবেন, তাঁহার সঙ্গে এই বন্দোবস্ত করা; (২) ফরাশীদের সঙ্গে যাহাতে পারশ্যপতির কোনও সন্ধি স্থাপিত না হয়,তাহার আয়োজন করা। ইংরাজের এই উভয় উদ্দেশ্যই সফল হইল। ম্যাল্‌কল্‌ম্‌ পারশ্যে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই পারশ্য-সম্রাট ফতেআলি খোরাশান আক্রমণ করিয়া জেমন শাহাকে ভারত সীমান্ত হইতে হিরাটের দিকে লইয়া যান। সুতরাং ম্যাল্‌কল্‌ম্‌ পারশ্যে পৌঁছিবার পুর্ব্বেই আফগান পারশ্যে বিবাদ বাধে। এই বিষয়ে তাঁহার সৌভাগ্য ক্রমে তিনি বিনা পরিশ্রমেই কৃতকার্য্য হইলেন।

দ্বিতীয় বিষয়টী সম্বন্ধেও ম্যাল্‌কল্‌ম্‌ সফল প্রযত্ন হয়েন। আর কিছুতে লোককে বশ করিতে না পারিলেও ইংরাজ অর্থের দ্বারা বশ করিতে বিলক্ষণ জানেন, কাপ্তেন ম্যাল্‌কল্‌ম্‌কে পারশ্যে পাঠাইবার সময় গবর্ণর জেনের‍্যাল লার্ড ওয়েলেস্‌লী দুই উপায়ে পারশ্যের বন্ধুতা লাভ করিবার চেষ্টা করিতে তাঁহাকে অনুমতি দিয়া-

ছিলেন ;—(১) তিন বৎসরের জন্য বার্ষিক তিন লক্ষ কি চারি লক্ষ টাকা দিয়া শাহার বন্ধুত্ব ক্রয় করিতে তিনি অনুমতি প্রাপ্ত হন, (২) তাহা না হইলে মুক্তহস্তে রাজা এবং রাজমন্ত্রীদিগকে উপঢৌকন দিয়া, উৎকোচ দ্বারা তাহাদিগকে বশ করিবার চেষ্টা করিতে আদিষ্ট হন। ম্যালকল্‌ম্‌ দ্বিতীয় উপায় অবলম্বন করিলেন। চারিদিকে বালুকা রাশির মত অর্থরাশি ছড়াইতে লাগিলেন। রাজা রাজমন্ত্রী সকলে অর্থলোভে মোহিত হইয়া গেলেন। ইরাণে ইংলণ্ডের নাম খ্যাতাপন্ন হইল। ম্যালকল্‌ম্‌ স্বয়ংই তাঁহার প্রদত্ত এই উৎকোচের হিসাব দেখিয়া ভীত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই অর্থ ব্যয়ে তাঁহার ও ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হইল। ১৮০০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে কাপ্তান ম্যালকল্‌ম্‌ ভারতের গর্ণমেণ্টকে জানাইলেন যে তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে।

এই সন্ধিপত্র দ্বারা পারশ্য-রাজ, আফগান-রাজ পুনরায় ভারত আক্রমণের আয়োজন করিলে, তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া ছারখার করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। অপর দিকে ফরাশীদিগের সঙ্গে কোনও প্রকার সদ্ভাব বা সম্বন্ধ রাখিবেন না, তাঁহার রাজ্যের সীমাভ্যন্তরে ফরাশীদিগকে প্রবেশ করিতে দিবেন না, প্রবেশ করিলে তাহাদিগকে নিপীড়িত ও দণ্ডিত করিয়া সমূলে বিনাশ করিবেন, এমন কি তাঁহার প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণকে পর্য্যন্ত ফরাশীদিগের উচ্ছেদ সাধনে বৃত করিবেন, ইহাও অঙ্গীকার করিলেন। এক জাতি স্বার্থে অন্ধ হইয়া, আর এক জাতিকে কতঘৃণা ও বিদ্বেষ করিতে পারে, ম্যালকল্‌মের এই ইংরাজ-পারশ্যের সন্ধিপত্র তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থল। *

ম্যালকলম-রচিত ইংরাজ-পারশীকের সন্ধিপত্রের বীভৎসভাব।

* History of the War in Afganistan, by John William Kaye Chapter I.

দেখিয়া কেবল ফরাশীগণ নহে, কিন্তু উদার চেতা ইংরাজগণ পর্য্যন্ত ঘৃণায় ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়াছেন। এক জন ইংরাজ রাজনীতিক ইহাকে ভারতীয় ইংরাজ রাজনীতির অনন্তকাল স্থায়ী কলঙ্ক বলিয়া ব্যাখ্যাত করিয়া গিয়াছেন। * কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, কার্য্যতঃ এই সন্ধি-পত্রের মর্ম্মানুযায়ী কোনও বীভৎস কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় নাই, এবং পারশ্য-পতি যখনই সুযোগ পাইয়াছেন তখনই অবলীলাক্রমে তাহার বিভিন্ন সর্ত্ত সমূহ ভঙ্গ করিতেও ক্রুটী করেন নাই।

ইংরাজেরা বলেন,—এবং ম্যাল্‌কল্‌ম স্বয়ংও তাহার উল্লেখ করিয়াছেন—যে, তাঁহার পারশ্য যাত্রার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ রূপে সংসিদ্ধ হইয়াছিল। তখন আগা মাহাম্মদ খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ফতে আলী খাঁ পারশ্যের সিংহাসনারূঢ়; ফতে আলীর সঙ্গে ইংরাজের বিশেষ বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল। ফতে আলী এরূপ প্রবল পরাক্রান্ত বন্ধু পাইয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতে লাগিলেন। ইংরাজগণও ফরাশী আধিপত্য হইতে পারশ্যকে সংরক্ষণ করিবার উপায় করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু স্বার্থের সম্বন্ধ আর বালির বাঁধ কয়দিন টিকিতে পারে? ইংরাজ-পারশ্যের বন্ধুত্বও অধিক দিন স্থায়ী হইল না।

কি কি অবস্থাধীন রুশ সম্রাট ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে পারশ্যের পশ্চিম সীমাবর্ত্তী জর্জ্জিয়া প্রদেশ স্বাধিকারভুক্ত করিতে অগ্রসর হন, তাহা পূর্ব্ব অধ্যায়ে সবিস্তারে বিবৃত হইয়াছে। এই উপলক্ষে রুশ-পারশ্যে বিবাদ বাধিয়া উঠিলে, পারশ্যপতি রুশের বিরুদ্ধে ইংরাজের নিকট সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন। ইংরাজ তখন নেপোলিয়ানের উন্নীরমান প্রভুত্বের ভয়ে কম্পান্বিত। আজ যেমন রুশ-

* "These proceedings have been severely censured by French writers and even English politicians have declared them to be "an eternal disgrace to our Indian policy."
—Kaye's Afganistan p. 10, Vol. 1.

ভীতি ইংরাজের ভীষণতম রাজনৈতিক রোগ, সেই সময়ে ফরাশী-ভীতি তেমনি ইংরাজের প্রধান রাজনৈতিক রোগ ছিল। ফলতঃ নেপোলিয়ান যে দিন হইতে মিশরের ভূমে পাদ ক্ষেপ করেন, সেই দিন হইতেই ইংরাজের মনে ফরাশী-পতির ভারতাক্রমণের আশঙ্কা নিরতিশয় বলবতী হইয়া উঠে। কিন্তু কেবল ইংরাজ নহে, সমগ্র উরূপা সমাজ ফরাশী দস্যু নেপোলিয়ানের ভয়ে জড়ীভূত। নেপোলিয়ানকে দমন করিবার জন্য রুশ-ইংরাজে তখন সখ্যবদ্ধ। সুতরাং বৃহত্তর স্বার্থের মুখ চাহিয়া ইংরাজ ক্ষুদ্রতর স্বার্থে অবলীলাক্রমে জলাঞ্জলি প্রদান করিলেন। ফতে আলীর আবেদনের উত্তরে ইংরাজ তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি ম্যাল্‌কলম্‌ রচিত সন্ধি পত্রের যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার প্রকৃত মর্ম্ম তাহা নহে। পারশ্যকে কেবল ফরাশী আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতেই ইংরাজ প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, রুশ-পারশ্যে যুদ্ধ বাধিলে সেই যুদ্ধে রুশের বিরুদ্ধে পারশ্যের পৃষ্ঠপূরণ করিতে নহে। *

সরল ফতে আলী তখন ইংরাজের কুটীল রাজনীতির কুটীলতা উপলব্ধি করিতে পারিয়া ফরাশীদের উপর চক্ষু ফেলিলেন। ফরাশী ও পারশীকের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের কথা বার্ত্তা চলিতে লাগিল; এবং এক খণ্ড সন্ধিপত্রের মুসবিদা পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইল। নেপোলিয়ানের প্রাণে তখনও ভারত জয় করিয়া ইংরাজের ক্ষমতা খর্ব্ব করিবার আশা নিরতিশয় বলবতী; সুতরাং পারশ্যের অবারিত বন্ধুত্ব পাইয়া তিনি উৎসাহে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। প্রস্তাবিত সন্ধি দ্বারা রুশের নিকট হইতে পারশ্য রাজের অপহৃত প্রদেশ সমূহ পুনঃ গ্রহণ করিয়া পারশ্যপতিকে প্রদান করিতে এবং ফরাশী দেশীয় যুদ্ধ-বিদ্যা-বিশারদ সেনাপতিগণ দ্বারা পারশীক সৈন্য সামন্তের সুশিক্ষা

* England and Russia in Central Asia By D. C. Boulger Chap. V. Vol II.

বিধান করিতে নেপোলিয়ান প্রতিশ্রুত হইলেন। পারশ্যপতিও ইংলণ্ডের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার চেষ্টায় নেপোলিয়ানের সহায় হইবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। কিন্তু ইংলণ্ডের প্রতি ভাগ্য দেবী তখন অতিশয় সুপ্রসন্ন; ফরাশী ও পারশ্যের মধ্যে এই সন্ধিপত্র নিয়মিত মত স্বাক্ষরিত হইবার পূর্ব্বেই, তিলসিটের সন্ধিদ্বারা রুশ ফরাশীসে সৌহার্দ্দ সংস্থাপিত হইল। সুতরাং পারশ্যপতি রুশের বিরুদ্ধে আর ফরাশীদের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হইতে পারিলেন না।

এদিকে ইংরাজের নিকট হইতে প্রত্যাশিত সাহায্য না পাইয়া যে দিন ফতে আলী ফরাশীদের প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, সেই দিন হইতেই ইংরাজের প্রাণেও বিষম আতঙ্ক উপস্থিত হইল। পশ্চিমে লণ্ডনের মন্ত্রী-সমাজ, এবং পূর্ব্বে কলিকাতার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধিগণ যুগপৎ ফরাশী ও পারশ্যের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপনের সম্ভাবনা দেখিয়া ভয় সংত্রস্থ হইয়া উঠিলেন। লণ্ডনে এবং কলিকাতায় 'ত্রাহী' 'ত্রাহী' রব উঠিল। বিলাত হইতে স্যার হার ফোর্ড জোন্স, এবং কলিকাতা হইতে স্যার জন ম্যাল্‌কলম্ প্রায় এক সময়েই পারশ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। দুই দিক হইতে এক সময়ে এই দুই গবর্ণমেণ্টের দুই জন রাজদূত পারশ্য রাজধানী যাত্রা করিয়া, এবং অবশেষে একে অন্যের সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মত ও বিরুদ্ধ ভাব প্রকাশ করিয়া উভয় গবর্ণমেণ্টকেই পারশীকদিগের বিশেষ উপহাসাস্পদ করিয়া তুলিলেন। *

স্যার জন্ ম্যালকলমের দ্বিতীয় বার পারশ্য যাত্রার পূর্ব্বেই কলিকাতায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধিগণ স্যার হার ফোর্ড জোন্‌সের বিলাত হইতে পারশ্যে আসিবার সংবাদ পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা তখন ফরাশীদের ভয়ে এত ভীত ও বাহ্যজ্ঞান হারা

* England and Russia in Central Asia By D. C. Boulger. p 201, Chap. V. Vol II.

হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, কি জানি স্যার হার ফোর্ড জোন্‌সের পারশ্য রাজধানী তিহারণে পৌঁছিতে কিছু কাল বিলম্ব ঘটে, এই আশঙ্কায় দ্রুতগতিতে ম্যালকলমকে পারশ্যে পাঠাইয়া দিলেন। তবে তাঁহাকে এই কথাও বলিয়া দিলেন যে, স্যার হার ফোর্ড জোন্‌স তাঁহার পূর্ব্বে বোম্বাই পৌঁছিলে, ম্যালকলম পারশ্যে না গিয়া ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের দূতস্বরূপ বাগ্দাদে গমন করিবেন, এবং তথায় আরব দেশের সর্দ্দার ও রাজন্য বর্গের সঙ্গে ইংরাজের সন্ধি ও সখ্য স্থাপন করিবার চেষ্টা দেখিবেন। কিন্তু স্যার হার ফোর্ড বোম্বাই পৌঁছিবার পূর্ব্বে যদি স্যার জন ম্যালকলম বোম্বাই পৌঁছেন, তবে তিনি তৎক্ষণাৎ পারশ্য যাত্রা করিবেন। *

ম্যালকলম বোম্বাই পৌঁছিয়া দেখিলেন স্যার হার ফোর্ড তখনও তথায় আসেন নাই। ম্যালকলমের তাহাতে বড়ই আহ্লাদ হইল; এবং তিনি দ্রুত বেগে বোম্বাই পরিত্যাগ করিয়া পারশ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু স্যার হার ফোর্ড জোন্‌স সম্বন্ধে ম্যালকলম তখনও নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। স্যার হার ফোর্ড জোনসের প্রতি ম্যালকলমের গুরুতর ঈর্ষাভাবের উদ্রেক হইল। ম্যালকলম বোম্বাই হইতে, তিনি কি প্রণালীতে কার্য্য করিবেন, তাহা কলিকাতায় লিখিয়া পাঠাইলেন; এবং সঙ্গে সঙ্গে স্যার হারফোর্ড জোনসের দৌত্য কিছু কালের জন্য স্থগিত রাখিতেও কলিকাতার গবর্ণর জেনেরালকে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। এই পত্রে ম্যালকলম লিখিয়াছিলেন যে, স্যার হারফোর্ড জোন্‌সের চরিত্র সম্বন্ধে তিনি যাহা জানেন, এবং পারশ্যক্ষেত্রে আর একবার স্যার হারফোর্ড জোন্‌স যেরূপ নিতান্ত সামান্য বিষয়ে সক্রুতা করেন, তৎসম্বন্ধে তাঁহার যতটুকু অভিজ্ঞতা আছে, তাহা হইতে তাঁহার এই স্থির ধারণা যে স্যার হার ফোর্ডের

* Boulger's England and Russia in Central Asia. p. 201, Chap. V. Vol II.

সঙ্গে একত্রে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করা তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসাধ্য হইবে। বিশেষতঃ স্যার হার ফোর্ডকে স্থানীয় লোকেরা এতটুকু সম্মান ও আদর করে না, যাহাতে নাকি তিনি ইংরাজ জাতির রাজ প্রতিনিধি নিযুক্ত হইতে পারেন। *

ইহা হইতেই ম্যালকলম সাহেবের প্রকৃত চরিত্রের আভাস পাওয়া যায়। এইরূপ ঈর্ষাভাব দ্বারা প্রণোদিত হইয়া ম্যাল কল-মের স্যার হারফোর্ডের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করা স্বভাবতঃই অসম্ভব হইত। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ম্যালকলমের দৌত্যের ফলা-ফল দর্শনের অপেক্ষায় স্যার হার ফোর্ড বোম্বাই নগরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

ম্যালকল ম্ বুশায়ারে পৌঁছিয়া মান্দ্রাজের তদানিন্তন শাসন কর্ত্তা স্যার জর্জ্জ বারলোকে যে চিঠি লিখেন, তাহা হইতে তাঁহার কার্য্য প্রণালির ও মনোগত ভাবের বিলক্ষণ আভাস পাওয়া যায়। পারশ্য-রাজ্যে পাদক্ষেপ করিয়াই ম্যালকলম্ লিখিলেন ;—"আমি যে কেবল এস্থানের সকলের নিকট হইতে অসাধারণ আদর ও অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছি তাহা নহে। কিন্তু শুনিতে পাইলাম আমার আগ-মন বার্ত্তায় রাজদরবারেও বিশেষ আনন্দ প্রকাশিত হইয়াছে। ফরাশী-গণ অনেকটা অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে, এবং তাহাতেই আমাকে অতি শীঘ্রই যাহা হয় একটা স্থির করিতে হইবে। আমার সম্পূর্ণরূপে জয়ী হইবারই সম্ভাবনা আছে। সে যাহাই হউক না কেন,আমি শীঘ্রই পারশ্যের মনেরভাব কিরূপ তাহা বিলক্ষণ জানিতে পারিব, এবং তখন কি করিতে হইবে, তাহাও আমি বিশেষরূপে জানি। আমি যদিও পারশ্য রাজদরবারকে তাঁহাদের এই অলীক কল্পনা হইতে জাগ্রত করিতে না পারি ; অন্ততঃ তাঁহাদের নূতন বন্ধুদিগের ঈর্ষা

* Mss Correspondence of Sir John Malcolm.—Kaye's Afganistan.

ভাব উদ্রেক করিতে পারিবই পারিব। আমি আগামী কল্য কাপ্তান পেশ্লীকে রাজ-দরবারে প্রেরণ করিব। প্রকাশ্যতঃ তিনি আমার পত্র লইয়াই শাহার নিকট যাইবেন; কিন্তু আমি তাঁহাকে গোপনে উপদেশ দিয়াছি। তিনি আমার প্রদর্শিত প্রণালীতে কার্য্য করিয়া অনেক গুরুতর বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারিবেন। ফরাশীর সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হইলে পারশ্যের কি কি বিপৎপাতের সম্ভাবনা আছে, আমি বিশদরূপে তাহা আমার পত্রে উল্লেখ করিয়াছি।"*

ম্যালকলমের সুখ স্বপ্ন শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি ফরাশীর আধিপত্যকে যত দূর ক্ষীণ মনে করিয়াছিলেন, প্রকৃত পক্ষে তাহা তত ক্ষীণ ছিল না। ম্যালকলম্ অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া আপনার দুর্ব্বুদ্ধিতে আপনার অভীষ্ট সিদ্ধির পথে আপনিই প্রথমাবধি কণ্টক নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পারশ্য-পতিকে তিনি ফরাশী রাজদূতকে বিদায় দিতে সগর্ব্বে আদেশ করিয়া তাঁহার ক্রোধ ও বিদ্বেষ উদ্দীপ্ত করিলেন। তিনি পারশ্যপতিকে ভয় দেখাইয়া বশীভূত করিতে গিয়া আপনি আপনার অভীষ্ট সিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মাইলেন। ভারত তখন ইংরাজ পদানত, ভারতে ম্যালকলমের-প্রতাপ বিলক্ষণ ছিল। ম্যালকলম ভাবিলেন,—পারশ্যেও তাঁহার আজ্ঞা অবনত মস্তকে সকলে প্রতিপালন করিবে। কিন্তু পরাধীন ভারতে আর স্বাধীন পারশ্যে অনেক প্রভেদ। ম্যালকলমের সকল আশা বিনষ্ট হইয়া গেল।

কাপ্তান পেশ্লীর হাতে ম্যালকলম্ পারশ্যপতির নিকট যে পত্র প্রেরণ করেন, ফতেআলী শাহা তাহা অগ্রাহ্য করিলেন, এবং ম্যালকলমকে শিরাজনগরে আটকাইয়া রাখিয়া নিম্ন শ্রেণীর রাজ কর্ম্মচারী

* Mss Correspondence of Sir John Malcolm—Kaye's Afganistan.

গণের সঙ্গে ইংরাজ-পারস্তের সন্ধি সম্বন্ধে সমুদায় কথাবার্ত্তা ঠিক করিতে আদেশ করিলেন। ম্যালকলমের উপযুক্ত শাস্তি হইল। তিনি ফরাশীসকে তর্জ্জনী চালনে পারস্থ হইতে দূরীভূত করিবেন বলিয়া মনে মনে বড়ই গৌরব করিতে ছিলেন, কিন্তু ফরাশী ও রুশীয় রাজদূত রাজধানীতে, রাজ দরবারে, রাজার সমক্ষে সমাদরে বাস করিতে লাগিলেন, কিন্তু ম্যালকলম্ রাজধানীর নিকটে পর্য্যন্ত যাইতে পারিলেন না। রাজসরকারের নিম্নতম কর্ম্মচারীগণের সঙ্গে তাঁহাকে সমুদায় বিষয়ের কথাবার্ত্তা চালাইতে হইল। ম্যালকলম্ বুদ্ধিযুদ্ধে পরাজিত, অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হইয়া কাপ্তান পেস্লীর হস্তে সমুদায় কার্য্যভার ন্যস্ত করিয়া কলিকাতা প্রত্যাগমন করিলেন। কাপ্তান পেস্লী কিছুকাল পারস্থে থাকিয়া আরো সমধিক অপমানিত হইলেন; 'এবং বন্দী হইবার ভয়ে রাতারাতি করিয়া পারস্থ সীমান্ত পরিত্যাগ করিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন।

অপদস্থ, অকৃতকার্য্য, ও ভগ্ন-প্রাণ হইয়া ম্যালকলম্ পারস্থ পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু তিনি যে স্যার হার ফোর্ড জোন্সের কার্য্যক্ষমতা সম্বন্ধে ঘৃণার সহিত কলিকাতার গবর্ণর জেনের‍্যালের পত্রে নানা কথা লিখিয়াছিলেন, সেই হার ফোর্ড জোন্স পারশ্যে গমন করিয়া ইংরাজের অভিষ্ট সিদ্ধি করিয়া আসিলেন। এদিকে স্যার জন কলিকাতা প্রত্যাগমন করিয়াই পারশ্যের সঙ্গে ইংরাজগবর্ণমেণ্টের যুদ্ধ বাধাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। পারশীকের হস্তে ইংরাজের অপমান! কি ধৃষ্টতা! ম্যালকলম্ বলিলেন এই ধৃষ্টতার জন্য পারশ্যকে দণ্ডিত করা কর্ত্তব্য; এবং তজ্জন্য অনতিবিলম্বে ইংরাজ সেনার আরাক্ দ্বীপ অধিকার করা উচিত। আরাকে ইংরাজের জয়পতাকা উড্ডীন হইলে, হয় পারশ্যের সঙ্গে নিজের কোর্ট্ বজায় রাখিয়া ইংরাজ সন্ধির প্রস্তাব করিতে পারিবেন; আর না হয় বেগতিক দেখিলে, তথা হইতে বিশেষ সুবিধা সহ পারশ্যের সঙ্গে যুদ্ধে

প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন। তখন আর্ল অব্ মিণ্টো ভারতের গবর্ণর জেনেরাল। তিনি স্যার জন ম্যালকলমের প্রস্তাবের সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলেন। কিন্তু স্যার হার ফোর্ড জোন্‌সের আগমনে লর্ড মিণ্টো ও স্যারজন্ ম্যালকলমের এই দুরভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত হইল না। ম্যালকলমের পারশ্য পরিত্যাগ করিয়া আসিবার কিছুদিন পরেই স্যার হার ফোর্ড তিহারণ যাত্রা করিলেন। *

শুভক্ষণে স্যার হার ফোর্ড জোন্‌স পারশ্য যাত্রা করিলেন। স্যার হার ফোর্ড পারশ্যে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই টিলশীটের সন্ধিদ্বারা রুশ ফরাশীসে বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল। পারশ্যের বহুদিনের পোষিত সুখ-আশা তাহাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। পারশ্য ফরাশী সহায়ে রুশের নিকট হইতে তাহার হৃতপ্রদেশ সমূহ পুনঃ প্রাপ্তির আশা হইতে বঞ্চিত হইল। ফরাশী রুশের বন্ধু হইল। রুশ পারশ্যের চিরশত্রু; শত্রুর সঙ্গে যাহার সৌহার্দ্দ স্থাপিত হইল, পারশ্য তাহার সঙ্গে আর বন্ধুতা রক্ষা করিতে পারিল না। ম্যালকলমের পারশ্য প্রবেশ কালে শাহার দরবারে ফরাশী আধিপত্য সর্ব্বাধিক ছিল, স্যার হার ফোর্ড জোন্‌সের পারশ্যে প্রবেশের দিনে ফতেআলীর রাজসভায় ফরাশীর আধিপত্য একেবারে নির্ম্মূল হইয়া গেল। স্যার হার ফোর্ড স্বাভিষ্ট লাভে সহজেই কৃতকার্য্য হইলেন; এবং ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ পারশ্যে নূতন সন্ধি সংস্থাপিত হইল। এই সন্ধি দ্বারা সমুদায় উরূপীয় জাতির সঙ্গে শাহা পারশ্যের পূর্ব্বকার সন্ধি পত্রাদি বর্জ্জন করিলেন, এবং তাঁহার রাজ্যের মধ্য দিয়া কোনও উরূপীয় রাজার সেনার যাতায়াত বন্ধ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ইংরাজেরাও, পারশ্যের সঙ্গে কোনও উরূপীয় রাজার যুদ্ধ বাধিলে

---

* England and Russia in Central Asia by D. C. Boulger p. 203, Chap. V. Vol. II.

পারশ্যরাজকে অর্থ ও সৈন্য সামন্ত দিয়া সাহায্য করিতে অঙ্গীকার করিলেন।*

স্যার হার্ ফোর্ড জোন্সের কার্য্যসিদ্ধি হইল দেখিয়া ভারতীয় ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট মহা মুস্কিলে পড়িলেন। স্যার হার ফোর্ড অকৃত-কার্য্য হইলে ইঁহারা যত না দুঃখিত হইতেন, তাঁহার কার্য্য সিদ্ধি দেখিয়া তদপেক্ষা অধিক দুঃখিত ও চিন্তিত হইলেন। ম্যালকলমের প্রাণে তাহাতে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। ম্যালকলম্ স্যার হার ফোর্ডকে নিরতিশয় ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। ম্যালকলমের ধারণা ছিল তিনি স্বয়ং যে কার্য্য সিদ্ধি করিতে পারেন নাই, স্যার হার ফোর্ড কোনও মতেই তাহা সিদ্ধ করিতে পারিবেন না। ম্যালকলমের সাধের বিশ্বাস ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইল দেখিয়া তাঁহার প্রাণে বড় বিষম বাজিল। ম্যালকলমের স্যার হার ফোর্ডের প্রতি বিদ্বেষ ভাবের আরো বিশেষ কারণ ছিল। তিনি পারশ্য হইতে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়া আসিয়া প্রকৃত ব্রীটন সন্তানের ন্যায় পারশ্যের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার অধীনে একদল পরাক্রান্ত সেনা স্থাপন করিয়া লার্ড মিণ্টো ম্যালকলমকে কলিকাতা হইতে পারশ্যে প্রেরণ পর্য্যন্ত করেন। ম্যালকলম উৎসাহ সহকারে বঙ্গোপসাগর বাহিয়া বোম্বাই আসিয়া এই সেনাদলের অধিনায়কতা-গ্রহণ করিয়া পারশ্য যাত্রা করিবার আয়োজন করিতেছিলেন। কিন্তু এমন সময়ে তিনি পারশ্য যাত্রা হইতে নিবৃত্ত হইতে আদিষ্ট হইলেন; এবং স্যার হার ফোর্ড জোন্স তিহারাণ যাত্রা করিলেন। ম্যালকলমের মনোভিলাষ পূর্ণ হইল না। এবং স্যার হার ফোর্ড তাহার গৌন কারণ। ইহার প্রতি ম্যালকলমের পূর্ব্ব বিদ্বেষভাব চতুর্গুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। লার্ড মিণ্টোরও স্যার হার ফোর্ড জোন্সের

* Boulger's England and Russia in Central Asia. p. 204, Chap. V. Vol. II.

প্রতি সদ্ভাব ছিল না। কাজে কাজেই ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি ম্যালকলম যে স্থানে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়া আসিয়াছিলেন, সেস্থানে ইংলণ্ডের প্রতিনিধি স্যার হার ফোর্ড জোন্‌স এরূপ ভাবে সমাদৃত হইয়া আপনার অভিষ্ট সিদ্ধি করিতে পারিলেন,—এ দৃশ্যে ভারতীয় ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের চক্ষে বড়ই যাতনা হইল। তাঁহারা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ইংলণ্ডের মান রক্ষা তো হইল; কিন্তু ভারতীয় ইংরাজ গবর্ণমেণ্টে যে পারশীকের চক্ষে হীন ও অপদস্থ হইল, তাহার কি? ভারতীয় ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট স্যার হার ফোর্ড জোন্‌সকৃত সন্ধিপত্র পূর্ণ মাত্রায় বজায় রাখিয়া ও তাহা হইতে যতটুকু উপকার পাওয়া সম্ভব তাহা পূর্ণ মাত্রায় লাভ করিয়া, স্যার হার ফোর্ড জোন্‌সকে অপদস্থ ও অবমানিত করিবার চেষ্টা করিয়া আপনাদিগকে জগৎসমক্ষে উপহাসাস্পদ করিয়া তুলিলেন।*

লর্ড মিণ্টো ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এই সন্ধিপত্র গ্রহণ করিলেন; কিন্তু স্যার হার ফোর্ড জোন্‌সকে পারশ্য হইতে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ করিলেন; এবং স্যার হার ফোর্ডের পদে স্যার জন ম্যালকলমকে নিযুক্ত করিয়া, তাঁহাকে তৃতীয় বার পারশ্যে প্রেরণ করিলেন।

কিন্তু লর্ড মিণ্টো এবং তাঁহার সহযোগীগণের উদ্দেশ্য সফল হইল না। ভারত হইতে লর্ড মিণ্টো স্যার হার ফোর্ডকে পারশ্য ত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন, অপর দিকে ইংলণ্ড হইতে ইংরাজ মন্ত্রীসমাজ স্যার গোর আউস্‌লীকে স্যার হার ফোর্ড জোন্‌সের পদে নিযুক্ত করিয়া, স্যার গোরের তিহারাণে পৌঁছা পর্য্যন্ত স্যার হার ফোর্ডকে তথায় ইংরাজ রাজ দূতের পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে অনু-

* Kaye's History of the War in Afganistan. Chapter IV Vol. I.

মতি দিলেন। সুতরাং পারস্যে এক সময়ে দুই জন ইংরাজ রাজদূতের অধিষ্ঠান হইল।

ম্যালকল্মের জোন্সের প্রতি সদ্ব্যবহার করা কতদূর সাধ্যায়ত্ত, ইতি পূর্ব্বেই তাহার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। বরং ইঁহারা দুই জনে যে পরস্পরের প্রতি অতি নীচ ও অভদ্রোচিত ব্যবহার করিয়া একে অন্যকে অপদস্থ ও অপমানিত করিবার চেষ্টা করিবেন ইহাই একরূপ জানা ছিল। পারশীকগণ ইংরাজ দূত দ্বয়ের পরস্পরের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার দেখিয়া বিশেষ আমোদিত হইতে লাগিল; এবং শাহা স্বয়ংই জোন্সের সাক্ষাতে ম্যাল্কল্মের ও ম্যাল্কলমের সাক্ষাতে জোন্সের অবমাননা করিয়া উভয়ের মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। †

অল্পদিন মধ্যেই জোন্স সাহেব ইংরাজ পারশীকের মধ্যে যে সন্ধিপত্র রচনা করিয়াছিলেন, তাহার অংশ বিশেষ পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্জ্জন করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল। স্যার গোর আউস্লী ১৮১২ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্বকার সন্ধি পত্র সংশোধিত করিয়া একখানি সন্ধিপত্র বিলাতের মন্ত্রী সমাজের নিকট পরিদর্শনার্থ প্রেরণ করেন। এই সন্ধি পত্র পাইয়া ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের মন্ত্রী সমাজ এইচ, ইলিস্ সাহেবকে ইহার যথাযথ সংশোধন করিবার জন্য ইংলণ্ড হইতে পারস্যে প্রেরণ করেন। তখন ইংরাজ পারশীকে আর একটী নূতন সন্ধি পত্র লিখিত ও গৃহীত হইল।

---

† "Such indeed was the feeling between the two diplomatists and as little was it disguised, that the Shah, perceiving plainly the true state of the case, abused Malcolm before Jones, and Jones before Malcolm, as the best means in his opinion, of ingratiating himself with them both.

—Kaye's Afganistan Vol. I, Chap. IV.

পূর্ব্ব সন্ধিপত্রে পারশীকের সঙ্গে কোনও উরূপীয় রাজার যুদ্ধ বাধিলে ইংরাজ অর্থ প্রভৃতি দ্বারা সাহায্য করিবেন, ইহা লিখিত ছিল। পারশ্য স্বয়ং আগে বাড়িয়া তুরস্ক বা রুশের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, ইংরাজ তাঁহার সাহায্য করিবেন না এই সন্ধিপত্রে, ইহা স্থির হইল। পারশ্য-পতি তাঁহার রাজ্যের মধ্য দিয়া যাহাতে কোনও উরূপীয় সৈন্য সামন্ত পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইতে না পারে, সে বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে অঙ্গীকার করিলেন। এই সময় হইতে ইংলণ্ডের এবং রুশের পক্ষে একজন রাজদূত পারশ্যপতির দরবারে অবস্থান করিতে লাগি-লেন। * এই সময় হইতেই পারশ্য রাজ দরবারে সিংহ ভল্লুকের প্রতিযোগীতা আরম্ভ হইল।

১৮২৬ খৃষ্টাব্দে রুশ-পারশীকে পুনরায় মহাসমর বাধিয়া উঠিল। এই যুদ্ধের কারণ ও স্থূল স্থূল বিবরণাদি পূর্ব্ব অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। রুশের সঙ্গে বিবাদ বাধিলে পারশ্যপতি, ইলিস সাহেব-রচিত সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে ইংরাজের সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন। যেমন ১৮০৫ অব্দের রুশ-পারশ্য যুদ্ধে, তেমনি এবারও ইংরাজ-রাজ তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন না। পারশ্য-পতি ইংরাজের সাহায্য পাই-লেন না। তাঁহার সেনা দল রুশীয় সৈন্যের দ্বারা বার বার পরাজিত হইতে লাগিল। অবশেষে পারশ্য হতাশ হইয়া, তুর্কিমাঞ্চের সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া, তাহার অতি সুন্দর ও অতি প্রধান দুইটী প্রদেশ রুশি-য়াকে দান করিয়া অব্যাহতি পাইল। ইংরাজ আপনার স্বার্থ দেখি-লেন; কিন্তু যাঁহার সঙ্গে পবিত্র সন্ধিসূত্রে বদ্ধ হইয়া মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার স্বার্থের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। করিবেনই বা কেমন করিয়া? ইংরাজ ধার্ম্মিক, সত্য পরায়ণ, ন্যায়-পথাবলম্বী! কিন্তু যুদ্ধের যখন অবসান হইল, পারশ্য যখন রুশের

* History of Persia from the beginning of the Nineteenth Century to 1858, by R. G. Watson.

বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইল, তখন ইংরাজেরও চেতনা হইল। ইংরাজ তখন দেখিলেন, যাহা ভাবিয়াছিলেন, এ তাহা নয়। পারস্যের দিকে অগ্রসর হইয়া, রুশ ক্রমে আফগানিস্থানের মধ্য দিয়া, ভারতের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে। বিশেষতঃ রুশ পারস্যে যোগ বড় সহজ কথা নহে। ইংরাজ আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিলেন। পারস্যের সঙ্গে ঘনিষ্টতা বাড়াইবার জন্য অগ্রসর হইলেন। আর তাহা যদি নাই হয়, তবে আত্ম-রক্ষার চিন্তায় আফগান-রাজকে পারস্যের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইবার জন্য তাঁহার সঙ্গেও ঘনিষ্টতা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু ইংরাজ পারশীকের মধ্যে আর পূর্ণ সদ্ভাব সংস্থাপিত হইল না।

সপ্তম অধ্যায়।

পারশ্য-ক্ষেত্রে রুশ ও ইংরাজ।

১৮১৪ খৃঃ অব্দ হইতে পারস্যে এক জন ইংরাজ ও এক জন রুশীয় রাজদূত নিয়মিত মত বাস করিতে আরম্ভ করেন। কিছু দিন পর্য্যন্ত ইঁহারা উভয়ে বিশেষ সৌহার্দ্দ রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু অল্প কাল মধ্যেই উভয় রাজ্যের রাজদূতগণের মধ্যে ভয়ানক প্রতিদ্বন্দ্বীতা আরম্ভ হইল। কে কাহাকে কূট চক্রান্ত দ্বারা পরাস্থ করিবেন, উভয়েই বিশেষ ভাবে তাহার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। পরিণামে এই বুদ্ধি-যুদ্ধে রুশিয়ার জয় এবং ইংরাজের পরাজয় হইল।

১৮২৬ খৃঃ অব্দে রুশে পারশীকে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে ইংরাজের ব্যবহারে পারস্যপতি বিশেষ মর্ম্ম পীড়িত হন। সেই সময় হইতে ইংরাজের সততার উপর তাঁহার আস্থা হ্রাস হইয়া যায়। ১৮১৪ খৃঃ অব্দের সন্ধি দ্বারা ইংরাজ পারস্যকে কোনও উরূপীয় রাজার

সঙ্গে তাহার যুদ্ধ বাধিলে হয় সৈন্য দ্বারা না হয় অর্থ দ্বারা বিশেষ সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু রুশের সেনা তরঙ্গ ও রুশ সেনাপতি পেস্কিভিচের দুর্দ্দম প্রতাপ সমক্ষে একে একে পারশ্য সেনাদলকে মেষ পালের মত সমর ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে দেখিয়া, যখন পারশ্যপতি কাতর ভাবে ইংরাজের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, তখন ইংরাজ তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। সন্ধি-পত্রের সর্ত্ত রক্ষা করা সুবিধাজনক নহে ভাবিয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট অবলীলাক্রমে তাহা পদ দ্বারা দলন করিলেন। পারশ্যের যদি সে দিন থাকিত, তবে শাহা ফতেআলী সদলবলে ভারতে আসিয়া ইংরাজ রাজের নব প্রতিষ্ঠিত প্রভু-শক্তিকে একেবারে পদদলিত করিয়া বিনষ্ট করিয়া দিয়া যাইতেন। কিন্তু এক দিকে রুশের ভয়ে তখন পারশ্য-পতি জড়ীভূত, অপর দিকে আপনার আভ্যন্তরীণ শাসনের দুরবস্থায় জীবন্মৃত; এ অবস্থায় ইংরাজ-রাজকে পবিত্র প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবার অপরাধে অপরাধী করিয়া, তাঁহার উপযুক্ত দণ্ডবিধান করা পারশ্য-পতির ক্ষমতা বহির্ভূত ছিল। কাজে কাজেই অনন্যোপায় হইয়া ফতেআলী ইংরাজের অসৎ ব্যবহার দেখিয়াও তাঁহার সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখিতে বাধ্য হইলেন।

পারশ্যপতি প্রকাশ্যভাবে ইংরাজের সঙ্গে কোনও বিবাদ করিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার মনোমধ্যে যে কালিমা পড়িল তাহা বিধৌত হইল না। তিনি প্রকাশ্যে ইংরাজের সঙ্গে বন্ধুতা রক্ষা করিয়া গোপনে রুশ-রাজদূতের দ্বারাই বিশেষ পরিচালিত হইতে লাগিলেন।

স্যার জন ম্যাল্‌কলম্‌ এবং স্যার হার ফোর্ড জোন্‌সও পারশ্য রাজ দরবারে, পারশ্যপতির চক্ষুর উপরে, একে অন্যকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিয়া ও একে অন্যের প্রতি ঘোরতর বিদ্বেষভাব প্রদর্শন করিয়া, তাঁহার মনে ইংরাজ-রাজের প্রতি বিষম অশ্রদ্ধার উদ্রেক করিয়া দিলেন। ইঁহাদের ব্যবহারে ফতেআলী সুস্পষ্টই বুঝিতে

পারিলেন যে প্রকৃত পক্ষে ভারতীয় ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এবং বিলাতের ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এক নহেন। ভারতের বণিক কোম্পানীর প্রতিনিধিগণের সঙ্গে তিনি এই অবধি কোনও রাজনৈতিক সম্বন্ধ রাখিতে অনিচ্ছুক হইলেন। ইঁহারা কোনও প্রস্তাব উপস্থিত করিলে, ইংরাজ রাজের সঙ্গেই কেবল তাঁহার সমকক্ষতা চলে, এই বলিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে লাগিলেন।

১৮৩৪ খৃঃ অব্দে ফতেআলীর মৃত্যুতে মামুদ শাহা পারস্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহার রাজত্ব কালে রুশ ইংরাজের প্রতিদ্বন্দ্বীতা-বিশেষ বর্দ্ধিত হইয়া অতি জঘন্য আকার ধারণ করিল।

এতকাল রুশে ইংরাজে পারশ্য-রাজ-দরবারে যাহা কিছু অসদ্ভাব ছিল, তাহা প্রকাশ পায় নাই। ফলতঃ মামুদের সিংহাসন আরোহণ কাল পর্য্যন্ত উভয় রাজ্যের প্রতিনিধিগণের মধ্যে বিশেষ সদ্ভাবই ছিল বলিয়া বোধ হয়। মামুদকে রুশ রাজ-প্রতিনিধি ও ইংরাজ রাজ-প্রতিনিধি উভয়ে এক যোগে চেষ্টা করিয়াই পারশ্যের সিংহাসনে স্থাপন করেন। তখন স্যার জন ক্যাম্বেল পারশ্যে ইংরাজ-প্রতিনিধি ছিলেন। এই সময়ে তদানিন্তন ইংরাজ-রাজ-মন্ত্রী লর্ড পামারষ্টোন শাহা মামুদের সিংহাসনারোহণের উল্লেখ করিয়া রুশ রাজধানীতে ইংরাজ রাজ-প্রতিনিধিকে লিখিয়াছিলেন যে, পারশ্যে শান্তি রক্ষা করাতে ইংলণ্ড ও রুশিয়া উভয়েরই লাভ খুব অধিক এবং উভয়েই পারশ্যে যাহাতে গৃহবিবাদ উপস্থিত হইয়া কোনও গোলযোগ না ঘটে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি না রাখিয়া থাকিতে পারে না।*

* "England and Russia are both too deeply interested in maintaining the internal tranquility of Persia to allow either power to be indifferent to complications which might tend to throw that country into a state of confusion and civil war"—Correspondence relating to the Affairs of Persia and Afghanistan, 1834-39.

রুশ গবর্ণমেণ্টেরও এই মত ছিল। মামুদ শাহা পারশ্য সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলে পারশ্যে আশঙ্কিত গৃহবিবাদের ভয় একরূপ দূরীভূত হইল; এবং এই উপলক্ষে রুশীয় গবর্ণমেণ্টের পররাষ্ট্রসচীব কাউণ্ট নেসেল রোড (Count Nesselrode) ইংরাজ রাজমন্ত্রীকে লিখিয়া পাঠান যে, ইংরাজ ও রুশ এই উভয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিগণ এক যোগে পরস্পরের প্রতি সদ্ভাব রক্ষা করিয়া কাজ করিতেছে, তিনি এটী দেখিতে আশা করেন। ইংরাজ ও রুশ রাজপ্রতিনিধিগণের এক যোগে কাজ করার উপরেই পারশ্যের আভ্যন্তরীণ শান্তি বিশেষ রূপে নির্ভর করিবে, কাউণ্ট নেসেলরোড ইহাও মনে করিয়াছিলেন। *

---

* "We expect to see the representatives of Russia and England in Persia authorised to act in concert, in a spirit of peace and union. The importance of providing, with this view, the two representatives with corresponding instructions is no wise diminished by the mere fact of the nomination of the hereditary prince. That event, however satisfactory it may be is nevertheless not in itself sufficient to consolidate the tranquility of Persia, and to remove from that country all the elements of internal discord and disturbance. We consequently continue to think that a conformity of language and conduct on the part of the representatives of Russia and of Great Britain would, of all political combinations be the one which would most effectually contribute to maintain the tranquility of Persia, and to prepare the country for a new reign without exposing that empire to the disorders inseperable from any contested succession"—Count Nesselrode to the British Government in London,—August 1834.—Correspondence relating to Persia 1834-39.

মামুদ শাহা পারশ্য সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলে, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ভারতীর গবর্ণমেণ্টের হস্ত হইতে পুনরায় আপনাদের হস্তে পারশ্যে ইংরাজ রাজ প্রতিনিধি নিযুক্ত করিবার ভার গ্রহণ করিলেন। ১৮৩৫ খৃঃ অব্দের নবেম্বর মাসে স্যার হেনরী ইলিস ইংরাজ রাজের পক্ষে নবাভিষিক্ত শাহাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য তেহারাণে উপস্থিত হইলেন। স্যার হেনরী যত দিন পারশ্য রাজদরবারে ইংরাজের প্রতিনিধি ছিলেন, ততদিন তাঁহার সঙ্গে রুশ রাজদূতের কোনও অসদ্ভাব বা অন্যায় প্রতিযোগীতা আরম্ভ হয় নাই। ১৮৩৬ খৃঃ অব্দে স্যার ইলিস পারশ্য ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করেন; এবং মিষ্টার ম্যাক্‌নিল তাঁহার পদে প্রতিষ্ঠিত হন।

ম্যাক্‌নিল সাহেবের এই গুরুতর কার্য্য সাধনের উপযুক্ত ক্ষমতা ছিল কি না বিশেষ সন্দেহের বিষয়। পারশ্যে ইংরাজ রাজের প্রতিনিধি নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে, তিনি ইংরাজ দূতদিগের চিকিৎসকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। চিকিৎসা শাস্ত্রের সঙ্গে রাজনীতি শাস্ত্রের কি গূঢ় সম্বন্ধ থাকিতে পারে জানি না; এবং কি গুণেই বা ম্যাক্‌নিল চিকিৎসা ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া পারশ্যে ইংরাজরাজের প্রতিনিধি নিযুক্ত হইলেন, তাহারও প্রকৃত মর্ম্ম আমরা অবগত নহি। তবে তাঁহার পরবর্ত্তী আচার আচরণ দেখিয়া বোধ হয় যে, সহসা সামান্য পদ হইতে কোনও উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত পদে প্রতিষ্ঠিত হইলে ক্ষুদ্রচেতা লোকদিগের যে দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকে ম্যাকনিলেরও তাহাই ঘটিয়াছিল।

দৌর্ভাগ্যক্রমে এদিকে যেমন ইংরাজের পক্ষে এই সময়ে একজন অনুপযুক্ত লোক পারশ্যরাজদরবারে রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হইলেন; অপর দিকে এই সময়কার পারশ্যে রুশীয়-রাজ প্রতিনিধিও ধর্ম্ম ভীরু এবং সদ্বিবেচক লোক ছিলেন না। কাউণ্ট সিমোনিচ্ ফরাশী সৈন্যে কার্য্য করিতেন। ফরাশীগণের মস্কো যাত্রার সময়ে সিমোনিচ

রুশের হস্তে বন্দী হন, এবং পরে মুক্তি লাভ করিয়া রুশের অধীনে কার্য্য গ্রহণ করেন। ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে সিমোনিচ রুশের রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়া তিহারাণে আগমন করেন। কিন্তু ম্যাক্‌নিলের পারশ্য দরবারে ইংরাজ রাজদূতের পদে নিযুক্তির পূর্ব্বে সিমোনিচের সঙ্গে ইংরাজ দূতগণের কোনও অসদ্ভাব ঘটে নাই।

এই সময়ে শাহা কামরাণ হিরাটের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। হিরাট তখন নামতঃ আফগানরাজের অধীনে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে হিরাটের আমীরগণ একরূপ স্বাধীনই ছিলেন। * কামরাণ অকারণে খোরাশানে প্রবেশ করিয়া শীস্থান আক্রমণ করিলেন। আব্বাস্ মির্জ্জা কামরাণের সঙ্গে যে সন্ধি করেন, তাহাতে কামরাণ পারশ্যপতিকে বার্ষিক দশ সহস্র পারশীক মুদ্রা কর দিতে এবং গোরিয়াণের দুর্গ ভূমিসাৎ করিতে প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু ইনি এতদুভয়ের কিছুই করেন নাই। বরং ফতেআলীর মৃত্যুর পরে পারশ্যে গৃহবিবাদের সূত্রপাত ও তন্নিবন্ধন আভ্যন্তরীণ গোলযোগ দেখিয়া, সুযোগ বুঝিয়া কামরাণ শীস্থান আক্রমণ করেন এবং দ্বাদশ সহস্র পারশ্য প্রজাকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়া দাস স্বরূপ বিক্রী করেন। † কাজে কাজেই পারশ্যপতিকে হিরাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার আয়োজন করিতে হয়।

---

* "His (Dost Mahommed's) influence in Kandahar and Herat was little more than nominal......In Herat the position was still less favourable. There ruled Prince Kamran, son of the ex-Shah of Afghanistan, Mamud Shah, a monster of wickedness and debauchery, virtually as an independent Prince."—The Russo-Afghan Question and the Invasion of India By Colonel Malleson, 1885, p. 21, Chap. III.

† Persia—Ancient and Modern Chap. III, p. 95, এবং Markham's Persia.

ইহাতে ইংরাজের মনে বিষম ভয়ের সঞ্চার হইল। ইংরাজ রাজনীতিকগণ হিরাটকে বহুকাল হইতেই ভারতের দ্বার স্বরূপ মনে করিতেন। হিরাট হইয়া ভারতে আশা অতি সহজ কথা, এ বিশ্বাস তাঁহাদের বহুকাল হইতেই আছে। পারশ্যপতিকে হিরাট আক্রমণের আয়োজন করিতে দেখিয়া তাঁহাদের প্রাণে বড় বিষম চিন্তা উপস্থিত হইল।

এদিকে ম্যাক্‌নিলও রুশ দূতের দুরভিসন্ধির বিষয়ে ইংলণ্ডে ঘন ঘন পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলেন। ১৮৩৬ খ্রীঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ইনি ইংরাজ মন্ত্রী-সমাজকে লিখিয়া জানাইলেন যে, রুশ রাজ-দূতের প্ররোচনায় পারশ্যপতি হিরাট আক্রমণের আয়োজন করিতে-ছেন; এবং রুশেরা বিশেষ জানে যে, হিরাট হইয়া পারশ্য-পতি ভারত সীমান্তে উপস্থিত হইলে তাহাতে রুশেরই বিশেষ লাভ হইবে। * রুশীয় মন্ত্রীগণ কাউণ্ট সিমোনিচের কথার উপর নির্ভর করিয়া ম্যাক্‌নিলের কথার সত্যতায় বিশ্বাস করিলেন না। ম্যাক্‌নিল যাহা যাহা লিখিলেন, রুশীয়ার রাজ-মন্ত্রী তৎসমুদায়ই অসত্য বলিয়া তাহার প্রতিবাদ করিলেন। যাহা হউক কাউণ্ট সিমোনিচই সত্য কথা বলুন, আর ম্যাক্‌নিলই সত্য কথা বলুন,—পারশ্য রাজধানীতে ইংরাজ ও রুশের রাজদূত দ্বয়ের মতামত ও ভাবগতিক যাহাই থাকুক না কেন, ইংরাজ রাজমন্ত্রী লর্ড পামারোষ্টোন, মামুদ শাহার হিরাট

---

* Mcneil called "the attention of His Majesty's Government and of the E. I. Company to the danger of the Shah of Persia approaching by direct conquest, or by the admission of his right of dominion, the frontiers of India." The "desigus of Persia were encouraged by the Russian minister at the Court of Teheren "who promised positive assistance" &c. Correspondence relating to the Affairs of Persin and Afghanistan 1834-39.

আক্রমণ ব্যাপারে, রুশ মন্ত্রী সমাজের যে কোনও হাত নাই ইহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। *

যাহা হউক ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মঋতুতে মামুদ শাহা কামরাণকে বশীভূত করিবার জন্য হিরাটাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু পথি-মধ্যে তুর্কীগণ তাঁহার উপর এরূপ বিষম অত্যাচার আরম্ভ করিল যে, তিনি পারশ্যে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলেন।

পর বৎসর মামুদ পুনরায় হিরাটাভিমুখে যাত্রা করিয়া ২৩ নবেম্বর তারিখে (১৮৩৭) হিরাটের দ্বারে উপস্থিত হন। দশ মাস পর্য্যন্ত মামুদের সেনাগণ এই নগরীকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিল।

যে কাউণ্ট সিমোনিচকে এই হিরাট আক্রমণের মূল প্রবর্ত্তক বলিয়া ম্যাক্‌নিল তাঁহার গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রাণপনে এত দিন চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই সিমোনিচ কোন্‌ও মতেই পারশ্য-পতির সেনা সামন্তের সঙ্গে হিরাটে যাইতে স্বীকৃত হইলেন না। ফলতঃ সিমোনিচ প্রাণপণে পারশ্য-পতিকে হিরাট আক্রমণ হইতে বিরত থাকিবার জন্য অনুরোধ করেন। ‡ কিন্তু ইংরাজের

* "Lord Palmerstone was satisfied with the explanation given by that Power (Russia) of her share in the matter—Persia—Ancient and Modern.—Pigot, p. 96.

‡ "In the Summer however, of the same year the course of events changed, and count Simonitch became as eager to dissuade the Persians from attaking Herat as he had formerly been anxious to induce them to adopt that course......So when the Shah set out for Herat the Russian minister "determined not to accompany his Majesty, and I flatter myself with the hope that I have acted on this occasion in the sense of presented to me by my instructions, and to the entire satisfaction of the Imperial Ministry. Times, April 3, 1885.

চক্ষে বিশ্বাস-ঘাতক রুশের সকল কার্য্যই অসততা দ্বারা প্রণোদিত। সিমোনিচের এই কার্য্যেরও কোনও গূঢ়তম দুরভিসন্ধি আছে বলিয়া, ইংরাজের মনে বিশেষ ধারণা জন্মিল।

ম্যাক্‌নিল ইংলণ্ডের মন্ত্রী সমাজের নিকট চিঠির উপর চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিলেন। হিরাট পারস্থের হাতে পড়িলে, তথায় রুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, তদ্বারা ইংরাজের নাম ও গৌরব একেবারে বিনষ্ট হইবে, ভারতে ইংরাজ প্রভুশক্তির স্থায়ীত্ব নষ্ট হইবে, এবং সমগ্র মধ্য-আসিয়া হইতে ইংরাজ আধিপত্য একেবারে বিদূরিত হইবে, এই সকল নানা কথা লিখিয়া, নানা ভয় দেখাইয়া ম্যাক্‌নিল একটা গোলযোগ বাধাইবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন।

ম্যাক্‌নিলের নির্ব্বুদ্ধিতায় পারস্থ ও ইংলণ্ডে ইহার অব্যবহিত পরেই বড় বিষম গোল বাধিয়া উঠিল। ইংরাজপরিব্রাজক ফাউলার সাহেব এই সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন যে, ম্যাক্‌নিল কিছুতেই সন্তুষ্ট হইবেন না এই প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। *

ম্যাক্‌নিলের অন্যায় আচরণে পারস্থ রাজ তাঁহার প্রতি বড়ই অসন্তুষ্ট হইলেন। ম্যাক্‌নিল নানা মতে নানা উপায়ে তাঁহাকে অবমানিত করিয়া, একটী ছুতা অবলম্বন করিয়া ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে পারস্থ রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। এই হইতে কিছু কালের জন্য ইংরাজ পারশীকের রাজনৈতিক সম্বন্ধ বন্ধ হইয়া গেল।

এদিকে ম্যাক্‌নিলের প্ররোচনায় ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট দুই খানি যুদ্ধতরী পারস্থ উপসাগরে প্রেরণ করিলেন। যুদ্ধজাহাজ দ্বয় পারস্থ উপসাগরে কারাক দ্বীপের নিকটে গিয়া নঙ্গর করিল। কারাক দ্বীপ ইংরাজ সৈন্য দ্বারা অধিকৃত হইল। পারস্থের রাজ কর্ম্মচারী নির্ব্বি-

* Three years in Persia. By George Fowler, p. 213 Vol. পরিশিষ্টে ম্যাকনিলের দৌত্য শীর্ষক প্রবন্ধও দেখ।

বাদে ইংরাজ সেনাপতি কাপ্তান হেনেলকে এই দ্বীপের একরূপ সমুদায় কর্ত্তৃত্ব অর্পণ করিলেন। বৃটিশ সেনার কারাক দখলের সংবাদ, পথিমধ্যে জনরব সহায়ে সহস্রগুণ বর্দ্ধিত হইয়া, পারশ্য শিবিরে পৌঁছিল। পারশ্যপতি মহা বিপদে পড়িলেন।

ম্যাক্‌নিল তখনও পারশ্য রাজ্যের সীমা পরিত্যাগ করেন নাই। কারাক দখলের সংবাদ শুনিয়া, এবং বিলাতের পররাষ্ট্র সচিবের নিকট হইতে, মামুদ শাহা হিরাট আক্রমন হইতে নিবৃত্ত না হইলে, ইংরাজ দূতের কি কর্ত্তব্য, তৎসম্বন্ধে সবিশেষ আদেশ পাইয়া, ম্যাক্‌নিল পথিমধ্য হইতে শাহার নিকট এক পত্র লিখিলেন। এই পত্রে তিনি শাহাকে জানাইলেন যে, হিরাট অথবা আফগান রাজ্যের কোনও অংশ দখল করিলে, তিনি ইংরাজ-রাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন বলিয়া মনে করা যাইবে। সুতরাং পারশ্যকে বিপদগ্রস্থ না করিয়া তিনি আর তাঁহার বর্ত্তমান কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারেন না। ম্যাক্‌নিল ইহাও লিখিয়া পাঠাইলেন যে, বৃটিশ সেনা পারশ্য উপসাগরে পৌঁছিয়াছে, কারাক তাহাদের দখল হইয়াছে, এবং বৃটিশ রাজ এই সকল যুদ্ধের অয়োজন বন্ধ করুন, শাহা যদি ইহা ইচ্ছা করেন, তবে তিনি অবিলম্বে হিরাটের দ্বার হইতে আপনার সৈন্যসামন্ত তুলিয়া আনুন, এবং বৃটিশ রাজ-দূতের প্রতি যে অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন, তজ্জন্য উপযুক্ত রূপে ক্ষতিপুরণ করুন। *

ম্যাক্‌নিলের এই শেষ পত্র পাইয়াই পারশ্যপতি ইংরাজের ভয়ে হিরাট হইতে সদলবলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু ম্যাক্‌নিলের কুব্যবহারে ইংরাজের প্রতি পারশীকগণের মনে যে ঘোরতর ঘৃণাভাবের উদ্রেক হইয়াছিল, আজ এই অর্দ্ধ শতাব্দী পরেও তাহা তাহাদের হৃদয়ে জাগরুক রহিয়াছে।

---

* History of the War in Afghanistan. By John William Kaye, p. 273, Vol. I.

হিরাট আক্রমণ ব্যাপারে পারস্য রাজের সহিত ইংরাজ যে ব্যবহার করেন তাহা সর্ব্বপ্রকার ন্যায় ও ধর্ম্মভাব বিরুদ্ধ। ১৮৩৪ খ্রীঃ অব্দে ইংলণ্ড-পারস্যে সন্ধি স্থাপিত হয়, তাহাতে ইংলণ্ড সুস্পষ্ট ভাষায় এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন যে, আফগান-পারশীকে বিবাদ বাধিলে উভয় পক্ষের অনুরোধে এই বিবাদ মিটাইবার জন্য সালিশী করা ভিন্ন ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট আর কোনও কারণে ইহাতে হাত দিবেন না। * কিন্তু যখন পারস্য হিরাট আক্রমণ করিল, তখন ইংরাজ রাজ আপনার স্বার্থে অন্ধ হইয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানে জলাঞ্জলি দিয়া, পবিত্র প্রতিজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া আফগানের পক্ষে দাঁড়াইলেন! ইহাতে কি আর পারশীকের হৃদয়ে ইংরাজের প্রতি ভাব-ভক্তি থাকিতে পারে? একবার নয়, দুই বার নয়, যে দিন হইতে ইংরাজ পারশীকে রাজনৈতিক সম্বন্ধ হইয়াছে, সেই দিন হইতে যখনই প্রয়োজন হইয়াছে, তখনই ইংরাজ-রাজ অবলীলাক্রমে আপনার পবিত্র প্রতিজ্ঞা সমূহ ভঙ্গ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলেই বা কি? এই সকল সত্বেও ইংরাজ ধার্ম্মিক, ন্যায়পর, ও আদর্শ চরিত্র, আর রুশ হীননীতিপরায়ণ এবং নিরতিশয় খলস্বভাব।

মামুদ শাহার হিরাট আক্রমণ যে কারণেই, যাহার দ্বারাই প্রণোদিত হউক না কেন, এই বিষয়ে যে রুশ রাজদূত কাউণ্ট সিমোনিচ্ পারশ্যপতির কিঞ্চিৎ সহায়তা করিয়াছিলেন, তৎ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু তজ্জন্য রুশীয় গবর্ণমেণ্ট দায়ী ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। ইংরাজের তাড়নায় হিরাট হইতে মামুদ শাহা প্রতিনিবৃত্ত হইলে, ইংরাজ মন্ত্রী লার্ড পামারষ্টোন রুশ দরবারে

---

* এই সন্ধি পত্রের নবম ধারাটী এই :—IX. If war should be declared between the Afghans and Persians, the English Government shall not interfere with either party unless their mediation to affect a peace shall be solicited by both parties.

রুশ রাজদূতের দুষ্কার্য্যের উল্লেখ করিয়া পত্র লিখেন। ইহার উত্তরে কাউণ্ট নেস্সেলরোড্ অতি সুস্পষ্ট ভাষায় রুশ রাজদূতের যতটুকু দোষ তাহা স্বীকার করিয়াছেন; এবং হিরাট আক্রমণ নিরাকৃত হইবার অল্প দিন পরেই কাউণ্ট সিমোনিচ পারশ্যের রাজ দরবারে রুশরাজ্যের দৌত্য হইতে অবসৃত হইয়া রুশীয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া রুশের অসততা বা দুরভিসন্ধি সম্বন্ধে নিরপেক্ষ ব্যক্তির মনে কোনও সন্দেহ হইতে পারে না। *

১৮৪৮ খ্রীঃ অব্দে মামুদ শাহার মৃত্যুতে তাঁহার পুত্র নাশিরুদ্দীন পারশ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার আট বৎসর পরে, ভারতে সিপাহী যুদ্ধের ঠিক প্রাক্কালে পারশ্য সেনা হিরাট অধিকার করে। ইংলণ্ড তৎক্ষণাৎ পারশ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। চারি পাঁচ মাস কাল এই যুদ্ধ চলিল। তৎপরে, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে, ইংলণ্ডে-পারশ্যে পুনরায় সন্ধি স্থাপিত হয়। তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত এই দুই রাজ্যের মধ্যে একরূপ সদ্ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু পারশ্যে

* ১৮৩৮ ইংরাজির ১লা নভেম্বর তারিখে কাউণ্ট নেসেলরোড, কাউণ্ট পজো ডি বরগোকে লিখিয়াছিলেন,—"The idea of assailing the security and the tranquillity of the possessions of Great Britain in India has never presented itself, and will never present itself to the mind of your august master. He desires only what is just and what is possible. For this two fold reason he cannot entertain any combination whatever directed against the British Power in India. . . . Beyond a doubt Mahomed Shah in determining to make war against Herat was completely within the limits of his rights as an independent sovereign. . . . We have done all that was in our power to divert it (the Persian Government) therefrom, &c. ইহার পর সিমোনিচের কার্য্য কলাপাদির সমালোচনা করিয়া রুশ মন্ত্রী আপনার পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন।

আর ইংরাজের আধিপত্য নাই। পারশ্য স্বাধীন বটে, কিন্তু প্রবলতর প্রতিবাসী রুশিয়াই আজি কালি তাহার শাসন-নীতির প্রধান নেতা।

অষ্টম অধ্যায়।

রুশে খিগিজে।

উরূপা ও আসিয়ার,—রুশ এবং তুর্কীস্থানের—মধ্যে একটী মাত্র নদী, একটী মাত্র পর্ব্বতশ্রেণী, এবং একটী মাত্র হ্রদ ব্যবধান। রুশ উরূপায়, তুর্কিদেশ আসিয়ায়। রুশ ক্রমশঃই সভ্য হইতেছে—তিন শত বর্ষের অধিক কাল হইল রুশের আধুনিক সভ্যতার আরম্ভ—তুর্কিভূমি অসভ্য। রুশ সবল—জ্ঞান প্রভাবে; তুর্কিস্থান দুর্ব্বল—অজ্ঞানতায়। বৃহতে ক্ষুদ্রের লয়, সবলে দুর্ব্বলের লয়, পরাক্রমশালীতে হীনবীর্য্যের লয়, প্রকৃতির অনুল্লঙ্ঘনীয় নিয়ম। এই নিয়মের বশীভূত রুশ ও তুর্কিস্থান উভয়েই। রুশে তুর্কিস্থানের লয় অবশ্যম্ভাবী, অনিবার্য্য। বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীর ইতিহাস স্বহস্তে প্রকৃতির এই মহানিয়ম অঙ্কিত করিয়া গিয়াছে।

ষোড়শ শতাব্দীতে রুশে-তুর্কিস্থানে এই নিয়মের কার্য্য আরম্ভ হয়; আজি তিন শত বৎসরেও তাহা শেষ হয় নাই। ষোড়শ শতাব্দীতে কাস্পীয় হ্রদতীরস্থ কাজান ও আষ্ট্রাখান রুশ-রাজ্য ভুক্ত হইল।* এই হইতে রুশের পূর্ব্বদিকে রাজ্য বিস্তারের সূত্রপাত হইল। কিন্তু রুশীয়ার আভ্যন্তরীণ অবস্থা তখন নিরতিশয় শোচনীয় ছিল। গৃহ বিবাদে রুশ তখন ছিন্ন বিছিন্ন, বহির্শত্রুরও অভাব ছিল না; সুতরাং কিছুকাল পর্য্যন্ত আর রুশ আপনার সীমা-

* Khiva and Turkestan, Translated from the Russian, By Captain H. Spalding, p. 10.

ন্তের বাহিরে দৃষ্টিপাত করিতে পারে নাই। রুশ-রাজ মাইকেল ফডরের রাজত্ব সময়ে উরাল তীরবর্ত্তী ডনকসাকগণ মস্কোর অধীনতা স্বীকার করিল। ডনকসাকগণ রুশ-অধীনে স্থাপিত হইলে, উরাল নদী হইতে রুশের রাজ্য বিস্তার আরম্ভ হইল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে রুশের পূর্ব্ব-উত্তর কোণে ওরেণবার্গ প্রদেশের প্রাচীনতম অধিবাসী বাস্কিরগণ আপনাদিগকে রুশের শাসনাধীনে স্থাপন করিতে সমুৎসুক হইল। ওরেণবর্গ দেশও এই সূত্রে ক্রমে ক্রমে রুশের শাসনাধীনে আসিল। †

তীক্ষ্ণ বুদ্ধি পীটারই সর্ব্ব প্রথমে ভলগা নদীর পর পারে রুশের অধীনস্থ এই সমুদায় প্রদেশের প্রকৃত গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। ১৭২২ খৃষ্টাব্দে পীটার আষ্ট্রাখানে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, খির্গিজগণ চঞ্চল ও ভ্রামমান জাতি হইলেও তাহাদের দেশেই সমগ্র মধ্য আসিয়ার চাবি ও দ্বার আছে। ‡

এই সকল পার্ব্বত্য জাতি সভ্যতার নিম্নতম সোপানে অবস্থিত। তাহাদের ইতিহাসের যুদ্ধ যুগ (Stage Militant) তখনও শেষ হয় নাই। চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী অপরাপর অসভ্য জাতির সঙ্গে ইহাদের প্রায় সদাসর্ব্বদাই বাদবিষম্বাদ হইত। পীটারের জীবনের শেষ অংশে খির্গিজগণের সঙ্গে বাস্কির, জুঙ্গারিয়াণ প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতির মহা বিবাদ বাধিয়া উঠিল। খির্গিজ খাঁ আত্ম রক্ষা করিতে না পারিয়া রুশিয়ার আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া, ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে সম্রাজ্ঞী

† উপক্রমনিকা দেখ।

‡ "Although these Khirgizes are a roaming and fickle people, their Steppe is the key and gates to all the countries of Central Asia."—The Russians in Central Asia. Their occupation of the Kirghiz Sleppe &c., &c.—By Capt. Vali Khan of M. Veniu Kof, and other Russian Trasellors, Translated by John and Robert Metchell, p. 295, Chap. VIII.

এনের সমীপে বশ্যতা স্বীকার করিলেন। খির্গিজদিগের দেশকে সংরক্ষা করিবার জন্য এই সময়ে রুশ-রাজ্ঞী আপনার রাজ্যের সীমা, খির্গিজ মালভূমির পরপারে স্থাপন করিয়া, দুর্গ-রেখা নির্ম্মাণ করিলেন। *

এই সমুদায় অদম্য, অসভ্য জাতিকে নিয়মিত শাসনাধীনে আনয়ন করা সহজ নহে। রুশিয়া ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে খির্গিজ মালভূমির অধীশ্বর হইল বটে, কিন্তু খির্গিজগণকে ও তাঁহাদের প্রতিবাসী কারাকালচাক্ ও অপরাপর জাতি দিগকে সম্পূর্ণরূপে শাসনাধীনে আনয়ন করিতে প্রায় একশতবৎসর কাটিয়া গেল। প্রকৃত পক্ষে ধরিতে গেলে আজপ্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী হইল খির্গিজ দেশে রুশের প্রাধান্য দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে, ইহার পূর্ব্বে রুশ-সম্রাট একরূপ নামতঃ খির্গিজ প্রদেশের অধিপতি ছিলেন।

খির্গিজ প্রদেশের মধ্যে দিয়া এম্বা নদী কাস্পীয় হ্রদে গিয়া পড়িয়াছে। এম্বার মুখে রুশীয় প্রজাগণ বহুল পরিমাণে মৎস্য শীকার করিত। কিন্তু অদম্য খির্গিজগণ এই সকল রুশীয় মৎস্যজীবীগণের উপর অযথা অত্যাচার করিত। এই সকল অদম্য জাতির অত্যাচার হইতে রুশীয় মৎস্যজীবদিগকে রক্ষা করিবার জন্য রুশ গবর্ণমেণ্ট কাস্পী হ্রদের পূর্ব্ব-উত্তর কোণে, এম্বা নদীর কিঞ্চিৎ দক্ষিণে নবএলেক্ষেণ্ড্রাভস্ক (Novo Alexendravosk) নামক দুর্গ রচনা করিলেন। এই রুশের খির্গিজ মালভূমে প্রথম পাদক্ষেপ। কিন্তু তখনও খির্গিজগণ সম্পূর্ণ রূপে বশে আসে নাই।

১৮৪৭ খৃঃ অব্দে রুশ সর্ব্ব প্রথমে খির্গিজ প্রদেশে স্থায়ী দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। এই সময় হইতে প্রকৃত পক্ষে রুশের প্রভুশক্তি তথায় বদ্ধমূল হইয়াছে। ‡

---

* John and Robert Mitchell's Central Asia, p. 295. Chap. VIII. [p. 11.

‡ Khiva and Turkistan—By Captain H. Spalding

খিরর্গিজদেশে রুশের স্থায়ী দুর্গ নির্ম্মাণে চতুর্দ্দিকস্থ অদম্য জাতি সমূহ কথঞ্চিৎ দমিত হইল বটে, কিন্তু খিরর্গিজগণকে সম্পূর্ণরূপে রুশীয়া তখনও শাসনাধীনে আনয়ন করিতে পারিলেন না। ইহারা চতুর্দ্দিকস্থ দেশ সমূহে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

এই সময়ে রুশ মধ্য-আসিয়ায় আপনার আধিপত্য ও ক্ষমতা জাহির করিবার জন্য, এবং তাঁহার অধীনস্থ যে সকল খির্গিজ শীর নদীর তীরে সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়াইত, তাহাদিগকে চতুর্দ্দিকস্থ অসভ্য জাতির অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার এবং রুশীয় বণিকদিগের মধ্য-আসিয়ায় বাণিজ্যোপলক্ষে নির্ব্বিঘ্নে যাতায়াতের সুবিধা করিবার উদ্দেশে, শীর নদীর মুখে, ও আরাল হ্রদে আপনার অপ্রতিহত প্রভুত্ব স্থাপন করা নিতান্ত আবশ্যক মনে করিল। শীর নদী তীরে খিভান ও কোকানিরা আপনাদের খামখেয়াল মত কয়েকটী দুর্গ-রেখা নির্ম্মাণ করিয়া খির্গিজদিগের উপর অত্যাচার করিত ও রুশীয় বণিক-গণ হইতে অযথা কর আদায় করিত। এই কারণেই প্রধানতঃ রুশীয়া শীর নদী তীরে একটী রুশ দুর্গ নির্ম্মাণ করিবার চেষ্টা করিতে আরম্ভ করে। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে এই দিকে রুশের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, কিন্তু ১৮৪৭ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে রুশ এই বিষয়ে আপনার অভিষ্ট সিদ্ধি করিতে পারে নাই।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ওরেণবার্গ প্রদেশের রুশ গবর্ণর জেনেরল পীটার্সবর্গের রুশ গবর্ণমেণ্ট হইতে, আরাল হ্রদতীরে, শীর নদীর মুখে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি পাইলেন। তদনুযায়ী ১৮৪৭ খৃঃ অব্দে আরাল তীরে রেইমস্ক নামক দুর্গ রচিত হইল। *

এই স্থানেই রুশ-রাজের খিভা ও কোকানের সঙ্গে শত্রুতার সূত্র-পাত হইল।

---

* John and Robert Mitchell's the Russians in Central Asia, p. 322, Chap. VIII.

নবম অধ্যায়।

রুশে-খিভানে।

খিভার সঙ্গে রুশীয়ার প্রথম সম্বন্ধ নিতান্ত আকস্মিক ঘটনার ফল। অতি প্রাচীন কাল হইতেই রুশের সঙ্গে খিভানদিগের বাণিজ্যগত সম্বন্ধ ছিল। তাহা হইতেই এই দুই রাজ্যের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম রাজনৈতিক এবং সামরিক সম্বন্ধেরও সূত্রপাত হয়।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে উরাল নদী তীরে কতিপয় কসাক বাস করিত। তাহারা লুণ্ঠন করিয়া আপনাদিগের জীবনোপায় সংগ্রহ করিত। কতিপয় খিভান বণিক রুশের বাজারে আপনাদিগের দেশ হইতে নানাবিধ বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া যাইবার সময়, পথি মধ্যে এই সকল কসাক দস্যুদিগের হস্তে নিপতিত হইল। কসাকগণ তাহাদের ধনরাশি লুণ্ঠন করিয়া, খিভাতে আরো এইরূপ বহুমূল্য দ্রব্যাদি বহুল পরিমাণে পাওয়া যায় কি না তদ্বিষয়ে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া লইল। এই সকল বণিকগণের মুখে খিভার ধনরাশির কথা শুনিয়া, এবং গ্রীষ্ম ঋতুতে খিভা-পতি বহু সংখ্যক সৈন্য সামন্ত রাখেন না, জানিতে পারিয়া, উরালের কসাক দস্যুগণ তৎপরবর্ত্তী গ্রীষ্ম ঋতুতে সহস্র লোক একত্রিত করিয়া খিভা যাত্রা করিল। সত্য সত্যই খিভার খাঁর তখন বহু সংখ্যক সৈন্য সামন্ত ছিল না। কসাকগণ খিভার একটী সুন্দর নগরী লুণ্ঠন করিল; লুণ্ঠিত অর্থরাশি সহস্র যানে পূর্ণ করিয়া এবং সহস্র খিভান রমণীকে লইয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিবার আয়োজন করিতে লাগিল। এমন সময়ে খিভানেরা আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। খিভানদিগের সংখ্যা দেখিয়া কসাকগণ বিপদ গণিল; এবং নগরী মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। খিভানেরা তখন নগরী বেষ্টন করিয়া তাহার পয়ঃ প্রণালী সমূহ বন্ধ

করিয়া দিল। নগরীর অভ্যন্তরস্থ কসাকগণ মহা বিপদে পড়িল। একে দারুণ গ্রীষ্মকাল, তাহাতে এইরূপ জলের অভাব, কসাকগণ নিরুপায় হইয়া আপনার লোকদিগের মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া নর-রক্তে আপনাদের দারুণ পিপাসা মিটাইতে লাগিল। এইরূপ ভাবে আর মানুষ কয়দিন থাকিতে পারে? এইরূপে নয় শত কসাক ধ্বংস হইলে, বক্রী এক শত জন নগরী হইতে অক্সাস নদীর দিকে পলায়ন করিল। কিন্তু তাহাতেও তাহারা বাঁচিল না। খিভানগণ তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিল।

ইহার কিছুদিন পরে এই কসাকদিগের দলপতি পুনরায় আপনার লোকদিগকে একত্রিত করিয়া খিভা আক্রমণ করিল। আবার বিজয়-লক্ষ্মী তাহাদের অঙ্কে সর্ব্ব প্রথমে আশ্রয় লইলেন। কসাকগণ অনেক নগর নগরী লুণ্ঠন করিল, অনেক খিভান রমণীকে বন্দী করিল; এবং সর্ব্বশেষে হর্ষোৎফুল্ল হইয়া স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করিল। কিন্তু এবারও তাহাদের সেই দুর্দ্দশাই ঘটিল। পথি মধ্যে খিভানগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া সমূলে বিনাশ করিল।

ইহার কিছুকাল পরে আর একবার কসাকগণ খিভা প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু এবারেও তাহাদের যত্ন বিফল হইল। শীত ঋতুর প্রাদুর্ভাবে কসাকগণ এই শীত প্রধান দেশে পড়িয়া, অনাহারের কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া অবশেষে তাহাদের আপনার লোকদিগকে হনন করিতে লাগিল এবং জ্ঞাতি মাংসে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া একেবারে বিনাশ প্রাপ্ত হইল। *

পীটার দি গ্রেটের রাজত্বে কালে সর্ব্ব প্রথমে রীতিমত রুশ-সেনা খিভা সীমাভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

---

* Russian's Advance Eastward, Based on the Official Reports of Lieutenant Hugo Stumm, *Government Military Attache to the Khivan Expedition.* Translated by C. E. Howard Vincent, 1875, pp. 2 and 3.

খিভা ও বোখারা পরস্পরের প্রতিবাসী। প্রতিবাসী রাজ্য সমূহের মধ্যে সাধারণতঃ বড় সদ্ভাব থাকে না; খিভা এবং বোখারার মধ্যেও প্রায় বড় সদ্ভাব থাকিত না। যখনই যাহার সুবিধা হইত, তখনই তিনি নিকটবর্ত্তী প্রদেশে গিয়া উৎপাৎ আরম্ভ করিতেন। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে একবার এইরূপ খিভায় ও বোখারায় বড় অসদ্ভাব হয়। খিভা বহুদিন পর্য্যন্ত বোখারার অধীনে ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য ভাগে আবুলগাজি খাঁর অভ্যুদয়ে খিভা বোখারার অধীনতা মুক্ত হইল। বোখারার আমীরগণ এক সময়ে খিভার উপর অযথা অত্যাচার করিয়াছিলেন। আবুলগাজি ও তাঁহার পুত্র আনুষা খাঁ, বোখারার উপর পূর্ব্ব অত্যাচারের শোধ তুলিতে আরম্ভ করিলেন। বার বার খিভানদিগের অত্যাচারে বোখারা ছার খার হইল। অবশেষে আনুষা খাঁ ক্রমাগত দুইবার বোখারা আক্রমণ করিয়া পরাস্ত হইলেন। তাঁহার অক্ষমতা দেখিয়া তখন তাঁহার প্রজাবর্গই তাঁহাকে হত করিল। আনুষা খাঁর হত্যার পর তাঁহার পুত্র ইর্ণাক খিভার গদিতে আরোহণ করিলেন। ইর্ণাক প্রথমে বোখারার সঙ্গে সদ্ভাব রাখিয়া চলিতে লাগিলেন। কিন্তু অবশেষে তিনিও পিতার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বোখারা আক্রমণ করিলেন। ইর্ণাক্ পরাজিত হইলেন, বোখারার আমীর সসৈন্যে খিভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিষ প্রয়োগে ইর্ণাকের মৃত্যু হইল, এবং খিভা পুনরায় বোখারার অধীনে স্থাপিত হইল। *

বোখারার অধীনে খিভা নিরতিশয় উৎপীড়িত হইতে লাগিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শানিয়াজ খিভার অধীশ্বর ছিলেন। শানিয়াজ, বোখারার অধীনতা অসহ্য বোধ করিয়া, অনন্যোপায় হইয়া,

* History of Bokhara. By Arminius Vambery, p. 331-32.

১৭০০ খৃষ্টাব্দে, খিভাকে রুশ-অধীনে স্থাপন করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া রুশ রাজধানীতে দূত প্রেরণ করিলেন। পীটার দি গ্রেট, তাঁহার ৩০এ জুন (১৭০০) তারিখের রাজ-অনুচরশাসন দ্বারা শানিয়াজের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন। ইহার তিন বৎসর পরে, একজন নূতন খাঁ খিভার সিংহাসন আরোহণ করিলেন। ইনিও রুশ অধীনে থাকিয়া বোখারার অত্যাচার হইতে মুক্তি লাভ করিতে বিশেষ সমুৎসুক হইলেন, এবং ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে এতদর্থে রুশ সম্রাটের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। পীটার এই খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের রাজ অনুশাসনে খিভার নূতন খাঁর প্রেরিত দূতের উল্লেখ করিয়া তাঁহার পূর্ব্ব আদেশ স্থিরতর করিলেন।* ইহার একাদশ বৎসর পরে খিভাপতির নিকট হইতে আর একজন রাজদূত রুশ রাজধানীতে উপস্থিত হন্। ইহাঁর নাম খোজা নাফস্। খোজা নাফসের প্ররোচনায়, পীটার খিভাকে একজন রাজদূত প্রেরণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন; এবং ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে বিকোভিচ্ ছারাস্কী এই দৌত্যে নিযুক্ত হইয়া খিভা যাত্রা করিলেন।†

বিকোভিচ্ রুশ রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া খিভা যাত্রা করিলেন। কিন্তু কাস্পীয় হ্রদ অতিক্রম করিতে না করিতেই, শীত ঋতুর আবির্ভাব হইল। তাহাতে তাঁহার জাহাজগুলির অনেক ক্ষতি হইল; এবং বিকোভিচ কাস্পীয় হ্রদ হইতেই এ যাত্রায় রুশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পর বৎসর বিকোভিচ পুনরায় খিভা যাত্রা করিলেন।

বিকোভিচের খিভা যাত্রাই রুশের মধ্য আসিয়ায় প্রথম পাদক্ষেপ, সুতরাং ইহাতে পীটারের কিরূপ উদ্দেশ্যাদি ছিল, তাহা একটুকু বিশেষরূপে অনুধাবন করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

---

* Khiva and Turkestan. Translated from the Russian. By Capt. H. Spalding, p. 115. এবং Turkistan, by Eugene Schuyler, p. 329, Vol. II.

† Ibid and Boulger's England and Russia in Central Asia, p. 57, Vol. I.

খিভার খাঁ যে আপনার রাজ্যকে রুশের অধীনে স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন, প্রধান প্রধান ইংরাজ গ্রন্থকারগণ সে কথার উল্লেখ একেবারে করেন না। কিন্তু যখন রুশ-গবর্ণমেণ্টের প্রাচীন কাগজ পত্রে,—বিশেষতঃ রুশের সম্রাট পীটার দি গ্রেটের রাজ-অনুশাসনে এই ঘটনার একাধিক বার উল্লেখ আছে, তখন ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কোনও কারণ নাই।

খিভার খাঁর পক্ষে বোথারার অত্যাচারে রুশের অধীনতা স্বীকার করাও অসম্ভব বোধ হয় না। নিকটস্থ ব্যক্তির অধীনতা বড় ক্লেশ দায়ক। তাহাতে সর্ব্বদাই উত্যক্ত ও উৎপীড়িত হইতে হয়। দূরস্থ ব্যক্তির অধীনতা তত ক্লেশদায়ক নহে। বিশেষতঃ তখন খিভা রুশিয়া হইতে এত দূরে ছিল যে রুশের অধীনতা স্বীকার করিয়া, একজন প্রবল পরাক্রান্ত রাজার ভয়ের দ্বারাই বোথারার অত্যাচার স্রোত নিরুদ্ধ করিয়া খিভা কার্য্যতঃ সম্পূর্ণ স্বাধীনতাই ভোগ করিতে পারিবে, এই আশায়ও খিভার খাঁর পক্ষে নামতঃ রুশের অধীনতা স্বীকার করিতে ইচ্ছুক হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব। কার্য্যতঃও তাহাই ঘটিয়াছিল। একাদশ বৎসর কাল খিভা-পতি রুশের অধীনে বাস করিয়া একটীবারও কার্য্যতঃ রুশের প্রাধান্য ও অত্যাচার সহ্য করেন নাই। সে যাহা হউক পীটারের রাজত্ব কালে, খিভার খাঁগণ যে স্বেচ্ছায় আপনাদিগের ক্ষুদ্র রাজ্যকে রুশের অধীনে স্থাপন করিয়া ছিলেন, তৎবিষয়ে আমাদের কোনও সন্দেহ নাই।

তবে পীটার যখন ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে বিকোভিচকে খিভা প্রেরণ করেন, তখন যে কেবল খিভা-পতিকে আপ্যায়িত করিবার জন্য, এবং কেবল খিভার উপকারার্থেই রুশের সঙ্গে তাহার ঘনিষ্টতর সম্পর্ক পাতাইবার উদ্দেশে, তিনি এই রাশীকৃত অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন তাহা নহে। বিকোভিচকে খিভা পাঠাইবার সময় রুশ সম্রাট যে রাজ-অনুশাসন প্রচার করেন, তাহা হইতেই ইহা অতি সুন্দররূপে জানিতে

পারা যায় যে পীটার নিষ্কাম ধর্ম্ম সাধন করিয়া মোক্ষ লাভের উদ্দেশে বিকোভিচকে খিভা প্রেরণ করেন নাই। তাঁহার সাম্রাজ্যের ধন বৃদ্ধি ও মধ্য-আসিয়ার বিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করাও তাঁহার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

পীটরের ১৭১৪ খ্রীঃ অব্দের ২৯এ মে তারিখের রাজ-অনুশাসনে বিকোভিচের খিভা যাত্রার উদ্দেশ্য বিবৃত আছে। ইহা হইতে জানা যায় যে, বোখারার সঙ্গে বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপন করা, এবং যে করিয়াই হউক ইর্কাট নগরের সমুদায় তত্ত্ব সংগ্রহ করাই বিকোভিচের খিভা যাত্রার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।*

দ্বিতীয়বার বিকোভিচ খিভা যাত্রা করিলেন। কিন্তু এবারেও আমু নদী বা অক্সাস নদীর প্রাচীন জলপথ আবিষ্কার করিয়া, বিকোভিচ খিভা না পৌঁছিয়াই পথি-মধ্য হইতে ফিরিয়া আসিলেন। বিকোভিচ আপনার মুখে রুশ-সম্রাট পীটারকে তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত অবগত করিলেন। পীটার বিকোভিচের বিবৃত বর্ণনা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন; এবং তাহাকে পুনরায় কাস্পীয় হ্রদে প্রেরণ করিলেন; এবং বিকোভিচ কোথায় কি কাজ করিবেন, তৎসম্বন্ধে সমুদায় উপদেশ ও আদেশ স্বহস্তে তাঁহাকে লিখিয়া দিলেন। এইবার পীটার তাঁহাকে এই কটী কাজ করিতে আদেশ করেন;—(১) আমু নদীর প্রাচীন জল প্রণালীর নিকটে সহস্র লোক ধরিতে পারে এমন একটী দুর্গ নির্ম্মান করা। (২) এই জল প্রণালী জরীপ করা, এবং আমুর

* পীটারের এই রাজ অনুশাসনের ইংরাজি অনুবাদটী এই—"To send to Khiva with a complimentary to the new Khan Shere Ghazee; thence to proceed to Bokhara, and seek some commercial advantage. But in any case to gather information regarding the town of Irket; how far it may be from the Caspian, and whether any rivers exist leading mrof it, or its vicinety, into that Sea."

বর্ত্তমান জলরাশি তাহার প্রাচীন প্রণালী দিয়া প্রবাহিত করিবার চেষ্টা করা। (৩) খিভানদিগের অজ্ঞাতসারে এই জলপ্রণালীর নিকটে একটী নগরী নির্ম্মাণ করা। বিকোভিচ খিভা পৌঁছিয়া কি কি কাজ করিবেন, পীটার তাহাও স্বহস্তে লিখিয়া দিয়াছিলেন; (১) খাঁকে রুশের অধীন ও তাহার প্রতি অনুরক্ত হইতে প্রণোদিত করা এবং তাঁহার বংশে খিভার সিংহাসন নিবদ্ধ থাকিবে, এইটী রুশের সম্রাটের পক্ষে অঙ্গীকার করা। (২) খাঁর অনুমতি হইলে তাঁহার পরিচর্য্যার্থ একদল রুশীয় সেনা তাঁহার অধীনে স্থাপন করা। (৩) আমূর বালুকা পরীক্ষা ও অনুসন্ধান করিবার জন্য খাঁর সাহায্যে কতিপয় সেই দেশবাশীকেঐ নদীতটে প্রেরণ করা। (৪) খাঁর সাহায্য ক্রমে একজন তুর্কী বণিককে ভারতে প্রেরণ করা, এবং কাস্পীয় হ্রদ হইতে ভারতে যাইবার সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক ও সর্ব্বাপেক্ষা সংক্ষেপ পথ কি, তাহা নিরূপণ করিবার জন্য তাঁহাকে আদেশ করা। (৫) খিভা হইতে বোখরায় যাওয়া, এবং সেই রাজ্যের অধিপতিকে রুশের অধীনতা স্বীকার করিতে প্রণোদিত করা, এবং তাহাতে অস্বীকৃত হইলে অন্ততঃ রুশের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করিবার জন্য তাঁহাকে প্রণোদিত করা; এবং বোখারার খাঁও তাঁহার প্রজাবর্গদ্বারা বিশেষ উত্যক্ত হইতেছেন বলিয়া তাঁহার অনুমতি হইলে, একদল রুশ সেনাকে তাঁহার অধীনে স্থাপন করা। এই সকল উদ্দেশ্য সাধনার্থ পীটার পুনরায় বিকোভিচকে ১৭১৬ খৃঃ অব্দে খিভা প্রেরণ করিলেন।*

বিকোভিচ পথি মধ্যে স্থানে স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া খিভার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কাস্পীয় হ্রদের পর পারে উপস্থিত হইয়াই তিনি তাঁহার অগ্রে একজন রাজদূতকে খিভায় ও অপর এক

* Khiva and Turkistan. Translated from the Russian, by C. H. Spaldig, pp. 117-18.

জনকে বোখারায় পাঠাইয়া দিয়া, বিকোভিচ্ ক্রাস্‌নভড়ক্ষের দুর্গ নির্ম্মাণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে খিভা-সীমান্ত হইতে তাঁহার নিকটে দুঃসংবাদ আসিয়া পৌঁছিল। সর্ব্ব প্রথমে কালমুক্ তুর্কী-দিগের খাঁ তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, খিভার পথ নিরতিশয় দুর্গম এবং জল ও পশু-খাদ্যের তথায় বড়ই অভাব। ইহাঁর অল্পদিন পরেই, খিভাতে যে রুশ দূত প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাঁহার নিকট হইতে সংবাদ আসিল যে, তিনি সবান্ধবে বন্দী হইয়াছেন, এবং খিভাপতি যুদ্ধের আয়োজন করিতেছেন।

বিকোভিচ এই সকল প্রতিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া, খিভার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথি মধ্যে তিনি তুর্কীদিগকে তাঁহার পক্ষে আনয়ন করিতে বিশেষ চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু তাহারা কোনও পক্ষ অবলম্বন না করিয়া, মধ্যস্থ হইয়া রহিল। তৎপরে বিকো-ভিচ ১৭১৭খৃঃ অব্দের জুন মাসের মধ্যভাগে খিভা হইতে চারি দিনের পথ দূরে কারাগাছ নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিয়া পীটারের উপদেশ অনুসারে দুর্গ নির্ম্মাণের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন।

খিভানগণের আর সহ্য হইল না। তাহারা এই স্থানে আসিয়া রুশীয়দিগকে প্রবল পরাক্রমে আক্রমণ করিল। উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। রুশের শিক্ষিত সেনারাশি অশিক্ষিত খিভান দিগের উপরে ভীম পরাক্রমে আপনাদিগের অস্ত্র চালাইতে লাগিল। এইরূপ মহা-যুদ্ধে একদিন চলিয়া গেল। সায়াহ্ণে উভয় পক্ষ হত্যা-কাণ্ড হইতে বিরত হইয়া রাত্রিকালের জন্য বিশ্রাম করিতে গেল।

পর দিবস প্রত্যূষে প্রাতঃসূর্য্যের বিমল কীরণে মেদিনী অনুরঞ্জিত হইতে না হইতে, রুশে-খিভানে পুনরায় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাশি রাশি খিভাবাসী মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার্থ এই পবিত্র সমরক্ষেত্রে শত্রুহস্তে প্রাণ ত্যাগ করিল। খিভান দল প্রায় বীর শূন্য হইয়া গেল। তখন পরাজয় স্থির নিশ্চিত জানিয়া, খিভার খাঁ সন্ধির প্রস্তাব উত্থা-

পন করিলেন। রুশীয়গণও দুই দিবস এই অমিত তেজা যোদ্ধাগণের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া নিরতিশয় শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। উভয় পক্ষে সহজেই সন্ধি স্থাপিত হইল। খিবার খাঁ তখন বিকোভিচকে তাঁহার শিবিরে নিমন্ত্রণ করিলেন।

বিকোভিচ সদলবলে খিভা-পতির শিবিরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় চিরন্তনী প্রথা অনুযায়ী উভয় পক্ষে নানাবিধ উপঢৌকনাদি আদান প্রদান সমাপ্ত হইলে, খিভার খাঁ, বিকোভিচ্ ও তাঁহার অধীনস্থ রুশ সেনা সমভিব্যাহারে, খিভাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

খিভা হইতে দুইদিনের পথ ব্যবধান শোঁঙ্গন নাম্নী নদী আছে। এই নদী তীরে গিয়া খিভার খাঁ, বিকোভিচ ও তাঁহার সঙ্গীগণ সমভিব্যাহারে, শিবির সন্নিবেশ করিলেন। তথায় খাঁর পরামর্শ অনুসারে বিকোভিচ তাঁহার সেনাদলকে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া, খিভার নিকটবর্ত্তী প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রেরণ করিলেন। ইহারা পরস্পর হইতে এইরূপ ভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া অল্পদূরে যাইতে না যাইতেই খিভানগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল, এবং মুহূর্ত্তমধ্যে বিনষ্ট হইল। খিভার খাঁর চতুরতায় চক্ষের পলকে রুশের সেনা রাশি ধ্বংশ প্রাপ্ত হইল, তুর্কীস্থানের ভূমি রুশ রক্তে রঞ্জিত হইল, এবং বিকোভিচ স্বয়ংও প্রাণ হারাইলেন। *

বিকোভিচের এই দুর্দ্দশার বার্ত্তা তুর্কিস্থানে বিদ্যুৎবেগে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। তুর্কীগণ এত কাল এই যুদ্ধের ফলাফলের প্রতীক্ষায় পরম ঔৎসুক্য সহকারে অপেক্ষা করিয়া ছিল; রুশ সেনার ধ্বংশ বার্ত্তা শ্রবণে তাহারা বিকোভিচের নব রচিত দুর্গসমূহ একে একে সমুদায় বিনাশ করিল। †

* Spalding's Khiva pp 120-30.

† Ibid.

পীটারের সময় হইতে রুশীয়েরা যখনই সুযোগ পাইয়াছে, তখনই খিভাতে আপনাদিগের আধিপত্য বদ্ধমূল করিবার চেষ্টা করিয়াছে। এইরূপে ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে একজন রুশ রাজদূত খিভার খাঁর সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করিতে তথায় গমন করেন। কিন্তু খিভা নগরীতে তিনি প্রবেশ করিতে পাইলেন না, এবং রুশিয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন কালে পথিমধ্যে তুর্কিগণ তাঁহার তলপি তাবড়া লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গেল।

১৭৪১ অব্দে নাদির শাহার আক্রমণে খিভাপতি যোনেবার খাঁ হত হইলে, রুশের অধীনস্থ খির্গিজ প্রদেশের খাঁ আবদুলকাদের-কে খিভার সিংহাসন অর্পন করিবার জন্য, রুশ সম্রাট বিজয়ী নাদির শাহার নিকট দূত প্রেরণ করেন। নাদির শাহা রুশের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কিন্তু নানা কারণে আবদুলকাদের খিভার সিংহাসন আরো-হণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার পুত্র নুরআলী কিছু দিন পরে খিভার সিংহাসন প্রাপ্ত হন।

১৭৭০ খ্রীঃ অব্দে আর একজন রুশ প্রজা,—খির্গিজ খাঁ হায়ব, খিভার সিংহাসন আরোহণ করেন। এইরূপ অষ্টাদশ শতাব্দীতে পাঁচ জন রুশীয় প্রজা খিভার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে খিভা-পতির খুল্লতাত ফাজিল খাঁ চক্ষুরোগে আক্রান্ত হন। তাঁহার চিকিৎসার জন্য রুশ হইতে, খাঁর প্রার্থনা মতে, ব্ল্যাঙ্কেঞ্জেল নামক রুশ বৈদ্য খিভায় প্রেরিত হন। ফাজিল খাঁ আরোগ্য হইলেন না। রুশ বৈদ্য দেশে ফিরিয়া আসিয়া খিভার ধনরাশির কথা রুশ সমাজে প্রচার করিলেন।

রুশের লোভ জাগিয়া উঠিল। রুশ গবর্ণমেণ্ট দুইজন সেনা-পতিকে কাষ্পীয় হ্রদের পূর্ব্বতীরে দুইটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিবার জন্য, তথায় প্রেরণ করিলেন।

ইহাদের একজন মৌরাভিয়েফ, দুর্গের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া অব-শেষে খিভার খাঁর হস্তে পড়িয়া বন্দী হইলেন। মৌরাভিয়েফ বহুকষ্টে

নিষ্কৃতি লাভ করিয়া রুশিয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার মুখেও রুশীয় সমাজ খিভার বিষয়ে নানা কথা জানিতে পারিল।

১৮২০ খ্রীঃ অব্দে রুশ গবর্ণমেণ্ট তুর্কিস্থানে আপনাদিগের আধিপত্য বিস্তার করিবার জন্য আর এক উপায় অবলম্বন করিলেন। এই সময় হইতে তাঁহারা বৎসর বৎসর কতিপয় সংখ্যক রুশীয় সেনা তুর্কিস্থানে প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাদের দ্বারা রুশ-তুর্কীদের বৈরীতা আরো সমধিক বৃদ্ধি পাইল। তুর্কীগণ রুশ অধিকারস্থ খির্গিজদিগের উপর ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করিল, এবং রুশীয় মৎস্যজীবীদিগকেও অশেষ প্রকারে নিপীড়িত করিতে লাগিল। খিভানেরা রুশীয় বণিক দিগের পন্যদ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিতে লাগিল। *

রুশ গবর্ণমেণ্ট খিভানদিগের সঙ্গে বন্ধুতা স্থাপন করিবার জন্য সময়ে সময়ে আপনাদিগের রাজকর্ম্মচারীদিগকে খিভাতে প্রেরণ করিতেন। এই সকল রাজদূতদিগের উপরেও খিভানেরা অযথা অত্যাচার করিতে লাগিল। তুর্কীগণ খির্গিজগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া দলে দলে কাস্পীয় হ্রদতীরে রুশীয় মৎস্যজীবিদিগকে বন্দী করিয়া, এই সকল হতভাগ্য রুশ দিগকে দাস রূপে বিক্রী করিতে লাগিল। এইরূপে ১৮৩৫ খ্রীঃ অব্দে সহস্রাধিক রুশ প্রজা খিবায় বন্দী হইল। †

যখন আপোষে কথাবার্ত্তা কহিয়া খিভানদিগের এই দুর্ব্বিসহ অত্যাচার নিবারণ করা অসাধ্য হইয়া দাঁড়াইল, তখন কাজে কাজেই রুশীয় গবর্ণমেণ্টকে খিবার সঙ্গে শত্রুতা আরম্ভ করিতে হইল। কিন্তু তাঁহারা তবুও একেবারে খিভানদিগের বিনাশ সাধনে বদ্ধ পরিকর হইলেন না; ইহাই তাঁহাদের বিশেষ প্রসংশার বিষয়। খিভার সঙ্গে রুশের বানিজ্যাদি তখনও চলিত। খিভান দিগের অত্যাচারেও

---

* Spalding's Khiva and Turkistan, pp. 120-30.

† Ibid.

রুশীয়গণ এতকাল রুশের ভিন্ন ভিন্ন বাজারে খিভান বণিকদিগের গতিবিধি বন্ধ করেন নাই। ১৮৩৬ খ্রীঃ অব্দে বহুসংখ্যক খিভান বণিক নভগরডের মেলা হইতে ওরেণবর্গ ও আস্ত্রাখান হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল। রুশ গবর্ণমেণ্ট পথিমধ্যে ইহাদিগকে বন্ধী করিলেন, এবং খিভা-পতিকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, খিভায় যে সকল রুশ প্রজা বন্ধী আছে, তাহাদিগকে ছাড়িয়া না দিলে, খিভান বণিকদিগকে মুক্ত করা যাইবে না।

ইহাতে খিভার বিষম অনিষ্ট হইতে লাগিল। খিভার বাণিজ্য দ্রব্যাদি রুশেই বিক্রী হইত। রুশের সঙ্গে বাণিজ্য সম্বন্ধ বন্ধ হওয়াতে খিভান দিগের সর্ব্ব প্রধান ধনাগম-পথ বন্ধ হইয়া গেল। খিভার বাণিজ্য দ্রব্যের মূল্য সহসা একেবারে কমিয়া গেল। কিন্তু তথাপি খিভাপতি আল্লা কুলী খাঁ রুশের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না।

ইহার প্রায় এক বৎসর পরে (১৮৩৭খৃঃঅব্দে) আল্লা কুলী খাঁ পঁচিশ জন মাত্র রুশীয় বন্ধীকে কিঞ্চিৎ উপঢৌকন সহকারে রুশ সম্রাটের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু ইহাতে রুশ-রাজ খিভান বণিক দিগকে মুক্তি দিলেন না। তিনি আল্লা কুলী খাঁর উপঢৌকন পর্য্যন্ত গ্রহণ করিলেন না। কিন্তু ইহাতেও খিভাপতির চেতনা হইল না। ইহাতেও আল্লা কুলী রুশের সঙ্গে সখ্যবদ্ধ হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন না। *

তখন রুশ-সম্রাটকে বাধ্য হইয়া খিভার বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করিতে হইল। রুশ সম্রাট তাঁহার যুদ্ধ-ঘোষণা-পত্রে লিখিলেন যে, রুশীয় বণিকগণ আর নির্ব্বিঘ্নে মধ্য-আসিয়ার মরুভূমি অতিক্রম করিতে পারে না। এইরূপে ওরেণবার্গ হইতে এক জন রুশীয় বণিক খিভার সশস্ত্র অধিবাসীগণ কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইয়াছে। এখন কোনও রুশীয় বণিক তাহার জীবনের অথবা স্বাধীনতার আশা পরিত্যাগ না

* Spalding's Khiva and Turkistan, pp. 128-29-30.

করিয়া খিভায় প্রবেশ করিতে পারে না। খিভানেরা বহুসংখ্যক রুশীয় প্রজাকে বন্দী করিয়াছে এবং এই সকল হতভাগ্য বন্দীগণের সংখ্যা প্রতি দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। *

এই সময়ে ভারতে ইংরাজ-রাজ কাবুলাধিপ দোস্ত মাহাম্মদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, গিজনীর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন। দোস্ত মাহাম্মদ খাঁ যুদ্ধে পরাভূত হইয়া স্বদেশ হইতে পলায়ন করিয়াছেন। এই সংবাদ উরূপায় প্রচার হইয়াছে। ইংরাজেরা বলেন, রুশের খিভার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার ইহাই মুখ্য কারণ ছিল। আফগানিস্থানে ইংরাজের প্রভুত্ব বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া সম্রাট নিকোলাস্ তাহার প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশে খিভার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন, তদানিন্তন ভারতীয় ইংরাজ মণ্ডলীর এ ধারণা জন্মিয়াছিল। কিন্তু নিরপেক্ষ ইতিহাস জানে, ইংরাজের এই বিশ্বাসের কোনও মূল নাই। রুশ সম্রাট খিভার বিরুদ্ধে যে অকারণে, অথবা সামান্য ছোতানাতা অবলম্বন করিয়া, যুদ্ধ ঘোষণা করেণ নাই, ইহা আমরা পূর্ব্বোল্লিখিত ঘটনাবলি হইতেই বিশেষরূপে দেখিতে পাইয়াছি। কোনও কোনও ইংরাজ ইতিহাস লেখককেও, সত্যের অনুরোধে, এই কথা স্বীকার করিতে হইয়াছে। উরূপার ইতিহাস লেখক সুপ্রসিদ্ধ স্যার অ্যার্কিবাল্ড অ্যালিসন বলিয়াছেন যে, খিভার বিরুদ্ধে রুশের যুদ্ধ ঘোষণা, আফগানিস্থানের বিরুদ্ধে ইংরাজের যুদ্ধ ঘোষণা

* Not one of the Russian caravans can now cross the desert without danger. It was in this manner that a Russian caraban from Orenburg, with goods belonging to our merchants, was pillaged by the armed bands of Khiva. No Russian merchant can now venture into that country without runnig the risk of losing his life or being made a prisoner. &c &c—Proclamation of Emperor Nicholas. October 28, 1839.

অপেক্ষা সমধিক ন্যায় সঙ্গত ছিল। * প্রথম আফগান-যুদ্ধের ইতিহাস লেখক কেই সাহেবও এই মত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। †

এই যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া সম্রাট নিকোলাস বহু সংখ্যক সেনা সমভিব্যাহারে সেনাপতি কাউণ্ট পেরোফস্কীকে খিভার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তখনও সুশিক্ষিত রুশ-সেনা 'এই সকল অজ্ঞাতভূমে, মরু ও পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্য দিয়া, সুচারুরূপে যুদ্ধ-যাত্রা করিতে শিক্ষা করে নাই; মধ্য-আসিয়া-বাসীগণের সঙ্গে যুদ্ধে তখনও রুশ-সেনা সবিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করে নাই। ফলতঃ ১৮৩৯ খৃঃঅব্দ পর্য্যন্ত রুশ সম্রাট মধ্য-আসিয়ার খির্গিজ মালভূমি প্রভৃতি স্থানে যে সকল দেশ অধিকার করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই বিনা-যুদ্ধে

---

* "The Russians had ample cause for aggression—much more so than the English had for it in Afganistan— Alison's History of Europe. (1815-52) p 619. Vol VI.

† The *casus belli* was here (in Emperor Nicholas's manifesto, a portion of which has been quoted in the foot note above) laid down with sufficient distinctness, and the facts stated in the manifesto were not to be denied. ......It was regarded, as a countermovement called forth by our own advance; and candid men could allege nothing against it on the score of justice or expediency. There was something suspicious in the time and manner of its enunciation. But there was less of aggression and usurpation in it than in our own manifesto. The movement was justified by the law of nations. There was outwardly something, indeed of positive righteousness in it, appealing to the best instincts of our nature. And, if there were behind all this outside show of humanity a politic desire to keep in check a rival power, that was now intruding in countries far beyond its own line of frontier, it can only be said that our own movement in Afganistan was directed against a danger of the same kind, but of much less substantial proportions"—Kaye's History of the war in Afganistan p 498. Vol I.

লাভ করেন। সুতরাং এই প্রথম যুদ্ধে যে রুশীয়গণ এই অজ্ঞাত প্রদেশের অবস্থাদির অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন পরাভূত হইবেন, ইহা আর আশ্চার্য্য কি ? পেরোফস্কীর অধিকাংশ সেনা, কেহ বা খিভানদিগের অস্ত্রাঘাতে আর কেহ বা এই অজ্ঞাত প্রদেশের ভীষণ শৈত্য প্রভাবে, বিনষ্ট হইল। পেরোফস্কী দশ সহস্র সেনা লইয়া খিভা যাত্রা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে চারি সহস্র মাত্র রুশীয়ায় প্রত্যাগমন করিয়াছিল কি না, বিশেষ সন্দেহের বিষয়। এই যুদ্ধে রুশের সম্পূর্ণ পরাজয় হইল। এই জনবল ও এত অর্থবল নাশ করিয়াও রুশরাজ খিভান দিগকে বশে আনিতে পারিলেন না।

পেরোফস্কীর খিভান দিগকে বশীভূত করিবার সমুদায় চেষ্টা নিষ্ফল হইল দেখিয়া, রুশ সম্রাট পর বৎসর (১৮৪০ খৃঃ অব্দে) খিবার বিরুদ্ধে আর একবার যুদ্ধ ঘোষণা করিবার আয়োজন দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু পেরোফস্কীকে পরাভূত করিয়াও খিভানদিগের রুশাতঙ্ক বিদূরিত হইল না। পুনর্ব্বার কি জানি রুশরাজ প্রবলতর সেনারাশি পাঠাইয়া তাহাদের ধ্বংস সাধনে চেষ্টা করেন, এই ভয়ে খিভানগণ ইংরাজ দূত অ্যাবট ও সেক্ষপীয়ারের বিশেষ প্ররোচনায় ১৮৪০ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভেই ৪১৮ জন রুশ বন্দী সহ এক জন রাজদূতকে রুশ দরবারে প্রেরণ করিল। খিভার খাঁ এই সময়ে রুশীয় দিগের উপরে কোনও প্রকার অত্যাচার না করিতে, এবং রুশীয় দিগকে ক্রয় না করিবার জন্য তাঁহার অধীনস্থ প্রজামণ্ডলীর প্রতি এক রাজাজ্ঞা প্রচার করিলেন। সুতরাং আর রুশ সম্রাটের পুনর্ব্বার খিভার সঙ্গে একটা মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল না। * ইহা হইতে খিভার অত্যাচার নিবারণ করাই যে পেরোফস্কীর যুদ্ধ-যাত্রার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, তাহা অতি বিশদরূপে প্রমাণিত হয়।

* Russia's Advance Eastward By Lieutentant Hugo Stumm, Translated by C. E. H. Vincent. pp 5-6.

খিভার ও রুশের মধ্যে যে অসদ্ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল, এই রূপে তাহা দূরীভূত হইলে, পেরোফস্কীর পরামর্শ মতে দুই জন রুশ রাজদূত খিভা এবং বোখারায় প্রেরিত হইলেন। এই দূতদ্বয় একটী অতি মহৎ উদ্দেশ্য সাধনার্থ খিভা ও বোখারায় প্রেরিত হন। রুশ সম্রাট তিনটী বিষয়ে খিভার খাঁকে অনুরোধ করিয়া পাঠান;— (১) দাস ব্যবসায় ও দাসত্ব প্রথা রহিত করা এবং রুশীয়দিগের দাসত্ব বন্ধ করা। (২) বহু দিন হইতে যে সকল ভ্রাম্যমান অসভ্য জাতি রুশের অধীনে আছে, তাহাদের উপরে খিভার সর্ব্বপ্রকার অবৈধ আধিপত্য ভোগ হইতে আপনাকে বঞ্চিত করা। (৩) খিভা এবং তৎপাশ্ববর্ত্তী প্রদেশ সমূহে রুশীয়গণের ব্যবসা বাণিজ্য করিবার সমুদায় বিঘ্ন নিরাকরণ করা।

এই প্রস্তাব ত্রয় খিভার খাঁর সমক্ষে উপস্থিত করিবার জন্য সেনাপতি নিকিকোরফ ১৮৪১ খৃঃ অব্দের মে মাসে ওরেণবার্গ পরিত্যাগ করিয়া আগষ্ট মাসে খিভা পৌঁছিলেন। কিন্তু খিভার খাঁ,দুইটী রাজ্যের মধ্যে আপোষে এইরূপ সন্ধি পত্রাদি কি রূপে রচিত হইতে পারে, তাহা সম্পুর্ণরূপে বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না, এবং নিকিকোরফকে বিফল মনোরথ হইয়া রুশীয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল। এইরূপে কিছুকাল রুশদূত খিভায় ও খিভার দূত রুশে যাতায়াত করিলে, অবশেষে ১৮৪২ খৃঃ অব্দে উভয় রাজ্যের মধ্যে রীতিমত সন্ধি স্থাপিত হইল। *

কিন্তু এই সন্ধি বেশী দিন স্থায়ী হইল না। ইহার পর বৎসর হইতেই খিভানেরা এই সন্ধি পত্রের বিবিধ সর্ত্ত সমূহ ভঙ্গ করিতে লাগিল; এবং ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে খিভার রাজদরবারে রুশরাজপ্রতিনিধি ইগ্নেটীয়েফ এই সন্ধি পত্রের কথা উল্লেখ করিলে, খিভানেরা তাঁহাকে বলিল যে, তাহাদের এই সন্ধিপত্রের কথা

* Khiva and Turkistan By H Spalding, pp. 174-76.

কিছুমাত্রও মনে নাই এবং রাজসরকারের কাগজ পত্রাদি অন্বেষণ করিয়া কোথাও তাহার নকল পাওয়া যায় নাই। এই সময় হইতে তুর্কী এবং খির্গিজগণ আপনাদিগকে খিভার প্রজা বলিয়া প্রচার করিয়া, খিভার খাঁর রক্ষণাধীনে থাকিয়া, যখন পারিত তখনই রুশীয়-দিগকে আক্রমণ করিত, এবং দাসরূপে বিক্রী করিত। এই সকল কারণেই পুনরায় রুশ গবর্ণমেণ্ট খিভার বিরুদ্ধে, তাহাকে উপযুক্ত রূপে দণ্ডিত করিবার উদ্দেশে, যুদ্ধ-ঘোষণা করিতে বাধ্য হন।

খিভানগণ সদাসর্ব্বদা রুশ-বিদ্বেষী ছিল। অতি প্রাচীনকাল হইতে ইহারা নানা উপায়ে রুশীয় বণিক ও রুশীয় প্রজাগণকে নিপী-ড়িত করিতে কখনও ক্রটী করে নাই। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে রুশে খিভায় সন্ধিস্থাপিত হইল বটে, কিন্তু এই সন্ধি দ্বারা খিভার অত্যা-চার নিবৃত্ত হইল না। খিভা একদিকে তুর্কীদিগকে ও অপরদিকে খির্গিজ দিগকে রুশের বিরুদ্ধে প্রণোদিত করিতে আরম্ভ করিল। রুশীয় প্রজাগণ তুর্কী ও খির্গিজগণ কর্তৃক লুণ্ঠিত, ধৃত ও বন্দীকৃত হইয়া খিভানদিগের নিকট দাসরূপে বিক্রীত হইতে লাগিল। খিভান্সেরা রুশ অধিকারস্থ খির্গিজদিগকে রুশের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার জন্য সতত প্রণোদিত করিতে আরম্ভ করিল। রুশের ভীষণতম শক্রুগণ পরাজিত ও নির্ব্বাসিত হইয়া খিভার আশ্রয় পাইতে লাগিল। সংক্ষেপতঃ এক জাতি আর একজাতির প্রতি, যতদূর শক্রতা করিতে পারে, এক রাজ্য প্রতিবাসী রাজ্যের উপর যত-দূর অত্যাচার করিতে পারে, খিভা রুশিয়ার সঙ্গে ঠিক ততদূর শক্রতা ও তাহার উপর ঠিক ততদূর অত্যাচার করিতে লাগিল। রুশ সর্ব্ব-দাই বিশেষ সাবহিত হইয়া কাজ করে। এবারেও অতি সাবধানে, বহুদিন হইতে গোপনে গোপনে খিভানদিগকে দমন করিবার সমুদায় যোগাড় যন্ত্র করিয়া, ১৮৭২ খৃঃ অব্দে প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিল।